মাসিক কম্পিউটার জগৎ

ডিসেম্বর ২০১১ বছর ২১ সংখ্যা ০৮

দাম ৳৫০

THE MONTHLY
COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

DECEMBER 2011 YEAR 21 ISSUE 08

ফ্যাশন ওয়াটারকালার আর্টওয়ার্ক

উইন্ডোজের মধ্যে নেটওয়ার্কিং

ফেসবুকের গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ও ট্রিকস

ওডেস্কে কাজ করার পদ্ধতি

বড় মাপের আইসিটি আয়োজন

ই-এশিয়া ২০১১

5+ Lac Online Live Viewers

@ comjagat.com

মাসিক কম্পিউটার জগৎ গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)		
দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	৬০০	১২০০
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৪০০০	৮০০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৪০০০	৮০০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	৪৮০০	৯৬০০
আমেরিকা/কানাডা	৪৫০০	৯০০০
অস্ট্রেলিয়া	৪৫০০	৯০০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার মারফত "কমপিউটার জগৎ" নামে রুম নং ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন : ৮৬১০৪৪৫, ৮৬১৬৭৪৬, ৮৬১৩৫২২
৮১২৫৮০৭, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৭২৩
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

comjagat.com
You are LIVE
Portal : News I Online Magazine I IT Product I Blog I Video Gallery
Service : Video Conference I Live Webcast I Digital Archiving
Solution : Software Development I Web Application Development
Mobile Application Development I Software Testing I WebTV

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন

সূচিপত্র

ডিসেম্বর ২০১১ বর্ষ ২১ সংখ্যা ০৮

১৭ *সম্পাদকীয়*

১৮ *ওয় মত*

২৩ *ই-এশিয়া ২০১১*
এশিয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা বড় প্রযুক্তি আসর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ই-এশিয়ার মূল থিমের আলোকে ই-এশিয়া ২০১১-র বিভিন্ন দিক তুলে ধরে রিপোর্টভিত্তিক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন মইন উদ্দীন মাহমুদ।

৩০ *এই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির নির্বাচন*

৩৬ *ওডেস্কে কাজ করার পদ্ধতি*
ওডেস্কে মাই টেস্ট সেকশন এবং কভার লেটার লেখার নিয়ম ও কাজ পাওয়ার টিপ তুলে ধরেছেন নাজমুল হক।

৩৯ *অন্য এক দক্ষিণ এশিয়া গড়া সম্ভব তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে*
'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম' প্লাটফরমের আলোকে লিখেছেন ভাস্কর ভট্টাচার্য।

৪১ *চীনের তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম স্থাপনা পরিদর্শনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি*
বেইজিংয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম স্থাপনা পরিদর্শনের আলোকে লিখেছেন মোঃ মিজানুর রহমান।

৪৮ *ঘরে ঘরে ইন্টারনেট*
কমপিউটার শিক্ষা প্রসারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা কোথায় এবং এজন্য কী পদক্ষেপ নিতে হবে তার আলোকে লিখেছেন মোস্তাফা জব্বার।

53 ENGLISH SECTION
* The Blessings of Cloud Computing and Financial Industry

54 NEWSWATCH
* Cybercom
* D-Link
* QUBEE Internet
* Seminar on Cloud Computing
* DBBL Chooses Kaspersky
* New JETWAY Intel H 61 Motherboard
* HP Completes Strategic Alternatives for its PSG

৬৩ *গণিতের অলিগলি*
গণিতের অলিগলি শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় গণিতদাদু এবার তুলে ধরেছেন হয়ে যান মানবকালকুলেটর।

৬৪ *সফটওয়্যারের কারুকাজ*
কারুকাজ বিভাগের টিপগুলো পাঠিয়েছেন যথাক্রমে মীর তৌফিক মুহম্মদ, জাহাঙ্গীর হোসেন ও পাভেল।

৬৫ *ফেসবুকের গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ও ট্রিকস*
ফেসবুকের নোটিফিকেশন ই-মেইল অ্যাড্রেস বন্ধ করার ও ডোমেইন অ্যাকাউন্ট তৈরির কৌশল দেখিয়েছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান।

৬৬ *একাধিক ভার্সনের উইন্ডোজের মধ্যে নেটওয়ার্কিং*
এক্সপি, ভিস্তা ও উইন্ডোজ ৭-এর মধ্যে ফাইল ও প্রিন্টার শেয়ারিংয়ের কৌশল দেখিয়েছেন কে এম আলী রেজা।

৬৭ *উবুন্টু ১২.০৪-এ যেসব পরিবর্তন হতে যাচ্ছে*
উবুন্টু ১২.০৪-এ যেসব পরিবর্তন হতে যাচ্ছে তার আলোকে লিখেছেন মোঃ আমিনুল ইসলাম সজীব।

৬৮ *গ্রাফিক্স কার্ডে ডুয়াল ফ্যানের ছোঁয়া*
গ্রাফিক্স কার্ডে ডুয়াল ফ্যানের উপস্থিতিতে কেমন প্রভাব পড়বে তার আলোকে লিখেছেন মোঃ তৌহিদুল ইসলাম।

৬৯ *ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান*
ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান ইউটিলিটির বিভিন্ন ফিচার নিয়ে লিখেছেন প্রকৌশলী মর্তুজা আশীষ আহমেদ।

৭০ *জলবায়ু পরিবর্তন : সতর্ক করার দানব রোবট*
বিভিন্ন ধরনের রোবটের ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন সুমন ইসলাম।

৭৫ *পিসির ঝুটঝামেলা*
পিসির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছে কমপিউটার জগৎ ট্রাবলশুটার টিম।

৭৮ *ফ্যাশন ওয়াটারকালার আর্টওয়ার্কস*
ফ্যাশন আর্টওয়ার্কের ওয়াটারকালার যুক্ত করার কৌশল দেখিয়েছেন আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ।

৮০ *উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরির ব্যবহার*
উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরির ব্যবহার দেখিয়েছেন তাসনুভা মাহমুদ।

৮১ *মাইক্রোসফট উইন্ডোজের কিছু ফ্রি টুল*
মাইক্রোসফট উইন্ডোজের কিছু ফ্রি টুল নিয়ে লিখেছেন তাসনীম মাহমুদ।

৮৩ *মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের খুঁটিনাটি*
মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরে লিখেছেন নূরবাহার ঈয়াশা ও রাফিদ ওয়াহিদ ইয়াদ।

৮৮ *গেমের জগৎ*

৮৯ *গেমের জগৎ*

৯০ *গেমের জগৎ*

৯৯ *কমপিউটার জগতের খবর*

Advertisers' INDEX

A & A Smart Web	28
Alohalshoppe	31
Anando Com	38
AT Computers Solution	47
Bangla Lion	107
Binary Logic	32
Binary Logic	33
Binary Logic-3	74
Bitopi Advertising Ltd.	62
Businessland Ltd.	118
Ciscovalley	82
ComJagat.com	40
Computer Source (Dell)	71
Computer Source (Norton)	97
Comvalley Ltd.	73
Digi Solution	72
Drik ICT	120
Executive Technologies Ltd.	2nd Cover
Express Systems Ltd.	112
Flora Limited (Canon)	05
Flora Limited (Epson)	04
Flora Limited (HP)	03
General Automation Ltd	116
Genuity Systems ((Training)	58
Genuity Systems (Call Center)	59
Globacom Systems & Solution	43
Global Brand (Pvt. Ltd. (A Data)	12
Global Brand (Pvt. Ltd. (Asus Laptop)	10
Global Brand (Pvt.) Ltd (Brother)	11
Global Brand (Pvt.) Ltd. (Asus)	21
Global Brand (Pvt.) Ltd. (Q Nap)	20
Global Brand (Pvt.) Ltd. (vivitek)	19
HP	Back Cover
I.O.M (Copier)	61
I.O.M (Toshaba)	60
IBCS Primex Software	113
IEB	37
In Gen Industries Ltd.	9
Index It Ltd.	57
Intergraded Business Systems	121
IOE (xerox)	110
J.A.N. Associates Ltd.	55
Jatyo Mohila Sonstha	92
Micro Mac	22
Motorola	108
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
Multistar Technologies	8
Oriental (Hitachi)	117
Out Sourcing Jabs Bd. com	42
REVE Systems	34
Sat Com Computers Ltd.	13
Sate IT	98
Smart Technologies (Avira)	56
Smart Technologies (Gigabyte Amd)	94
SMART Technologies (HP Note book)	14
SMART Technologies (Samsung Printer)	122
Smart Technologies Gigabyte (Intel)	95
Smart Technologies Ricoh Photo copier	123
Spectrum Engineering Consortium Ltd.	109
Star Host	111
Sumsang (Camera)	45
Sumsang (Laptop)	44
Sumsang (LCD Monitor)	46
Superior Electronics Pvt. Ltd.	91
Surjo Mukhi	53
Techno BD	96
Through Put-1	16
Through Put-2	35
Unique Business System	119
United Computer Center (AMD)	114
United Computer Center (Transcend)	115
Web Solution	52
Zebra Laser Toner Cartridge	

কম্পিউটার জগৎ

COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা: অধ্যাপক ডা: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতাজেজ আমিন

সম্পাদক: গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক: মঈন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক: এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক: মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক: মুনারাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী: শাহেদ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ: আমেরিকা
ড. বাশ মনজুর-এ-মোর্শেদ: কানাডা
ড. এস মাহমুদ: ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী: অস্ট্রেলিয়া
মাহফুজ রহমান: জাপান
এস. বালাজী: ভারত
আ. ক. মো: সামসুজ্জোহা: সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন শাহরেজা: মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ: এম. এ. হক অনু
গ্রাফিক্স: মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা: নজর রহমান মিঠু
মো: মাহবুবুর রহমান

মুদ্রণে : হাইটেক (প্রা.) লি.
৩৪নং/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক: সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক: শিমুল বাদল
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক: ব্যারো. শাহনূর শাহরিন মাহমুদ
উৎপাদন ও বিপণন কর্মকর্তা: মো: মুস্তফা ইসলাম আরিফ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কম্পিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কম্পিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor: Golap Munir
Associate Editor: Main Uddin Mahmood
Assistant Editor: M. A. Haque Anu
Technical Editor: Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent: Md. Abdul Hafiz

Published from:
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel: 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel: 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax: 88-02-9664723
E-mail: jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

মন্ত্রণালয়ে রদবদল

অতি সম্প্রতি সরকার রেলওয়ে বিভাগকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে নতুন রেলওয়ে মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। একই সাথে 'বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' ভেঙে দুইটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। একটি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। অপরটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে গত ৪ ডিসেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক আদেশে বলা হয়, রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬-এর রুল ৩-এর চতুর্থ ধারারক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রী এই নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করলেন।

মন্ত্রণালয় বিভাজন ও মন্ত্রিপরিষদে রদবদল নিয়ে সরকারের ভেতরে চলে নানা নাটকীয়তা। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, এ প্রক্রিয়ার অধীনে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন এতদিন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল প্রথমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এবং সবশেষে নবগঠিত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর পদ্মা সেতুর প্রধান ঋণদাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, কমিশন ও সুবিধা আদায় এবং জালিয়াতির অভিযোগ এনে পদ্মা সেতুতে অর্থ বরাদ্দ স্থগিত করে দেয়। বিশ্বব্যাংকের অভিযোগের সাথে একমত পোষণ করে অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থা এডিবি, জাইকা ও আইডিবি তাদের ঋণ বরাদ্দ স্থগিত করে দেয়। এ সময় দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেয়ার জন্য দেশের বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, সরকার পক্ষের ও বিরোধী দলের রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, নারী সমাজ, ছাত্র ও সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে দাবি জানায়। তাছাড়া গত ঈদ-উল-আজহার সময় সারা দেশের প্রায় সব সড়ক-মহাসড়ক ও রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাস-ট্রাক মালিকেরা বাস-ট্রাক চলাচল বন্ধ ঘোষণা করলে সর্বস্তরের মানুষও তার পদত্যাগ দাবি করে। বিষয়টি নিয়ে সরকার এক ধরনের বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। কিন্তু তার পদত্যাগের প্রবল দাবির মুখেও তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজেকে সফল মন্ত্রী হিসেবে দাবি করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও অনু[illegible] থেকে তাকে বাদ দেননি। সাম্প্রতিক মন্ত্রণালয়ের রদবদল ও নতুন মন্ত্রী নিয়োগের প্রেক্ষাপটে জনমনে ধারণা জন্মে এবার তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন। কিন্তু তা হলো না। তিনি নতুন করে দায়িত্ব পেলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের। বিষয়টি অনেককে বিস্মিত করেছে। কারণ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ে তার লেখাপড়া ও কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমনটি আমাদের জানা নেই। শুধু সরকারি দলের রাজনৈতিক সমীকরণ সূত্রে এ ধরনের মন্ত্রী নিয়োগ কোনো সুফল বয়ে আনবে, এমনটি মনে করছেন না অনেকেই।

এদিকে সৈয়দ আবুল হোসেনের অধীনে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অর্থাৎ বিটিআরসিকে আনার চিন্তাভাবনা করছে, এই মর্মে জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশে অনেকেই উদ্বিগ্ন। দুর্নীতির অভিযোগে তাকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে আনা হলেও এখন আবার তার অধীনে যাচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই কমিশন। উল্লেখ্য, এ সংস্থার আওতায় রয়েছে দেশের সব মুঠোফোন কোম্পানিসহ টেলিযোগাযোগসংশ্লিষ্ট সব ধরনের প্রতিষ্ঠান। বিপুল পরিমাণ রাজস্ব এ খাত থেকে সরকার পায়। এবং এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হয়। নবগঠিত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আবুল হোসেনকে দায়িত্ব দেয়ার পর বিটিআরসিকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাবার্তা শুরু হয়। তবে এমনটি করা হলে এর প্রভাব ইতিবাচক হবে না বলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে আইএসপি (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি আখতারুজ্জামান বলেছেন, বিটিআরসি টেলিযোগাযোগের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এখন টেলিযোগাযোগ ও বিটিআরসিকে যদি আলাদা করা হয়, তবে বিষয়টি হবে হৃৎপিণ্ড ছাড়া মানুষ, যার কোনো মূল্য নেই। তিনি বিটিআরসিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ার যথার্থ দাবি জানান। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ টেলিযোগাযোগ খাতের অমঙ্গলই ডেকে আনবে।

সরকার কোন বিবেচনায় সৈয়দ আবুল হোসেনকে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আনল এবং কেনো আবার বিটিআরসিকে তার অধীনে আনার চিন্তাভাবনা করছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। যদিও বাজারে এরই মধ্যে এ নিয়ে নানাধর্মী ক্রিয়া-প্রক্রিয়াসম্বলা চালু হয়ে গেছে। তবে আমরা মনে করি, সরকারের এ পদক্ষেপ সুবিবেচনাপ্রসূত নয় এবং তা তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে কোনো উপকার বয়ে আনবে না। বরং ঘটবে উল্টোটাই।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ •

দেশি ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ দোয়েল উড়ছে ধীরগতিতে

দেশি ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ দোয়েল-এর উৎপাদন শুরু হয়েছে জুলাই থেকে। টেলিফোন শিল্প সংস্থা তথা টেশিসের তত্ত্বাবধানে চার ধরনের ল্যাপটপ উৎপাদন হচ্ছে। এসব ল্যাপটপের দাম ও মানের পার্থক্য আছে। টেশিস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্কুল শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে সর্বনিম্ন দাম রাখা হয়েছে ১০,০০০ টাকা। বর্তমানে আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এই দাম একটু বেশিই হয়তো অনেকেই বলবেন। কেননা ভারত ইতোমধ্যে আরো কম দামে ল্যাপটপ নিচ্ছে তাদের দেশের ছাত্রদের। ভারত ছাত্রদের জন্য কম দামী ল্যাপটপ তৈরি ও ছাড়ার ঘোষণা দেয় সম্ভবত আমাদের পরে। তারপরও আমাদের চেয়ে সবদিক থেকেই এগিয়ে গেছে অনেক বেশি। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

আমি অবশ্য দোয়েল ল্যাপটপের দাম বেশি না কম, সে বিতর্কে যেতে চাই না। আমি জানতে চাই, বাংলাদেশে দোয়েল ল্যাপটপ কবে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে? দোয়েল শুধু টেশিসের নিজস্ব শোরুমকেন্দ্রিক থাকবে নাকি দোয়েল উড়ে বেড়াবে বাংলাদেশের সর্বত্রই। অর্থাৎ দোয়েল ল্যাপটপ ঢাকাকেন্দ্রিক না হয়ে দেশব্যাপী হবে সমহারে।

শোনা যাচ্ছে, দৈনিক দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদন হয় ৫০ থেকে ১০০টি। এই যদি উৎপাদনের গতি হয়, তাহলে সারা দেশ তো দূরের কথা, শুধু ঢাকার আইডিবিতে দোয়েলের উড়ে যেতে কয়েক মাস লেগে যাবে। আর উৎপাদনের এই গতি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে সারা দেশের আকাশে বিচরণ করতে দোয়েল ল্যাপটপ বুড়ো হয়ে যাবে, অর্থাৎ দোয়েল ল্যাপটপের বর্তমান কনফিগারেশন ও মডেলগুলো বাতিল পণ্যের তালিকায় স্থান করে নেবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা প্রযুক্তিপণ্যের সংস্করণ খুবই দ্রুতগতিতে হয়।

সুতরাং এই বিষয়টি মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে দোয়েলের বর্তমান মডেলগুলো যেনো ব্যবহারকারীর কাছে পুরনো ও বাতিল মডেলের ল্যাপটপ হিসেবে না যায়। অর্থাৎ দোয়েল ল্যাপটপের দৈনিক উৎপাদনের গতি আরো বাড়বে এবং খুব শিগগির বাংলাদেশের সর্বত্রই পাওয়া যাবে সে ব্যবস্থা করবে। অন্তত দোয়েলের ক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্য যেনো না বাড়তে থাকে সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দেবে, তা আমাদের সবার প্রত্যাশা।

শাওন-শুভ, কোনাপাড়া, ঢাকা

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফিডব্যাক নেয়া ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ চাই

আমরা প্রায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত খবর থেকে জানতে পারি, দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী পদমর্যাদার বা সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। মাঝেমধ্যে আমার মনে হয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সভা-সেমিনারে আমাদের দেশ থেকে যেনো একটু বেশিই প্রতিনিধিরা বিদেশে যান দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা নিতে। আমি বলছি না তারা দেশের জনগণের টাকা শ্রাদ্ধ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব সভা-সেমিনার হয়, তাতে যেসব মূল্যবান মতামত ও তথ্য বেরিয়ে আসে, তার আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনেক দেশই উন্নতির পথ বেয়ে এগিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে যান, তারা একদিন অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, যার আলোকে বাংলাদেশও এগিয়ে যাবে। আমি যেহেতু আইসিটিসংশ্লিষ্ট পেশায় আছি, তাই এ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাই।

আইসিটিসংশ্লিষ্ট যেসব আন্তর্জাতিক মানের সভা-সেমিনার হয়, সেখানে যেন অবশ্যই আইসিটিসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞরা যান এবং তাঁদের লব্ধজ্ঞানকে যেন কাজে লাগানো হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন সংশ্লিষ্টজনেরা।

আমাদের দেশ থেকে যেসব প্রতিনিধি বিদেশে যান, তারা তাদের অর্জিত জ্ঞানকে কেউ কেউ হয়তো যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শও দেন। আবার কেউ কেউ হয়তো বিদেশে সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ শেষে বেমালুম ভুলে যান যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে। আবার অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও বিদেশে সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের ফিডব্যাকও জানতে চায় না, যা তাদের চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস কখনো কখনো এমন ঘটনাটি বেশি ঘটে অর্থাৎ ফিডব্যাক নেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে উদাসীনতা বিরাজ করে বেশি।

আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিদের বিশ্বের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা যেমন উচিত, বিশেষ করে আইসিটিসংশ্লিষ্ট সেমিনারগুলোতে। কেননা বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রটি এখন অনেক দুর্বল। এ ক্ষেত্রের জন্য দরকার প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করা সভা-সেমিনারের মাধ্যমে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সভা-সেমিনার শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, সভা-সেমিনার থেকে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করা উচিত। তবে লক্ষ রাখতে হবে, বিদেশে সভা-সেমিনারে যারা যান তারা যেন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হন কিংবা প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হন যাতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে তেমনটি একটু কমই দেখা যায়।

দেশ-বিদেশে আইসিটিসংশ্লিষ্ট যেসব সভা-সেমিনার হয়, অন্তত সেসব সেমিনারের ফিডব্যাক নেয়ার সাথে সাথে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

এম. জামান, ধেমরা, ঢাকা

আলোচনাধর্মী লেখা বাড়ানো হোক

আমি কমপিউটার জগৎ-এর একজন পাঠক। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না হওয়ায় আলোচনাধর্মী লেখার প্রতি আমার আকর্ষণ বেশি। বলতে পারেন, প্রাঞ্জলসহ আলোচনাধর্মী লেখাগুলো বেশি পড়ি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মতো অনেক পাঠক আছেন কমপিউটার জগতের, যারা শুধু আলোচনাধর্মী লেখাগুলো পড়েন। আমার যতটুকু মনে পড়ে, ইতোপূর্বে বছর দু-তিনেক আগে আরেকজন পাঠক চিঠিপত্র কলামে আলোচনাধর্মী লেখা বাড়ানোর আবেদন করে লিখেছিলেন।

আমি জানি, কমপিউটার জগৎ-এর বেশিরভাগ পাঠকই ছাত্র-ছাত্রী। আমার সন্তানেরাও কমপিউটার জগৎ পড়ে। তারা বেশিরভাগই টেকনিক্যাল লেখাগুলো পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে টেকনিক্যাল লেখা বেশি দেয়া উচিত ঠিকই, তবে নন-টেকনিক্যাল পাঠকদের কথাও আপাদের বিবেচনা করা উচিত। এ শ্রেণীর মধ্যে পড়েন দেশের নীতি-নির্ধারণী মহল, যাদের বেশিরভাগই নন-টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। এ শ্রেণীকে আইসিটিতে আরো বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে দরকার বেশি করে আইসিটিসংশ্লিষ্ট নন-টেকনিক্যাল লেখা প্রকাশ করা, যাতে তারা আইসিটিকে আরো বেশি করে জানতে ও বুঝতে পারেন। এর ফলে আইসিটির বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করে করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারবেন। অর্থাৎ নীতিনির্ধারণী মহল আইসিটির ব্যাপারে আরো বেশি উদ্যোগী হবে। কমপিউটার জগৎ-এর কাছে আমার দাবি টেকনিক্যাল লেখার পাশাপাশি সমান অনুপাতে নন-টেকনিক্যাল লেখাও যেন থাকে। আশা করি আমার এই অনুরোধ কমপিউটার জগৎ কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনা করবেন।

মনিরুজ্জামান পিন্টু, ঢাকা

www.comjagat.com

'কমজগৎ ডট কম' বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ও তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল। এতে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রথম ও বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, যা ১৯৯১ সালের মে মাস

বড় মাপের আইসিটি আয়োজন
ই-এশিয়া ২০১১

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

'রিয়েলাইজিং ডিজিটাল ন্যাশন' স্লোগান নিয়ে ১-৩ ডিসেম্বর ২০১১-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'ই-এশিয়া ২০১১' শীর্ষক বড় মাপের আন্তর্জাতিক আইসিটি উন্নয়নবিষয়ক মিলনমেলা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাত, প্রযুক্তিগত সেবা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরার অন্যতম বড় ও মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন এই ই-এশিয়ায় ছিল একই সাথে একটি সম্মেলন ও তথ্যমেলা। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তির সরবরাহ বাড়ানো এবং জ্ঞানভিত্তিক ক্রমোন্নতি। ই-এশিয়ায় জনগণের সেবা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আইসিটিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ বা প্রকল্পকে পুরস্কৃত করার উদ্যোগও নেয়া হয় এই ই-এশিয়া আয়োজনের মাধ্যমে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হয় দারিদ্র্য নির্মূল করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে মূলধারায় আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সবার জন্য সমআইন প্রয়োগ করা। এছাড়া প্রস্তাব করা হয়, দেশের নাগরিকদেরকে আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত রাখা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম আইসিটি ব্যবহার করে দারিদ্র্য কমানো এবং মানবউন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এই ধারণাকে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদেরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝেও এ উদ্যোগ ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে।

ই-এশিয়া হলো এশীয় অঞ্চলের এ ধরনের প্রথম আইসিটিবিষয়ক আয়োজন, যা এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ২০০৬ সাল থেকে, প্রথম ই-এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে। এরপর তিনটি ই-এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর দু'টি অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার পুত্রজায়া ও কুয়ালালামপুরে, যথাক্রমে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে। এসব সম্মেলনের বিশেষ প্রতিফলনের বিষয়গুলো ছিল ই-গভর্ন্যান্স টেলিসেন্টার, ডিজিটাল লার্নিং, ই-হেলথ, এম-সার্ভ ইত্যাদি। ই-এশিয়া ২০০৯-এর স্লোগান ছিল 'অপরচুনিটিজ ফর ডিজিটাল এশিয়া'। এটি আয়োজিত হয় শ্রীলঙ্কার কলম্বোয়। এর থিম ছিল ই-এশিয়া ডিজিটাল লার্নিং, ই-হেলথ টেলিসেন্টার ফোরাম এবং ইমার্জিং ই-টেকনোলজি। গোলমেলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ২০১০ সালে ফিলিপাইনে ই-এশিয়া সম্মেলন হতে পারেনি। ভারতের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিএসডিএমএস তথা 'সেন্টার ফর সায়েন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ' এই উদ্যোগের মূল আয়োজক। তবে প্রতিবছর ই-এশিয়ার স্বাগতিক দেশের একটি সংস্থা এর ব্যবস্থাপনায় থাকে।

ই-এশিয়া ২০১১-র মূল আয়োজক বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), সহ-আয়োজক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশনে (এটুআই) প্রকল্প, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপি এবং ইলেটস। সহযোগিতায় ছিল অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ (অ্যামটব), এশিয়ান-ওশেনিয়ান কমপিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বিএসিসি), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশে (আইএসপিএবি), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি প্রভৃতি সংগঠন।

এই ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীরা আরো গভীরভাবে আইসিটির ক্ষেত্রে সর্বসাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। এর আগের বছরগুলোয় অনুষ্ঠিত ই-এশিয়া সম্মেলনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পৃষ্ঠপোষক বা স্পন্সর ও সহায়তাকারী ছিল কয়েকটি আন্তর্জাতিক সুপরিচিত কোম্পানি : স্যামসাং, ইন্টেল, মাইক্রোসফট, আইবিএম, ওরাকল, এভারন, ইএমসি, ইএমসি স্যাপসহ আরো কয়েকটি।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী ই-এশিয়া সম্মেলনটি এ ধরনের পঞ্চম সম্মেলন বা মেলা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি মো: জিল্লুর রহমান।

ই-এশিয়া মেলা ও সম্মেলন স্টেকহোল্ডারদের জন্য বয়ে আনে এক অনুপম সুযোগ, যাতে এরা সক্রিয়ভাবে মেলায় উপস্থিত থেকে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পারস্পরের আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ পান। অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন। তিনদিনের এই আয়োজনে সমন্বিত হয় মৌল ধারণাগত এক সারির পরস্পর সম্পর্কিত কিছু কনফারেন্স, যেখানে রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনের চারটি মূল থিম: বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, কানেকটিং পিপল, সার্ভিং সিটিজেন এবং ড্রাইভিং ইকোনমি। মূলত, একটি ডিজিটাল জাতি গঠন করার ক্ষেত্রে এই চারটি বিষয় হচ্ছে মূল চাবিকাঠি।

ই-এশিয়ার মূল উদ্দেশ্য আইসিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও সক্ষমতা উপস্থাপন, দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে এশীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ, শীর্ষস্থানীয় আইসিটি প্রতিষ্ঠান এবং বরেণ্য আইসিটি নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ৭০০-৮০০ প্রতিনিধি এ প্রোগ্রামে অংশ নেন।

ই-এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের আইসিটি পণ্য ও সেবা প্রদর্শনী, আইসিটিনির্ভর উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপন ছিল। ই-এশিয়া সম্মেলনে ছিল বেশ কয়েকটি প্লেনারি এবং টেকনিক্যাল সেশন, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনা, বিতর্ক এবং ব্যাপক প্রদর্শনী। সরকারি ও বেসরকারি খাতে বা এজেন্সির বিভিন্ন প্রকল্প প্রদর্শনের চমৎকার সুযোগ ছিল এ প্রদর্শনীতে। ফলে ই-এশিয়া হয়ে উঠেছিল সবার জন্য এক অনন্য সংযোগসূত্র ও শেখার অনন্য এক সুযোগ।

ই-এশিয়ার উদ্বোধন

ঢাকার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী পঞ্চম এই আসর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ই-গভঃ প্রকল্পের সভাপতি ও প্রবাস নির্বাহী অজয় সোহানি, প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, জিপিআইটির সিইও পিটার ড্যানিয়েল, বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইসিটিবিষয়ক ই-এশিয়ার পঞ্চম আসর উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার দেশের তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে চায়। কেননা, দেশ-বিদেশে এক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এখন স্বাধীনতার ৪০ বছরে পা দিয়েছে। স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা ও জনসেবা দিতে বাংলাদেশ নিজেকে প্রস্তুত করেছে। এরই মধ্যে মোবাইল ফোন ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালে এসেছে। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ২০২১ সাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না।

শেখ হাসিনা আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে এখন প্রতিমাসে ৪০ লাখ মানুষ তথ্যসেবা পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, দেশের এক হাজার ছয়শ' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ এবং প্রায় তিন হাজার আইটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগামী বছরে ত্রিশ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের শ্রেণীকক্ষ স্থাপন করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তির এই ডিসেম্বর মাসে ই-এশিয়ার আয়োজনকে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রযাত্রা হিসেবে উল্লেখ করেন।

ভারতের আইসিটি মন্ত্রণালয়ের ই-গভঃ প্রকল্পের সভাপতি এবং সিইও অজয় সোহনি বলেন, বাংলাদেশ আইসিটি খাতে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতও বাংলাদেশের অংশীদার হতে চায়। আইসিটি খাতের উন্নয়নে ভারত বাংলাদেশকে সবধরনের সহযোগিতা ও সহায়তা করবে বলে তিনি জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞান ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, তিন বছর আগেও তথ্যপ্রযুক্তির আউটসোর্সিং বাংলাদেশে ছিল স্বপ্নের মতো। এখন আউটসোর্সিংয়ের কাজে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের দিকে। তিনি আরো বলেন, আমরা বাংলাদেশকে একটি তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগস্থলে তথা হাবে পরিণত করতে পারি, যা ভারত করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু করতে পারব। বাংলাদেশ এখন তথ্যপ্রযুক্তির আউটসোর্সিং হাব।

সম্মেলনে সহ-আয়োজক সেন্টার ফর সায়েন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজের (সিএসডিএমএস) প্রেসিডেন্ট এন কে নারায়ণ বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণেই বাংলাদেশে এ সম্মেলন হচ্ছে।

ঢাকাকে তথ্যপ্রযুক্তির উৎপাদক হতে হবে : রাষ্ট্রপতি

ই-এশিয়ার সমাপনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান বলেন, আমাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তির ক্রেতা হওয়ার পরিবর্তে তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান উৎপাদক হতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সময় এসেছে জ্ঞানভিত্তিক এ কাজে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নেয়ার। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ই-এশিয়া ২০১১-র সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে এ কথা বলেন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এশিয়ার পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বিনিময়ের পাশাপাশি আইসিটি উপকরণ সহজলভ্য করতে এই প্রথমবারের মতো ঢাকা এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ভারতের সেন্টার ফর সায়েন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজের সহায়তায় বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অধীনে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কো-অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বিজ্ঞান ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ছৃপতি ইয়াফেস ওসমান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম মোশাররফ হোসেন, তথ্য এবং যোগাযোগ সচিব রফিকুল ইসলাম এবং ভারতের সিএসডিএমএসের প্রেসিডেন্ট এন কে নারায়ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

জিল্লুর রহমান বলেন, সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নাগরিক সেবাগুলো সহজে, স্বল্পসময়ে ও স্বল্পখরচে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

তিনি বলেন, গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা আজ শুধু সময়ের দাবি নয়, বরং এটি জনগণের অধিকার।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমার বিশ্বাস, দেশের জনগণ অচিরেই তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে বাংলাদেশের প্রতিটি সেবা খাতের সুফল পাবে। রাষ্ট্রপতি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ আইসিটিভিত্তিক একটি ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

ই-এশিয়া ২০১১ : নানা সফল উদ্যোগ

স্বাধীনতার ৪০ বছর উদযাপনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ই-এশিয়া ২০১১ আয়োজনের দায়িত্ব নেয়। এজন্য ই-এশিয়ার ফোল্ডার আলাদাভাবে দেখানো হয় স্বাধীনতার চার দশক পূর্তিকে। ভারতের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিএসডিএমএস এই উদ্যোগের মূল আয়োজক। তবে প্রতিবছর স্বাগতিক দেশের একটি সংস্থা এর ব্যবস্থাপনায় থাকে। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কায় ই-এশিয়া সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালীন মুখ্যসচিব আব্দুল করিমের নেতৃত্বে একটি দল অংশ নেয়। তারা ২০১১-এর সম্মেলনটি বাংলাদেশে আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিএসডিএমএসের প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধা দেখে বাংলাদেশের স্বাগতিক দেশ হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানায়। বাংলাদেশে ই-এশিয়ার আয়োজন করেছে বিজ্ঞান ও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল।

বাংলাদেশে কমপিউটার কাউন্সিল ই-এশিয়া সফল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাতটি আলাদা কমিটি কাজ করে। বিসিসিতে স্থাপন করা হয় ই-এশিয়া সচিবালয়। এ কমিটি মূলত ই-এশিয়ার কাজ তদারকি ও সমন্বয় করে। প্রতিটি কমিটি আলাদাভাবে কাজ করে। কমিটিগুলোর নেতৃত্ব দেন সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিসিএস এবং বেসিস সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব।

এশিয়ার অন্যতম বড় তথ্যপ্রযুক্তি মেলা ই-এশিয়া শুরু হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩০ নভেম্বর ২০১১ এক সংবাদ সম্মেলনে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যে হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক আইসিটি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও সক্ষমতা বহির্বিশ্বের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করা, দেশের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পথ খোঁজা এবং প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা।

এ সম্মেলনে জানানো হয়, তিন দিনের মেলায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাঁচটি কক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে ৩০টি সেমিনার ও কর্মশালা হবে। এতে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার তুলে ধরা হবে। বিভিন্ন বিষয়ের সেমিনার থেকে পাওয়া তথ্য ও সবার সামনে তুলে ধরা বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হবে বলেও জানানো হয়। এ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, ই-এশিয়া ২০১১ প্রদর্শনীতে মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, জাপান, থাইল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের কান্ট্রি প্যাভিলিয়ন থাকবে। এছাড়া তাঁবুতেও স্টল থাকবে, যেখানে বাংলাদেশের আউটসোর্সিংয়ের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতা তুলে ধরবে। এ সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, এবারের ই-এশিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, দেশ ও বিদেশের শীর্ষস্থানীয় আইসিটি প্রতিষ্ঠান এবং আইসিটির বরেণ্য নেতাসহ প্রায় দুই হাজার জনপ্রতিনিধি অংশ নেবেন। এর মাধ্যমে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনাও তৈরি হবে। এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ▸

পিপিআইটির প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা রনি রিয়াদ রশিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাক্সেসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের নীতি উপদেষ্টা আনির চৌধুরী ও বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মুনীর হাসান।

পঞ্চম ই-এশিয়ার তিন দিনের এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ৩০টি সেমিনার ও কর্মশালায়। সেমিনারগুলো ভাগ করা হয় চারটি ভাগে। যেমন– বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, কানেকটিং পিপল, সার্ভিং সিটিজেন এবং ড্রাইভিং ইকোনমি। এসব সেমিনারের মাধ্যমে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির সক্ষমতা বাড়িয়ে কিভাবে সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

সেমিনারের পাশাপাশি ছয়টি কারিগরি বিষয় সমন্বিত ছিল। যেমন– আইসিটি অ্যাজ অ্যা ক্যারিয়ার পাথ ফর উইমেন : অপরচুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, মেকিং লাইফ প্রোডাক্টিভ ফর পার্সনস উইথ ডিজ্যাবিলিটিস ইউজিং আইসিটি, বিল্ডিং ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স আর্কিটেকচার ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল প্ল্যাটফরম, প্রিশেয়ারিং ফর আইপিভিউ এবং বিল্ডিং ইউ আর ক্লাউড।

ই-এশিয়ার মৌল ধারণা

ই-এশিয়া সম্মেলনের মূল থিম বা মৌল ধারণা ছিল পাঁচটি। ০১. তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে সক্ষমতা বাড়ানো (বিল্ডিং ক্যাপাসিটি)। ০২. জনগণের সাথে তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া (কানেকটিং পিপল)। ০৩. জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যপ্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দেয়া (সার্ভিং সিটিজেন)। ০৪. আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নেয়া (ড্রাইভিং ইকোনমি)। ০৫. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করা (ব্রেকিং ব্যারিয়ার)।

বিল্ডিং ক্যাপাসিটি

সক্ষমতা বাড়ানো বা বিল্ডিং ক্যাপাসিটির মূল লক্ষ্য হলো নতুন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করা, যাতে করে একুশ শতকের সবক্ষেত্রে উপযোগী বিশ্বমানের মানবসম্পদ তৈরি করা যায়। এ লক্ষ্যে মৌলিক বিষয় তথা গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজির মতো বিষয়গুলো শেখার ওপর জোর দেয়া এবং সাশ্রয়ী দামের যন্ত্রপাতি ও ডিজিটাল শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা। এগুলো কাজ করবে তরুণ ও বয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক এবং জীবনমেয়াদি শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে, যাতে করে তরুণ ও বয়স্করা পরবর্তী পর্যায়ে তরুণ ও বয়স্কদের একইভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন। এর ফলে সময়োপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতাও বাড়বে। আমরা তখন একুশ শতকের বিশ্বায়নের প্রয়োজন মেটাতে পারব যথাযথভাবে।

এই সক্ষমতা সৃষ্টির থিমটির শক্তি হচ্ছে টেকনোলজি, ইন্ধন হচ্ছে ইনফরমেশন আর চালক হচ্ছে নলেজ। এই কনফারেন্সের লক্ষ্য– প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু পরিবর্তনের প্রবণতা বোঝার সক্ষমতা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করা। এর অন্যান্য লক্ষ্য হলো অন বোর্ড কেস

‘ই-এশিয়ায় উপস্থাপন করতে পেরেছি বাংলাদেশের ডিজিটাল উদ্যোগকে’

আনির চৌধুরী, নীতি উপদেষ্টা, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ই-এশিয়া হচ্ছে একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক আইসিটি উন্নয়নবিষয়ক সম্মেলন। আইসিটিবিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্লাটফরম। এটি আইসিটি মেলা। বাংলাদেশ এবার ই-এশিয়ার স্বাগতিক দেশ। এটি ই-এশিয়ার পঞ্চমবারের আয়োজন। বাংলাদেশে এ আয়োজন প্রথমবারের মতো। এর মাধ্যমে আমরা প্রথমবারের মতো সবচেয়ে সফলভাবে বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা তেমনি বাইরের দেশগুলোর সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, তেমনি অন্যদের অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ দিকটা বিবেচনায় ই-এশিয়া ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি অনন্য সুযোগের নাম। ই-এশিয়াতে শুধু এশিয়ার দেশগুলোই অংশ নেয়নি, ইউরোপের কয়েকটি দেশও অংশ নেয়। ই-এশিয়ায় কয়েকটি দেশের প্যাভিলিয়ন ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল অভিজ্ঞ আইসিটি ব্যক্তিদের। অতএব তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার রাজ্যে আমরা ভাগ বসাতে পেরেছি। তেমনি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ সূত্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের জানাতে পেরেছি। সব মিলিয়ে বলা যায় ই-এশিয়া ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি উপায়।

আপনারা জানেন, আমাদের স্বপ্ন একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ। সেটুকু মাথায় রেখে আমরা ই-এশিয়া ২০১১ ডিজাইন করেছি। এর স্লোগান হিসেবে নিয়েছি ‘রিয়েলাইজিং ডিজিটাল লেশন’ শব্দজোড়কে। ই-এশিয়া ২০১১-র ছিল চারটি মৌল ধারণা বা থিম : বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, কানেকটিং পিপল, সার্ভিং সিটিজেন, ড্রাইভিং ইকোনমি ও ব্রেকিং ব্যারিয়ার। এর মধ্যে চারটিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায়। বলা যায়, ই-এশিয়ার যাবতীয় অর্জনকে আমরা আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক করে তুলতে চেয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি সফল হয়েছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের দরকার ছিল অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। সেজন্য আমরা এ সম্মেলনে দেশ কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করেছি। এই সেমিনারগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এসব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা নলেজ পার্টনার হিসেবে নিয়ে এসেছি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিকে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনারগুলোর রাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেছে। তাছাড়া তাদের মাধ্যমে এ সম্মেলনে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলোকে বই ও অন্যান্য আকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। এর বাইরে কমজগৎ ডটকম পুরো সম্মেলন ও সেমিনারগুলো অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিংসহ এর আর্কাইভ তৈরি করেছে। আমরা তাই এ সম্মেলনকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণের স্থায়ী উৎস হিসেবে কাজে লাগাতে পারব।

আরেকটি বিষয় বিশেষ করে এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমরা শুধু অন্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাতেই ভাগ বসিয়েছি এ সম্মেলনের মাধ্যমে, তেমনটি নয়। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অনুশীলনের মাধ্যমে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি অর্জন করেছি, তাও অন্যদের জানাতে পেরেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা যে সামাজিক নেটওয়ার্ক তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে তুলতে পেরেছি যত দ্রুত, তা অন্য কোনো দেশ বা জাতি পারেনি। তৃণমূল পর্যায়ে এ ক্ষেত্রে আমরা যে ব্লগ বা টুল উদ্ভাবন করেছি, ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব তথ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে পেরেছি, তা জেনে বিদেশিরা অবাক হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তা পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি। ই-এশিয়ার মাধ্যমে সে সচেতনতা সৃষ্টির কাজকে এগিয়ে নেয়াও ছিল আমাদের একটা অন্যতম লক্ষ্য। ই-এশিয়ায় আমরা তা অর্জনে সফল হয়েছি। ই-এশিয়ায় দর্শক সমাগম ছিল অভাবনীয়। সেমিনারগুলোতে তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেমিনারের বক্তব্য শোনা, তাও আবার আইসিটির মতো কাঠখোট্টা বিষয়ে– তা দেখা গেছে এই ই-এশিয়ায়। সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণও ছিল আশা জাগানিয়া। সার্বিক জনসচেতনতা যে এগিয়ে যাচ্ছে, তা ই-এশিয়ায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় এই ই-এশিয়া যে বড় মাপের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সবশেষে আমি তিনটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, বিদেশিদের কাছে আমরা আমাদের সক্ষমতা তুলে ধরতে পেরেছি। দ্বিতীয়ত, আমরা অন্যান্য দেশের সাথে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময় করতে পেরেছি। তৃতীয়ত, এই ই-এশিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের আইসিটি খাতের ব্যক্তিবর্গ, সরকারের কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদদের একসাথে এনে দাঁড় করাতে পেরেছি। আর এগুলো হবে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য ভবিষ্যতের বড় পুঁজি।

স্টাডি, অর্জিত শিক্ষা এবং সর্বোত্তম সেবার অনুশীলন, যা স্টেকহোল্ডারসহ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের জন্য সহায়ক হবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এবং নীতি-পরামর্শ ও কৌশল অবলম্বনে।

কানেকটিং পিপল

কানেকটিং পিপল কথাটির সরল অর্থ জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা। এই থিমের লক্ষ্য ডিজিটাল জাতির সুবিধা নিশ্চিত করতে সুদৃঢ় আইসিটি সেবার সাথে জনগণকে সংশ্লিষ্ট করার স্থিতিশীল উপায় খুঁজে বের করা এবং সেই সাথে এক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাগুলো কমিয়ে আনা। টেলিসেন্টারের মতো অংশীদারিত্ব ও উদ্ভাবনীমূলক অ্যাক্সেস আউটলেট সৃষ্টি, পাবলিক ই-সার্ভিস নেয়ার জন্য স্থানীয় সমাজে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টি, কর্মপন্থা প্রণয়নে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য দ্বিমুখী চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা। স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সারাবিশ্বে ব্যবহার হয়ে আসছে কথাকথিত পুরনো আইসিটি পণ্য : টিভি এবং রেডিও। জীবন নির্বাহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাসময়ে যথাস্থানে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এগুলো দিয়ে। নতুন আইসিটি পণ্য : কমিউনিটি রেডিও, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ইত্যাদি অধিকতর ব্যক্তিগত যোগাযোগের উপায়। এগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য যেমন সরবরাহ করা যায়, তেমনি সরবরাহ করা যায় সেবা।

এই থিম বা ধারণা থেকেই ই-এশিয়ায় সমাবেশ ঘটানো হয় বিভিন্ন দেশের নীতি-নির্ধারক ও দায়িত্বরতদের। এরা আসেন বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজ থেকে। এরা বিনিময় করেন এক্ষেত্রে তাদের সর্বোত্তম অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অর্জিত শিক্ষা ও কেস স্টাডি অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজেদের দেশের কাজে লাগাতে পারবেন । ই-এশিয়ার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় বিকাশমান প্রযুক্তি ও কৌশল, যেগুলোর মাধ্যমে জনগণ ও সমাজকে প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট করা যায়।

সার্ভিং সিটিজেন

এই থিমের মূল লক্ষ্য হলো আইসিটির সুবিধা সরকারি সব কর্মক্ষেত্রে প্রসার ঘটানো, যাতে কম সুবিধাভোগীদের যথাযথ সেবা যোগানো নিশ্চিত হয়। আইসিটি ব্যবহার করে ই-প্রশাসন প্লাটফরম গড়ে তোলা এবং আইসিটি ব্যবহার করে গ্রহণযোগ্য স্বচ্ছ ই-সার্ভিস সৃষ্টি করা, যেগুলো ইতোমধ্যে লাখ লাখ মানুষের হাতেই রয়েছে: যেমন– মোবাইল ফোন, রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি। লক্ষ রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো হলো স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, ভূমি প্রশাসন, পানি সম্পদ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও সুযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা ও বিচারসংক্রান্ত এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

এই থিম স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি প্লাটফরমের সুযোগ করে দেবে। এ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আছেন নীতিনির্ধারক, কর্মীলিঙ্ক ব্যক্তিবর্গ, শিল্পখাতে নেতৃবর্গ শিক্ষাবিদ এবং সরকারি প্রকল্পের মূল ব্যক্তিবর্গ। এরা অর্জিত

সম্মেলনে অয়েজিত আউটসোর্সিং-বিষয়ক একটি প্ল্যানারি সেশনে বক্তব্য

সাফল্যের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এই ই-এশিয়া মেলায়। এ মেলায় তারা ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো জানতে ও শেখার সুযোগ পান। ই-এশিয়ার সার্ভিং সিটিজেন থিমের সংশ্লিষ্ট কনফারেন্স এবং প্রদর্শনী এবার হয়ে ওঠে এক চমৎকার ফোরাম, যেখানে প্রদর্শিত হয় সেরা প্রযুক্তি টেকনোলজি ও আইসিটি সমস্যার সমাধান।

ড্রাইভিং ইকোনমি

ডিজিটাল জাতি গঠনের জন্য এই থিম কাজ করে অর্থনীতির তিনটি বড় বিষয়ে : ০১. আইসিটিভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা এবং কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য আইসিটি খাত রফতানিমুখী হিসেবে উন্নীত করা। ০২. মার্কেটে অ্যাক্সেস এবং সোর্স মেটেরিয়ালের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এমএসএমইএসের ক্রমোন্নতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আইসিটি ব্যবহার এবং ০৩. ই-সার্ভিস এবং ই-পেমেন্ট সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যকে সাবলীল করা।

এই থিম টার্গেট করেছে সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ক্রেতা এবং আইসিটি ও আইটিইএস আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রি, মাইক্রো এবং স্মল ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজকে।

ব্রেকিং ব্যারিয়ার

বিল্ডিং ডিজিটাল ন্যাশন গঠনের জন্য পুরনো বিষয়গুলোকে শুধু নতুনভাবে করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং নতুন নতুন কিছু করাকেও বোঝায়। জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানোর জন্য জনগণের সাথে পার্টনার হয়ে কাজ করার প্রবণতা উদ্ভূত হচ্ছে নতুন থিম হিসেবে, যা সেবা সরবরাহের খরচ কমাবে। বাড়াবে অংশগ্রহণ। ফলে জনগণের ক্ষমতার অধিকারী হবে। জাতীয় ডিজিটাল কনটেন্ট ভান্ডার ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স আর্কিটেকচার, ক্লাউড কমপিউটিং, ওপেনসোর্স টেকনোলজিস, বায়োইনফরমেটিক্স, রোবটিক্স ইত্যাদি সবই ই-টেকনোলজি, যা ব্যবহার হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে। এক্ষেত্রে পুরনো বাধা দূরত্ব, ব্যয়বহুল, ভাষা, শারীরিক অক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজনতা ইত্যাদি দূর করতে ব্যবহার হচ্ছে ই-টেকনোলজি। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য জীবনের সবক্ষেত্রেই উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

ই-এশিয়া ২০১১ পুরস্কারের জন্য প্রকল্প ও উদ্যোগ আহ্বান

ই-এশিয়ায় জনগণের সেবা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ বা প্রকল্পে সম্মাননা ও পুরস্কার দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। এবারই প্রথম এ পুরস্কার চালু করা হয়েছে। পুরস্কারের জন্য আইসিটি প্রকল্প বা উদ্যোগগুলোকে ই-এশিয়ার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। পুরস্কারে চূড়ান্ত পর্বের জন্য ৩৭টি উদ্যোগকে ফাইনালিস্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। চারটি বিভাগে সর্বমোট ২০৭টি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান থেকে এই মনোনয়ন বাছাই করা হয়েছে। মনোনীত ৩৭টি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭টি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানকে 'ই-এশিয়া পুরস্কার ২০১১' দেয়া হয়।

পাঁচটি বিষয়ে ই-এশিয়া পুরস্কারে অংশ নেয়া হয়। বিষয়গুলো হলো– ০১. বিল্ডিং ক্যাপাসিটি; ০২. কানেক্টিং পিপল; ০৩. সার্ভিং সিটিজেন; ০৪. ড্রাইভিং ইকোনমি ও ০৫. ব্রেকিং ব্যারিয়ার।

প্রতিযোগিতায় মনোনয়ন পাওয়া উদ্যোগ বা প্রকল্পগুলো একটি আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী দিয়ে বিচার করা হয় এবং নির্বাচিত প্রকল্পকে ওয়ার্ল্ড এডুকেশন জুরি চয়েস পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ই-এশিয়া পুরস্কারের জন্য প্রকল্প মনোনয়নের জন্য অনলাইনে ফরম পূরণ করে জমা দিতে হয়। পাওয়া প্রকল্প বা উদ্যোগ প্রথমে ই-এশিয়া পুরস্কার সংক্রান্ত কমিটি পর্যালোচনা করে এবং ওই প্রকল্পের জন্য যদি আরো কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা চেয়ে নেয়া হবে।

যেকোনো সংস্থা প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ প্রকল্পকে মনোনয়ন দেয়ার সুযোগ পায়। এজন্য http/www.e-asia.org ওয়েবসাইটে নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হয়। এছাড়া তৃতীয় পক্ষও কোনো প্রকল্পকে মনোনয়ন দিতে পারে। এজন্য তৃতীয় পক্ষ নিজের পরিচয় প্রকাশ করে ওয়েবসাইটের নির্ধারিত ফরমটি পূরণ করতে পারবে। প্রতিটি মনোনয়নপত্র অনলাইনে ইংরেজিতে পূরণ করে জমা দিতে হয়। প্রকল্পগুলোকে সম্পন্ন বা কার্যকর অবস্থায় থাকতে হয়। ফরমে প্রতিটি বাধ্যতামূলক তথ্য অবশ্যই ঠিকভাবে দিতে হয়। প্রদত্ত প্রকল্পে আইসিটির ব্যবহার কিভাবে মানুষের জীবনকে সহজতর ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে, কিভাবে মানুষের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং ▸

কতটুকু ব্যবহারোপযোগী তা উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্প বা সংস্থাকে অবশ্যই তার যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তৃতীয় পক্ষের রেফারেন্স দিতে হবে।

ই-এশিয়ার প্রচার

এশিয়ার অন্যতম বড় তথ্যপ্রযুক্তি আয়োজন ই-এশিয়ার প্রচার চালানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। ই-এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো টেলিভিশন ও ওয়েবে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ই-এশিয়াতে অনুষ্ঠিত ৩০টি সেমিনার www.e-asia.org, www.comjagat.com ও www.drik.tv-তে সরাসরি ওয়েবকাস্ট করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশন, অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার এটিএন নিউজসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে। বাংলাদেশ বেতার ও এফএম রেডিওগুলোতে সম্মেলন স্থান থেকে সরাসরি ধারাভাষ্য সম্প্রচার করা হয়।

দেশি-বিদেশি সবাই যাতে ই-এশিয়া দেখতে, জানতে এবং সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে পারেন সেজন্য ইন্টারনেট মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়। ই-এশিয়ার লাইভ স্ট্রিমিং পার্টনার কমপিউটার জগৎ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান কমজগৎডটকম এবং দৃক আইসিটির মাধ্যমে সারা বিশ্বের কয়েক লাখ মানুষ সরাসরি উপভোগ ও মন্তব্য করার সুযোগ পান। ফেসবুক ও টুইটারেও ব্যাপক সাড়া ফেলে এই ই-এশিয়ার ইভেন্ট।

ই-এশিয়ার যেসব প্রোগ্রামে সারা বিশ্ব থেকে সবচেয়ে বেশি লাইভ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়, তা নিচে তুলে ধরা হলো :

সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

ই-এশিয়ার আউটসোর্সিং বিষয়ে বিশেষ সেমিনারে বক্তাদের অভিমত হলো- প্রয়োজনীয় কার্যকর কিছু পদক্ষেপ বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আউটসোর্সিং দেশ হিসেবে পরিচিত করতে পারে। আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ৫ থেকে ১০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ইন্টারনেটের দাম কমানো ও মূল সাবমেরিন ক্যাবলের পাশাপাশি বিকল্প লাইন চালু করা দরকার।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ই-এশিয়ার 'স্ট্র্যাটেজিক পজিশন অব বাংলাদেশ অ্যাজ অ্যা লিডিং আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান কেপিএমজির ড. রাজিব নাগ। তিনি বাংলাদেশের আউটসোর্সিং খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। বিশেষ বক্তা হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি গত তিন বছরে সরকারি পর্যায়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আইসিটি অবকাঠামোর উন্নয়নচিত্র তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, আগামী বছরের শুরুর দিকে সাবমেরিন ক্যাবলের বিকল্প লাইন চালু হবে। তিনি সেমিনারে বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নত করার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিতে বলেন এবং এ খাতের উন্নয়নের জন্য মিসর ও শ্রীলঙ্কার মতো বিশেষ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে অবকাঠামো উন্নয়নে ইন্টারনেট সংযোগ ও সরকারি নীতির সম্মিলিত প্রয়োগের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন স্পিনোভিশনের প্রধান নির্বাহী টিএম নুরুল কবীর। সেমিনারে আরো জানানো হয়, দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগ তথা কানেক্টিভিটি সুবিধায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। সরকারি ▶

'ই-এশিয়া ২০১১ : আইসিটি থট লিডারদের অনন্য সম্মিলন'

মুনীর হাসান, সমন্বয়ক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ই-এশিয়া ২০১১' একটি আইসিটি মেলা। একটি সম্মেলন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণের উৎস। আইসিটি থট লিডারদের সম্মিলন। পুরস্কারের মাধ্যমে যোগ্যদের প্রতি স্বীকৃতিদানের উৎসব। এবারের ই-এশিয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয় 'রিয়েলাইজিং ডিজিটাল নেশন' স্লোগান ধারণ করে। এর সরল অর্থ ডিজিটাল জাতির বাস্তবায়ন। আমরা লড়ছি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য। সে জন্য ই-এশিয়া ২০১১ আয়োজন যথার্থ প্রাসঙ্গিক ও সময়োচিত।

এই একুশ শতকে প্রতিটি জাতি হতে উঠছে ডিজিটাল। আমাদের লক্ষ্যও তাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ২০২১ সালের মধ্যে আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দেয়া। আমরা কাজ করছি তার আলোকেই এই আরাধ্য লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য। এ জন্য আমাদের কাজ করতে হচ্ছে সুস্পষ্ট মৌলিক ধারণা বা থিমকে বিবেচনায় রেখে। আপনারা লক্ষ করেছেন, ই-এশিয়া ২০১১ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এটি থিমকে সামনে রেখে। এগুলো ছিল : বিল্ডিং ক্যাপাসিটি, কানেকটিং পিপল, সার্ভিং সিটিজেন, ড্রাইভিং ইকোনমি এবং ব্রেকিং ব্যারিয়ার। লক্ষ করুন, সবশেষ থিমটি হচ্ছে 'ব্রেকিং ব্যারিয়ার'। অর্থাৎ একটি ডিজিটাল জাতি গড়ায় বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করা। এ জন্য আমাদের প্রয়োজন জনগণের সক্ষমতা বাড়ানো, আইসিটি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা, সর্বোপরি জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা। ই-এশিয়া ২০১১ সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে সে সচেতনতা সৃষ্টির কাজটিকে এগিয়ে নেয়া ছিল আমাদের একটা বড় লক্ষ্য। এ জন্য ই-এশিয়া সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালাই। ঢাকার বাইরে বিলবোর্ড টানাই। সরকারি কর্মকর্তাদের যথাসম্ভব বেশি সংখ্যায় সম্মেলনে হাজির করতে চেষ্টা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এক্ষেত্রে আমরা শতভাগ সফল হয়েছি। মেলায় লোক সমাগম হয়েছে আমাদের প্রত্যাশার সীমা ছাড়িয়ে। বিশেষ করে মেলায় আয়োজিত সেমিনারগুলোতে শ্রোতারা বসার জায়গা না পেলেও ঠায় দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করেছেন। মেলায় আসা দর্শকদের সামাল দেয়াটাও কোনো কোনো সময় আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়ে। সবিশেষ উল্লেখ্য, ই-এশিয়ার নানা আয়োজন ও সেমিনারগুলো অনলাইনে সরাসরি উপভোগ করেছেন দেশের ভেতরের ও বাইরের পাঁচ লাখেরও বেশি দর্শক। 'কমজগৎ ডটকম'-এর সার্বিক সহায়তায় তা সম্ভব হয়। এতে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, দেশে মানুষের মধ্যে আইসিটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সচেতনতা আসছে দ্রুত, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে আমাদের আশাবাদী করে তোলে। আইসিটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে না পারলে আইসিটির বিকাশ ঘটানো অসম্ভব। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ছাড়া আমরা গ্লোবাল সিটিজেন হতে পারব না। প্রশ্ন আসতে পারে, আমাদের গ্লোবাল সিটিজেন হওয়ার প্রয়োজনটা কী? মনে রাখতে হবে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম একটি লক্ষ্য দেশে বেকার মানুষের জন্য চাকরি ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ভুললে চলবে না, জনবহুল এই বাংলাদেশের ভেতরে প্রতিটি মানুষের জন্য চাকরি আর কাজের সংস্থান করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের কাজের ক্ষেত্র করে তুলতে হবে এই বিশ্বটাকে। আমাদের হতে হবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ গ্লোবাল সিটিজেন। অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে কাজ আদায়ে সক্ষম হতে হবে আমাদের। আইসিটি জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা আহরণ করা ছাড়া সে সক্ষমতা অর্জন করতে পারব না। ই-এশিয়া ২০১১ সম্মেলন আমাদেরকে অন্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ভাগ বসাবার সুযোগ করে দেয়।

আপনারা জানেন, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে এ মেলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করি। আমরা পয়সা খরচ করে ই-এশিয়া কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছি ডিজিটাল থট লিডারদের। কারণ, আমরা এ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রয়াসী ছিলাম নলেজ ক্যাপচারের। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ডিজিটাল থট লিডারেরা এই সম্মেলনে মূল্যবান ধারণা উপস্থাপন করে গেছেন। এগুলো আমাদের মূল্যবান লার্নিং টুল। তাই আমরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আসি আমাদের নলেজ পার্টনার হিসেবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এসব মূল্যবান ধারণা আমাদের দেশে উপস্থাপন করেছি। সেই সাথে এগুলো সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছি। সব মিলিয়ে ই-এশিয়া ছিল একটি অনন্য আইসিটি ইভেন্ট, যা আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসকে আরো বেগবান করবে। ■

ই-এশিয়া ২০১১ : পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা

বিভাগ	প্রকল্পের নাম	দেশ	প্রতিষ্ঠানের নাম
বিল্ডিং ক্যাপাসিটি : সেরা আইটি এনাবল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	গণিত গুরুজ	ভারত	ইলিপসিস কলাবরেটিং
বিল্ডিং ক্যাপাসিটি : সেরা আইসিটি উদ্ভাবন-শিক্ষা, প্রশাসনের জন্য	অনলাইন সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন ফর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স	বাংলাদেশ	কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর
বিল্ডিং ক্যাপাসিটি : শ্রেণীকক্ষের জন্য সেরা আইসিটি উদ্যোগ	রোটারি ডিসটেন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম	ভারত	রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩১৩১
বিল্ডিং ক্যাপাসিটি : শিক্ষাবিষয়ক কনটেন্টের ক্ষেত্রে সেরা উদ্ভাবন	টিচার লেড ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম	বাংলাদেশ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিল্ডিং ক্যাপাসিটি : সেরা উন্মুক্ত ও দূরশীক্ষণ শিক্ষা কর্মসূচি	বিবিসি জানালা	বাংলাদেশ	বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ট্রাস্ট
কানেকটিং পিপল : লোকালাইজড অ্যাপ্লিকেশন/কনটেন্টের জন্য সেরা বিজনেস মডেল	আমার দেশ ই-শপ (www.amardesheshop.com) দরিদ্র উপশমকারী ও অর্থনীতির চালক ই-কমার্স হলো প্রথম প্রকল্প, যা কম আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে কমপিউটার ও ওয়েব অ্যাক্সেস সুবিধা সহজলভ্য করবে এবং সম্ভাবনাময় ক্ষমতায়ন করবে, যা ইতোপূর্বে কখনো তাদের কাছে সহজ ছিল না। এই প্রকল্প সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে এমন বাস্তবতা এনে দেবে, যেখানে ডিজিটাল টেকনোলজি আমাদের দেশের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে। আমার দেশ ই-শপ হলো আমার গ্রাম প্রকল্পের এমনই এক প্রোগ্রাম	বাংলাদেশ	আমার দেশ ই-শপ
কানেকটিং পিপল : মোবাইলের মাধ্যমে সেরা মূল্য সংযোজন সেবা	মোবাইল পেমেন্টভিত্তিক অনলাইন ওভারসিজ জবসিকারস রেজিস্ট্রেশন	বাংলাদেশ	বিএমইটি
ড্রাইভিং ইকোনমি : কর্মসৃষ্টির সেরা উদ্যোগ	ডিজিটাল ডিভাইড : এ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েটিংএমপ্লয়মেন্ট ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজ ইয়ুথ ইন দি ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	ডিজিটাল ডিভাইড ডাটা
ডিজিটাল ইকোনমি : আইসিটি ব্যবহার করে সেরা আর্থিক লেনদেন উদ্যোগ	ডাচ-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং	বাংলাদেশ	ডাচ-বাংলা ব্যাংক
ড্রাইভিং ইকোনমি : আইসিটি পরিবেশ সৃষ্টির সেরা উদ্যোগ	জাতীয় ই-তথ্যকোষ বাংলাদেশের জাতীয় ই-কনটেন্ট তথ্যভান্ডার	বাংলাদেশ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সার্ভিং সিটিজেন : জনসেবা সরবরাহের সেরা সহযোগী সৃষ্টি	ইউআইএসসি ব্লগ	বাংলাদেশ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সার্ভিং সিটিজেন : সরকার/মন্ত্রণালয় নাগরিকদেরকে দিচ্ছে ই-সার্ভিস	ডিস্ট্রিক্ট ই-সার্ভিস সেন্টার	বাংলাদেশ	ডিসি, যশোর
সার্ভিং সিটিজেন : আবহওয়া পরিবর্তন ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় সেরা আইসিটি উদ্যোগ	আইভিআর ডিজাস্টার আর্লি ওয়ার্নিং	বাংলাদেশ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
সার্ভিং সিটিজেন : কৃষিতে সেরা আইসিটি উদ্যোগ	নলেজ শেয়ার সেন্টারস ভেহিকেলস অব অ্যাগ্রিকালচার গ্রামীণ এলাকায় টেকনোলজি ছড়িয়ে দেয়া	ভারত	সিআরআইডিএ-আইসিআর
সার্ভিং সিটিজেন : স্বাস্থ্যসেবায় সেরা আইসিটি উদ্যোগ	এম-ডক্টর এরিকসন মোবাইল ভিয়েতনামে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার হয়	ভিয়েতনাম	এরিকসন
ড্রাইভিং ইকোনমি : ব্যবসায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সেরা আইসিটি উদ্যোগ	বিডিআইপিও	বাংলাদেশ	Nascenia Limited

নীতিনির্ধারণী ও প্রায়োগিক জটিলতায় তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যসেবা পেয়াসহ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

শেষ দিনে মেলায় উপস্থিত ছিলেন কমপিউটার চিপ ও প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইন্টেল ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রকল্পের প্রধান জন ই-ডেভিস এবং ফ্রিল্যান্সে কাজ করার ওয়েবসাইট ওডেস্ক ডটকমের চিফ অপারেটিং অফিসার ম্যাট কুপার।

এ উপলক্ষে আয়োজিত 'মিট দ্য টেকনোলজি লিডার' শিরোনামের অধিবেশনে জন ই-ডেভিসের সাথে কথোপকথনে অংশ নেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শেষ দিনে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সেমিনারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো 'বায়োমেট্রিক্স : দ্য ফিউচার প্রসপেক্টাস অব এশিয়া', 'প্রিপেয়ারিং ফর আইপিভি৬' ও 'বিল্ড ইওর ওউন ক্লাউড'।

'মিট দ্য টেকনোলজি লিডার'-এ বক্তা হিসেবে জন ই-ডেভিস বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি খাতের প্রশংসা করেন এবং আগামীতে ইন্টেলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে কাজ করার আশ্বাস দেন।

ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে কয়েকটি সেমিনার

ই-এশিয়া ২০১১-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার। ই-এশিয়া উপলক্ষে বেসিসের উদ্যোগে ঢাকায় ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'ফ্রিল্যান্সিং থ্রু অনলাইন প্লাটফর্মস নিউ আউটসোর্সিং ট্রেন্ড' শীর্ষক সেমিনারে মূল বক্তব্য দেন ওডেস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাট কুপার। এ সেমিনার পরিচালনা করেন বেসিসের ▸

জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি একেএম ফাহিম মাশরুর। এছাড়া বেসিসের সেমিনার কক্ষে 'সোশ্যাল মিডিয়া ফর এসএমইএস গেটিং ইয়োর বিজনেস নোটিসড' শীর্ষক অপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যার মূল বক্তব্য উপস্থাপক ছিলেন আইটি ভিসিশনসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক ফিলডি। এছাড়া বেসিস মিলনায়তনে পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আরো দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যার শিরোনাম ছিল 'ক্রাউডসোর্সিং : বেনিফিটস অ্যান্ড পেরিলস অব দিস নিউ প্রকিউরমেন্ট মডেল' এবং 'হাউ টু গেট ইয়োর কোম্পানি প্রিপেয়ার্ড ফর অফশোর আইটি জবস ইন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মার্কেট' শীর্ষক দু'টি সেমিনার।

মেলায় যা প্রদর্শিত হয়

ই-এশিয়ায় এ মহাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী দেখানো হয়। এ মেলায় বাংলাদেশের বাইরে ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডের প্যাভিলিয়ান ও ঢাকার নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের একটি স্টল ছিল। এ মেলায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি, সেবা ও সফটওয়্যার দেখানো হয়। জাপানের প্যাভিলিয়নে শোভা পায় এনটিটি কমিউনিকেশন, এন ওয়েব, সনি, কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়, জাইকা ও জেওসিডি। জাপানের প্যাভিলিয়নে দেখানো হয় সে দেশের ই-কৃষির নানা দিক। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাপানি কৃষকদের সফলতা দেখানো হয়। ভারত তাদের স্টলে বিভিন্ন ই-সেবা আগত দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে। শ্রীলঙ্কার প্যাভিলিয়নে স্টক ব্রোকার, নেটওয়ার্কিং, প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার সফটওয়্যার দেখানো হয়।

comjagat.com-এ শীর্ষপাঁচ প্রোগ্রামে অনলাইন দর্শনার্থীসংখ্যা

	প্রোগ্রাম শিরোনাম	দর্শনার্থীর সংখ্যা
০১.	ফিউচার ক্লাসরুমস : ইনক্রিজিং লার্নিং অ্যাচিভমেন্ট	৫৭০৩৯ জন
০২.	মেকিং পাইক প্রোকিউরমেন্ট ফর পার্সনস উইথ ডিজ্যাবিলিটিস ইউজিং আইসিটি	৫০৯৫৬ জন
০৩.	ই-এশিয়া ২০১১ রিয়ালাইজিং ডিজিটাল নেশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে	৪২৯৭২ জন
০৪.	আইসিটি অ্যান্ড দ্যা ক্যারিয়ার পাথ ফর উইমেন : অপরচুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস	৪১৫২৪ জন
০৫.	স্ট্র্যাটেজিক পজিশন অব বাংলাদেশ অ্যাজ দ্যা লিডিং আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন	৩৪৪১৩ জন

একইভাবে হল্যান্ড দূতাবাস, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের স্টলগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার উপস্থাপন করা হয়।

এ মেলায় বাংলাদেশের তৈরি ল্যাপটপ দোয়েলের তিনটি মডেল প্রদর্শন ও বিক্রি হয়। তাছাড়া চতুই নামের আরেক ধরনের ট্যাবলেট পিসি নিয়ে আসে কমপিউটার গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিপণ্য বিক্রির প্রতিষ্ঠান ফ্লোরার স্টলে উপস্থাপিত হয় তাদের সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড।

এ মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আলাদা এক স্টলে তাদের নানা ধরনের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দেখানো হয়। ঋণ দেয়া, অফিস ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব সফটওয়্যার ব্যবহার করছে তাও উপস্থাপন করা হয় এ মেলায়।

মেলায় দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা। ই-পুর্জি, ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, কৃষি ও স্বাস্থ্যসেবায় মোবাইল টেলিমেডিসিনসহ নানা ধরনের ডিজিটাল সেবা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদফতরের স্টলে দেখানো হয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নত করার কর্মকাণ্ড। র‍্যাব এবং পুলিশ বিভাগ উপস্থাপন করে প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড।

বাংলাদেশের শিক্ষাভিত্তিক ওয়েবসাইট টামস ২১-এর স্টলে মজার মজার কার্টুন দিয়ে গণিত শেখানোর সফটওয়্যার দেখানো হয় তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। আর ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয়গুলো সহজে আয়ত্ত করার কৌশলে দেখানো হয়।

সোহাটেক মেলায় তাদের সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অর্জন উপস্থাপন করে। অগ্নি সিস্টেম তুলে ধরে তাদের আইপি টেলিফোনি সেবা। স্যামসাং উপস্থাপন করে কম খরচে প্রিন্টিংয়ের সুবিধাসংবলিত প্রিন্টার। টাইগার আইটি বিডি ডটকম উপস্থাপন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিঙ্গার প্রিন্ট ম্যাচিং টেকনোলজি TigerAFIS.

***ফিডব্যাক** : mahmood@comjagat.com*

এই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আগামী ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তথা বিসিএসের ২০১২-১৩ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন। একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে এ মেয়াদের জন্য এ সমিতির অন্যান্য শাখা কমিটির নির্বাচন। সমিতি সূত্রমতে, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এ নির্বাচন। এ নির্বাচনে সমিতির ৬৮৯ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

নির্বাচনী তফসিল অনুসারে গত ২২ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। তফসিল মোতাবেক ২৪ নভেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়। প্রার্থী পরিচিতি সভা ছিল ৮ ডিসেম্বর। নির্বাচনের দিন সকাল ১০টায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে। শেষ হবে বিকেল ৪টায়। একই দিনে ভোট গণনা ও ফল ঘোষণার কথা রয়েছে। এ নির্বাচন শেষে পদ বণ্টনের কাজ চলবে ১৭ ডিসেম্বর। ফল সম্পর্কে আপত্তি জানানোর শেষ সুযোগ ১৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ফল সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি ও নিষ্পত্তির দিন নির্ধারিত হয়েছে ২০ ডিসেম্বর।

জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার জন্য ১৬ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরা হচ্ছেন : মোস্তাফা জব্বার, মোঃ ফয়েজ উল্লাহ খান, মোঃ মঈনুল ইসলাম, এটি শফিকউদ্দিন আহমেদ, মজিবুর রহমান স্বপন, শাহিন-উল-মুনির, কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ লাভলু, বিএম ইনাম লেনিন, আক্তার হোসেন খান, জাবেদুর রহমান শাহিন, নাজমুল আলম ভূঁইয়া জুয়েল, মজহার ইমাম চৌধুরী, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, মোঃ আহসান হাবিব ও আব্দুল মমিন খান।

এবারের নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন স্বদেশ রঞ্জন সাহা। এ বোর্ডের সদস্য থাকছেন দু'জন : খন্দকার আতিক-ই-রব্বানী ও এএইচএম মাহফুজুল আরিফ। আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন আখতারুজ্জামান মঞ্জু। আপিল বোর্ডের দুই সদস্য হচ্ছেন এস কবির আহমেদ ও মোঃ কামরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, সুপরিচিত ব্যবসায়ী আফতাবুল ইসলামকে উপ-সভাপতি করে গঠিত হয় সমিতির ১৯৮৭-১৯৯১ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি। এ কমিটির সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন মঈন খান।

১৯৯১ সালের দিকে এসে একটি খসড়া 'মেমোরেন্ডাম অ্যান্ড আর্টিক্যাল অব অ্যাসোসিয়েশন' প্রণীত হয়। এপর এর বাংলা অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়।

মোস্তাফা জব্বার, মো. ফয়েজ উল্লাহ খান, মো. মঈনুল ইসলাম, এটি শফিকউদ্দিন আহমেদ

মজিবুর রহমান স্বপন, শাহিন-উল-মুনির, কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ লাভলু, বিএম ইনাম লেনিন

আক্তার হোসেন খান, জাবেদুর রহমান শাহিন, নাজমুল আলম ভূঁইয়া জুয়েল, মজহার ইমাম চৌধুরী

মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, মো. আহসান হাবিব, আব্দুল মমিন খান

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি দেশের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ভেন্ডরদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত সমিতি। এটি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একমাত্র সমিতি বলেও স্বীকৃত। এটি দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সমিতি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির 'এ' ক্যাটাগরির সদস্য। বিসিএস আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ডব্লিউআইএসটিএ এবং অ্যাসোসিও'র সাথে যুক্ত।

১৯৮৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিসিএস চেষ্টা করে যাচ্ছে দেশের কমপিউটার ভেন্ডরদের একটি প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ রাখতে এবং তাদের সম্ভাব্য সব ধরনের উৎসাহ যোগানোর মাধ্যমে তাদের অভিন্ন স্বার্থরক্ষার করে চলতে। এটি এখন তাদের সুরক্ষা দেয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সমিতি সরকারের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে দেশে আইসিটি সম্পর্কে সব স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য। এজন্য সমিতি ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে সচেতনতামূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। বিসিএস সেই সাথে কাজ করে যাচ্ছে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য।

ওডেস্কে কাজ করার পদ্ধতি

নাজমুল হক

(পর্ব : ২)

গত সংখ্যায় ওডেস্কে কাজ পাওয়ার জন্য প্রোফাইল কমপ্লিটনেসের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এবার মাই টেস্ট সেকশন এবং কভার লেটার লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম ও কাজ পাওয়ার কিছু বিশেষ টিপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মাই টেস্ট পরিচিতি

এখানে আপনি কাজের ধরন অনুসারে বিভিন্ন টেস্ট দিতে পারেন। টেস্টগুলোতে পাস করলে ক্লায়েন্ট নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দেবে। প্রাথমিকভাবে একজন ক্লায়েন্ট আপনার প্রোফাইলের Portfolio, Test এবং Resume-র ওপর ভিত্তি করে কাজ দিয়ে থাকে।

আপনি যদি ওয়েব ডেভেলপার হন, তাহলে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফ্রেমওয়ার্কগুলো নিয়ে কাজ করবেন সেগুলোর ওপর পরীক্ষা দিতে পারেন। ওডেস্কে প্রায় ৩৪৪টি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা দেয়া যায়।

ধরুন, আপনি একজন ওয়েব ডিজাইনার, psd থেকে xhtml, css এডিটিংয়ের কাজ করেন। তাহলে ওডেস্কে HTML 4.01, CSS 2.0, XHTML 1.0, CSS 3, Adobe Photoshop টেস্টগুলো দিতে পারেন। টেস্টগুলোতে ভালো নম্বর পেলে ক্লায়েন্ট আপনাকে এই ধরনের কাজে বিশ্বাস করবে।

যদি ওয়েব প্রোগ্রামার হন, তাহলে পিএইচপি, অ্যাডভান্সড পিএইচপি, মাইএসকিউএল, জুমলা, ওয়ার্ডপ্রেস ইত্যাদি টেস্ট দিতে পারেন। অনেক সময় ক্লায়েন্ট তার প্রজেক্টের বিবরণে বলে দেয় যে নির্দিষ্ট টেস্টে আপনাকে পাস করতে হবে।

সাধারণত সব পেশার লোকজন যে টেস্টগুলো দিতে পারেন সেগুলো হচ্ছে : ০১. ওডেস্ক রেডিনেস টেস্ট। এই টেস্টে পাস করার অর্থ হচ্ছে আপনি ওডেস্কের নিয়মকানুনগুলো জানেন। ০২. ইউএস ইংলিশ বেসিক স্কিল টেস্ট। ০৩. ইংলিশ স্পেলিং টেস্ট ও ইউএস ভার্সন। এই দুটি টেস্টে পাস করলে ক্লায়েন্ট বুঝবে ইংরেজিতে দক্ষ।

যেভাবে টেস্ট দেবেন

আপনার প্রোফাইলের হোমপেজ থেকে Find Contractors & Jobs→Test-এ টেস্ট করলে এখন ওপরের ছবির (চিত্র-১) মতো পেজ আসবে, যেখানে সব টেস্টের নাম আছে।

এখন যে বিষয়ের টেস্ট দিতে চান সেটির ওপর ক্লিক করলে টেস্টের সিলেবাস এবং নিয়মকানুন আসবে। এগুলো দেখে পরীক্ষা দিন। আর পরীক্ষা দেয়ার আগে ভালো করে প্রস্তুতি নিতে ভুলবেন না।

কিভাবে কভার লেটার লিখবেন

কভার লেটার হচ্ছে ওডেস্কের কাজের আবেদনপত্র। অনেকেই কভার লেটার লেখার নির্দিষ্ট নিয়মের কথা বলেন, তবে যে কাজের জন্য আবেদন করছেন, কভার লেটারের মাধ্যমেই আপনাকে বুঝতে হবে যে কাজটায় আপনি দক্ষ। নিচে উল্লিখিত লেটারটি দিয়ে কাজ পাওয়া যেতে পারে।

Dear Sir,

I have 2 years experience in web development. Please see my latest project

http://www.domain1.com/

http://www.domain2.subdomain.com/

http://www.domain3.com/theme/spark

http://www.domain4.com/

And accept me

Thanks

Myname

ভালো হয় আরেকটু সুন্দরভাবে নিচের মতো করে কভার লেটার লিখতে পারলে,

Hi,

I have gone through your job posting, and I'm very much interested to work with you. I have completed several web development projects. And I think I can support you on this with my best effort. You can visit my latest web projects.

http://www.domain1.com/

http://www.domain2.com/

http://www.domain3.com/

Looking forward to hearing from you :)

With Thanks

Myname

কভার লেটারে কী কী বিষয় থাকতে হয়, তা নিচের লেটারে দেখানো হলো

01. Introduction (includes salutation/greetings, name 'I am Munir', title 'a freelance web designer', country 'from the Bangladesh' and brief work history 'I've been working as a web designer for so and so years, creating and designing websites for various so and so companies...'). If the client was the one who invited me to apply for the position, I always begin my cover letter by thanking him/her for considering me for an interview.

02. A brief summary of the job description. This is important because it shows that you have actually read and understood the job description.

03. Skills. Describe your related skills.

04. Availability, schedule and other work-related details.

    Most of the questions/items raised in the job posting or in the message sent by clients are about skills and competencies, availability and rate, so make sure you cover them in 3 and 4.

05. End note ('Thank you', 'Looking forward to hear from you again', etc) and signature.

You don't have to follow this guide exactly, but at least you'll have an idea of the structure and you can be creative with your own cover letter. ▶

নতুনদের জন্য টুকিটাকি তথ্য

০১. প্রথমদিকে খুবই কম বাজেটে বিড করুন এবং টাকার দিকে গুরুত্ব না দিয়ে রেটিং এবং ফিডব্যাকের প্রতি গুরুত্ব দিন।

০২. যে প্রজেক্টে বিড করবেন তা ভালো করে বুঝে নিন। কোনো একটি রিকোয়ারমেন্ট না পারলে কাজ না নেয়াই ভালো।

০৩. যে প্রজেক্টে বিড করবেন সে প্রজেক্টের ক্লায়েন্ট সম্পর্কে অন্য কন্ট্রাক্টররা কি ফিডব্যাক দিয়েছে এবং তার পেমেন্ট পদ্ধতি ভেরিফায়েড আছে কি না দেখে নিন।

০৪. আপনার কাজের ব্যাপারে ১০০ ভাগ সৎ থাকুন।

০৫. সাধারণত এই এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টের (ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া) ক্লায়েন্টদের প্রজেক্টে বুঝেশুনে বিড করুন, তারা অনেক সময়ই কথা দিয়ে কথা রাখে না। আপনি নিশ্চিন্তে আমেরিকান, কানাডিয়ান, ইউরোপিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ক্লায়েন্টদের প্রজেক্টে বিড করতে পারেন।

০৬. নতুন কাজে বেশি বিড করুন। একটা নতুন জব পোস্ট হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিড করতে পারলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশিরভাগ সময় ক্লায়েন্ট প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই কাউকে ইন্টারভিউতে ডাকে।

০৭. সুন্দর, সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত কভার লেটার লিখুন। ক্লায়েন্টের চাহিদাগুলো ভালোভাবে পড়ুন এবং চাহিদা অনুসারে কভার লেটার লিখতে চেষ্টা করুন। কেন আপনি এই কাজের উপযোগী, কেন আপনাকে ক্লায়েন্ট নিয়োগ করবে, সে কথা স্পষ্ট করে লিখুন। আগের যদি কোনো অভিজ্ঞতা বা কাজের নমুনা থাকে তাহলে তার লিঙ্ক দিন কভার লেটারে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করবেন না।

০৮. নতুনরা ৫০ ডলারের কাজের জন্য ১০ ডলারের মধ্যে বিড করুন। কেন কম বিড করেছেন, তা কাজদাতাকে কভার লেটারে লিখুন। বলুন- আপনি ওডেস্কে নতুন। আপনি অনেক কাজ জানেন এবং অভিজ্ঞ। কিন্তু যেহেতু নতুন, তাই এই মুহূর্তে আপনার টাকার চেয়ে ভালো কিছু ফিডব্যাক দরকার। তাই কম টাকা বিড করেছেন। দেখবেন সহজেই ইন্টারভিউতে ডাক পাবেন, যার অর্থ হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনার কাছে আরও কিছু জানতে চাচ্ছে। যা জানতে চাচ্ছে তা স্পষ্ট জবাব দিন। বাড়তি কথা বলবেন না। নিজের কাছে নিজে সৎ থাকবেন এবং বলবেন- আপনি পরিশ্রমী, অভিজ্ঞ এবং সৎ।

০৯. বাংলাদেশ সময় ভোর ৩টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত সময়ে বিড করুন। এই সময়ে ওডেস্কে সবচেয়ে বেশি জব পোস্ট হয় এবং বিডকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। এই সময়ে বিড করলে ইন্টারভিউতে দ্রুত ডাক পাওয়া যায়।

১০. প্রতিদিন বুঝে কমপক্ষে দুটি জবে বিড করুন। নতুনদের অনেক বেশি বিড করতে হবে, যত বেশি জবে বিড করবেন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে। বিষয়টি এমন নয় যে আপনি নতুন এবং ২০-২৫টি জবে বিড করেই জব পেয়ে যাবেন। নতুন হিসেবে ধরে নিতে পারেন কমপক্ষে ২০০টি জব বুঝে বিড করার পর প্রথম কাজটি পাবেন, তবে প্রথম কয়েকটি বিড করেও কাজটি পেয়ে যেতে পারেন।

মূল কথা হচ্ছে, ওডেস্ক বা অন্য যেকোনো মার্কেটপ্লেসে যদি সফলতার সাথে ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে যেকোনো একটি বিষয়ে ভালোভাবে দক্ষ হোন। সেটি হতে পারে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, আর্টিকেল রাইটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, ডাটা অ্যান্ট্রি বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং। তারপর আপনার পছন্দের মার্কেটপ্লেসে একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং আপনার প্রোফাইল শক্তিশালী করুন। তারপর নির্দিষ্ট বিষয়ের জবগুলোতে ভালোভাবে বুঝে বিড করুন এবং কভার লেটারের মাধ্যমে ক্লায়েন্টকে বোঝান যে কাজটায় আপনি দক্ষ। তাহলে সাফল্য পেতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

ফিডব্যাক : *najmul.pss@gmail.com*

দক্ষিণ এশিয়া সামাজিক ফোরাম

অন্য এক দক্ষিণ এশিয়া গড়া সম্ভব তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে

ভাস্কর ভট্টাচার্য

১৮-২২ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জমে উঠেছিল দক্ষিণ এশিয়া সামাজিক ফোরাম। আগ্রাসী ধনতন্ত্র এবং নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি ও বৈষম্যমূলক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণমানুষের বিক্ষোভ ধ্বনিত হয় প্রতিবছর 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম' প্লাটফরমে। ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরামের যাত্রাশুরু। বৈষম্যহীন সমাজের কথা বলতে প্রতিবছর বিশ্বের দেশে দেশে সমবেত হচ্ছে গণমানুষ। আর এই আয়োজনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি।

এবারের ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়া সামাজিক ফোরাম নামে, যা আমাদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। এ আয়োজনের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। অনুষ্ঠানের আয়োজকেরা গত জুলাই মাস থেকেই সভা-সমন্বয়ের জন্য অনলাইনে সবার সাথে যোগাযোগ করেছেন। আমরা লক্ষ করেছি, বার্ষিক সমন্বয়সভাটি ওয়েবে সরাসরি প্রচারিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের ওয়েবপেজ (www.wsfsouthasiabd.org) ব্যবহার করে উৎসাহীরা এ বিষয়ে সব তথ্য জানতে পেরেছেন দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বজুড়ে। সোশ্যাল ফোরামের রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আগস্ট থেকে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে অসুবিধা হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় আয়োজক কমিটি। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন অপশনে রেজিস্ট্রেশন করতে পেরেছেন, এমনকি ঢাকার বাইরেও অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ ছিল

দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

রেজিস্ট্রেশন অপশনে। ঢাকা অথবা দেশের বাইরে থেকেও ইভেন্ট এবং স্টল রেজিস্ট্রেশন করতে পেরেছেন অংশগ্রহণকারীরা। অনুষ্ঠানকে ঘিরে অর্থ সংগ্রহের প্রচারণাও ছিল ওয়েবসাইটটিতে। দক্ষিণ এশিয়া সামাজিক ফোরাম চলাকালীন বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে দেখা গেছে ইভেন্টের সরাসরি সম্প্রচার, যদিও সব ইভেন্ট সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারেনি আয়োজক কমিটি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের ওয়েবসাইটটি ভিজিট করলেই অনেকগুলো ইভেন্টের ভিডিও লিঙ্ক দেখা যাবে এবং সেই সাথে নিউজও পড়া যাবে। ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। বিভিন্ন দেশে জনমত গঠন এবং সামাজিক আন্দোলনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে লক্ষণীয়ভাবে, রেডিও-টেলিভিশনের ব্যাপক ব্যবহার এখন পরিণত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবে।

দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামে উপস্থিত অতিথিরা

তথ্যপ্রযুক্তি মানুষের কল্যাণে কত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতে পারে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এর সুবিধা থেকে যেন বাদ না যায়– দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামে তার জন্য ছিল নানা উদ্যোগ। এরই ধারাবাহিকতায় 'সবার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি : বাদ যাবে না কেউ, প্রতিবন্ধীরাও এর অংশ হবে, লাগবে উন্নয়নের ছোঁ' স্লোগান নিয়ে ইপসা ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে ২০ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এক সেমিনার হয়। এতে 'তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যবহার উপযোগিতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। আলোচনায় উঠে আসে– ডিজিটাল বাংলাদেশ কোনো প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বাধা তৈরি করবে না, বরং সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করবে। এছাড়া শহরকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে তৃণমূল মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে যাওয়া যাবে আরো সহজে।

সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভিজ্যুয়াল ইম্পেয়ার্ড পিপলস সোসাইটির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক মাহফুজুর রহমান।

বক্তারা বলেন, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী, যারা ভিন্নভাবে কাজ করতে সক্ষম। দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ লক্ষণীয়, কিন্তু সেখানে সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশ নেয়ার সুযোগ এবং অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়নি। প্রতিবন্ধী মানুষকে বাদ দিয়ে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হবে বলে বক্তারা মনে করেন। সরকার ডিজিটালাইজেশনের জন্য যেসব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করছে, সেগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। সেমিনারে বক্তারা বিশেষভাবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিগম্যতার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন তথা বিএনএনআরসির প্রধান নির্বাহী বজলুর রহমান সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সব ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া তিনি বলেন, সম্প্রতি সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার, যা হতে পারে তৃণমূল মানুষ বিশেষ করে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য তথ্যভাণ্ডার।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের উপ-ব্যবস্থাপক সায়েমা চৌধুরী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় কাজ করার সম্ভাবনা উল্লেখ করে বলেন, ভারতে প্রায় ১ হাজার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আছেন, যারা সফটওয়্যার প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করছেন। সুযোগ পেলে আমাদের দেশের প্রতিবন্ধীরাও তথ্যপ্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

আলোচকেরা আরো বলেন, অন্যরকম দক্ষিণ এশিয়ার আগে অন্যরকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে। এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স বিভাগে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ নেই। একটি বাধামুক্ত ও বৈষম্যহীন প্রযুক্তিনির্ভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান আলোচকেরা। সবশেষে বলতে চাই, দক্ষিণ এশিয়া সোশ্যাল ফোরামের মতো বিশ্বের সব সামাজিক আন্দোলন বেগবান হোক, সব বৈষম্য ঘুচে যাক, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব মানুষের ইতিহাসে খুলে দিক এক নতুন দিগন্ত।

ফিডব্যাক : vashkar79@hotmail.com

চীনের তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম স্থাপনা পরিদর্শনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

মোঃ মিজানুর রহমান

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দশ সদস্যের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল গত ১৮-২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের কিছু তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম স্থাপনা পরিদর্শন করে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংসদ সদস্য হুইপ আ.স.ম. ফিরোজ, মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, মোঃ সোলায়মান হক জোয়ার্দার, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু, মোঃ গোলাম মোস্তফা ও সভাপতির একান্ত সচিবসহ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের তিনজন কর্মকর্তা।

প্রতিনিধি দল ১৮ সেপ্টেম্বর বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর বেইজিংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ সবাইকে স্বাগত জানান। ১৯ সেপ্টেম্বর দিনের শুরুতে চীনের শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ইয়াং জিউশানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত আলোচনায় চীনের উপমন্ত্রী ও সংসদীয় প্রতিনিধি দলের দলনেতা হাসানুল হক ইনু এমপি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। হাসানুল হক ইনু এশিয়ায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ককে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার জন্য এশিয়ার ৩২টি দেশের এশিয়ান ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্ক প্যানের সমান্তরালে এশিয়ান টেরেস্ট্রিয়াল ইনফরমেশন হাইওয়ে নেটওয়ার্ক স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বাংলাদেশে একটি টেলিকম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে চীন সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। উপমন্ত্রী জানান, চীনে টেলি ডেনসিটির হার বর্তমানে ৭০ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪৯ কোটি। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং চীনের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে চায়না একাডেমি অব টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ (CATR) সেন্টার পরিদর্শনে যান প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। গবেষণা কেন্দ্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস লিইছু ও সবাইকে স্বাগত জানিয়ে CATR সম্পর্কে ব্রিফিংয়ে জানান যে, চীনের টেলিকম শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে তারা বিভিন্ন গবেষণা কাজ করে আসছেন, যার মধ্যে রয়েছে : ইকোনমিক

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ অন্যেরা

ইন্ডাস্ট্রিজ, সার্ভিস, টেলিকম ইনফরমেশন কমিউনিকেশন, ইনফরমেটাইজেশন। সম্প্রতি নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানান।

- ইন্টারনেট অব থিঙ্কস (আইওটি)
- কনভারজেন্স
- মোবাইল ইন্টারনেট
- ক্লাউড কমপিউটিং
- স্টেপ বোর্ড ব্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার
- ওয়্যারলেস ল্যান
- টিডি-এলটিই ডেভেলপমেন্ট
- স্মার্ট টার্মিনাল

শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়াধীন এই গবেষণা কেন্দ্রে বর্তমানে ১৩০০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা রয়েছেন, যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ হচ্ছে গবেষক ও প্রকৌশলী এবং যাদের গড় বয়স ৩৬ বছর। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে স্নাতক পর্যায়ের (৪১ শতাংশ), স্নাতকোত্তর (৩৪ শতাংশ), ডক্টরেট (৬ শতাংশ), কলেজ পর্যায় (১৯ শতাংশ)। সাংহাই, সেনজান ও চুয়াংকিংয়ে CATR-এর তিনটি গবেষণা কেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ২টি ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ১০টি টেস্টিং সেন্টার রয়েছে।

চীনের টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন

'অ্যাকাডেমি অব টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ, চায়না'র দেয়া তথ্যাবলী থেকে জানা যায়, চীনের টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন শুরু হয় মূলত ১৯৫৭ সাল থেকে ডাক ও টেলিকম মন্ত্রণালয়ের সূচনার মাধ্যমে। ১৯৮০ সালে টেলিকম সেবা ও অবকাঠামোতে উচ্চগতির প্রবণতা দেখা দেয়। ১৯৯৪ সালে একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত করে 'চীনা ইউনিকম' স্থাপন করা হয় মোবাইল সেবায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য। ১৯৯৯ সালে চায়না মোবাইল এবং চায়না টেলিকম আলাদা করা হয়। এর আগে ১৯৯৭ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ২০০৮ সালে শিল্প ও

চীনের ২০ বছর আগের, ২০০৪ সালের এবং ২০০৮ সালের প্রযুক্তি সম্পর্কে পরিচিত দেয়া হলো

Fixed	২০ বছর পূর্বে	২০০৪ সাল	২০০৮ সাল
	স্টেপ বাই স্টেপ ক্রশবার সুইচ এসপিসি	এসপিসি এনজিএন	এনজিএন
ডাটা	X-25 DDN	X-25/DDN/FR/ATM/SP	IP
মোবাইল	এনালগ	ডিজিটাল (GSM/CDMA)	থ্রিজি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়, থ্রিজির অগ্রগতি হচ্ছে।
ট্রান্সমিশন	TDM.PDH উন্মুক্ত তার, ক্যাবল	PHH/SDH/WDM/MSTP XDSL/LAN/Ethernet Fiber	WDM, ASON

তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নামে পরিচিতি পায়। বর্তমানে চায়না ইউনিকম, চায়না টেলিকম, চায়না মোবাইল এই তিনটি প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে পুনর্গঠনের মাধ্যমে চায়নার বিশাল জনগোষ্ঠীকে পূর্ণ সেবাদান করছে। ২০০৮ সালে অপারেটর ছিল ৬টি। ২০০৯ সাল থেকে চীনে টিডি, থ্রিজি প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়।

২০ বছর আগে চীনে টেলিফোন গ্রাহক ছিল ৭-৮ মিলিয়ন, পেনিট্রেশনের হার ছিল ১ ভাগ, ভয়েস ক্যাবল এবং পেজিং ফ্যাক্সে সেবাদান করা হতো। ২০০৪ সালে গ্রাহক সংখ্যা উন্নীত হয় ৬০০ মিলিয়ন (মোবাইল গ্রাহক ৩০০ মিলিয়ন), পেনিট্রেশন হার ৫০ ভাগ ভয়েস স্মার্ট মেসেজ এবং ইন্টারনেট সেবাদানের মাধ্যমে।

জুলাই, ২০১১-তে ফিক্সড টেলিফোন গ্রাহকের পেনিট্রেশন হার ২১.৭ শতাংশে কমেছে এবং মোবাইল পেনিট্রেশন হার ৬৮.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ব্রডব্যান্ড পেনিট্রেশন হার ৩৩.৮ শতাংশ, গ্রামে বসবাসকারী ১৩ কোটি জনগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ২০১০ সালের শেষে এসে ১০০ ভাগ গ্রামে টেলিফোন ব্যবহার এবং ১০০ ভাগ শহরে ইন্টারনেট প্রবেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। টেলিকম সার্ভিসে ওই বছর সর্বমোট ৮৯৯ বিলিয়ন চায়নিজ ইউয়ান রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ অন্য ৬টি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয় জুলাই, ২০১০। থ্রিজি ব্যবহারকারী ২৮ কোটি ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে ১ কোটি ১৮ লাখ TD ব্যবহারকারী, ৭৮ লাখ EVDO ব্যবহারকারী এবং ৮৫ লাখ WCDMA ব্যবহারকারী। সরকার গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ডের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণসহ বিবিধ কর্মসূচি নিয়েছে। থ্রিজি গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে চায়না টেলিকম (৯১ লাখ ৬০ হাজার), চায়না ইউনিকম (১ কোটি ৫ লাখ ৫০ হাজার) এবং চায়না মোবাইল (১ কোটি ৫২ ৮০ হাজার)।

জানুয়ারি, ২০১১ কমপিউটার নেটওয়ার্ক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক কনভারজেন্সের জন্য সাধারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে মোবাইলে ফোরজি প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া চলছে এবং বাণিজ্যিক পরীক্ষণের ভিত্তিতে IPv6-এর কার্যক্রম চলছে। এপ্রিল, ২০১২-এর মধ্যে IPv4 থেকে IPv6 রূপান্তরকে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে চীনের সংশ্লিষ্টরা।

তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম স্থাপনায়

এছাড়া সংসদীয় প্রতিনিধি দল GSMA সেবাদানকারী চায়না ইউনিকম (সরকারি ৭০ শতাংশ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ (৩০ ভাগভুক্ত)-এর প্রধান কার্যালয়, চীনের সবচেয়ে বড় টেলিকম ইকুইপমেন্ট ও টেলিকম সলিউশন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান Huawei Technologies Corporation ও ZTE Corporation-এর বেইজিংয়ের গবেষণা ও প্রদর্শনী হলো, মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ফক্সকনের উৎপাদন কার্যক্রম, চীনের জনপ্রিয় ওয়েব পোর্টাল Sina-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনসহ চীন সরকারের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চায়না গ্রেটওয়াল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশন পরিদর্শন করে। গ্রেটওয়াল ইন্ডাস্ট্রি করপোরেশন কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জানানো হয়, ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার মাধ্যমে ৩১টি স্যাটেলাইটে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু আছে। বাংলাদেশে একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট স্থাপনের বিষয়ে জানা যায় যে, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন পরামর্শকের কাজ চূড়ান্ত করে ফেলেছে। আলোচনাকালে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট স্থাপনের বিষয়ে বিশেষত আর্থিক বিষয়াদিতে চীন সরকারের সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের চীনের তথ্যপ্রযুক্তিসহ টেলিকম স্থাপনা পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট সবার সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা দেশের জনগণের কল্যাণে এবং সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রত্যাশী।

ফিডব্যাক : mizan_010168@yahoo.com

ঘরে ঘরে ইন্টারনেট

মোস্তাফা জব্বার

সদ্য অনুমোদিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছানো আর বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষা প্রসারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি প্রশংসা পাবার দাবি রাখে। তবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার, এ স্বপ্নটা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা কোথায় এবং এজন্য কোন কোন পদক্ষেপ নিতে হবে।

সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিল চূড়ান্ত করেছে বলে দৈনিক প্রথম আলো খবর ছেপেছে (দৈনিক প্রথম আলো, ২১ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা ১-১৫-http://www.prothom-alo.com/detail/date/2011-06-21/news/163972)। এরপর ২২ জুন এনইসিতে এটি অনুমোদিত হয়। ২২ জুনের প্রথম আলো পত্রিকায় ছাপা খবরে জানা যায়, দলিলটির অন্যতম অগ্রাধিকার আইসিটি। ২০১৫ সালে সমাপ্য এই পরিকল্পনা দলিল যদি আরও অনেক আগেই অনুমোদিত হতো, তবে ভালো ছিল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এর সূচনা ২০১০ সালে হওয়ার কথা। অন্তত এক বছর আগে দলিলটি চূড়ান্ত হলে সেটি দিয়ে ২০১০ সালেই কাজ শুরু করা যেত। পরিকল্পনা মেয়াদে বসে যদি দলিল চূড়ান্ত করতে হয় এবং এজন্য যদি পরিকল্পনা মেয়াদের কিছু সময় নষ্ট করে ফেলতে হয়, তবে তাকে দক্ষতা বলা যায় না। এতে বোঝা যায়, সময়মতো পরিকল্পনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই। কার্যত সময় শুরু হওয়ার অনেক আগেই যদি পরিকল্পনা করা যায়, তবেই সেই দেশ অগ্রগতি সাধন করতে পারে। যাহোক, এখন আর সেসব কথা বলে লাভ নেই। সুখের কথা, এই পরিকল্পনায় সাতটি অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এসব অগ্রাধিকারে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির একটি হিস্যা আছে। প্রথম আলোর খবর অনুসারে, 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার ৩০ শতাংশে উন্নীত করা, টেলিঘনত্বের হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করা, সব ইউনিয়নে ইন্টারনেট সুবিধাসহ টেলিসেন্টার বা ই-সেন্টার স্থাপন, সব ডাকঘরে কলসেন্টার স্থাপন, দ্বাদশ শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।'

জানি না, এর আগে আইসিটির কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার খাত ছিল কি না। মনে পড়ে না, কখনও কোনো পরিকল্পনায় আইসিটি খাতে কোনো লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছিল কি না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার যে ঘোষণা দিয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার কিছুটা হলেও ছাপ থাকায় সরকারকে অভিনন্দন। যদিও এই পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত ছিল, তথাপি একেবারে কিছুই না থাকার জায়গায় কিছু একটা থাকছে এটাই বড় কথা।

শুরুতেই এটি স্পষ্ট করা দরকার, ব্রডব্যান্ড বলতে আসলে আমরা কী বুঝি। উইকিপিডিয়া অনুসারে ব্রডব্যান্ড হলো : Although various minimum bandwidths have been used in definitions of broadband, ranging from 64 kbit/s up to 4.0 Mbit/s, the 2006 OECD report defined broadband as having download data transfer rates equal to or faster than 256 kbit/s, while the United States (US) Federal Communications Commission (FCC) as of 2010, defines "Basic Broadband" as data transmission speeds of at least 4 megabits per second, downstream (from the Internet to the user's computer) and 1 Mbit/s upstream (from the user's computer to the Internet).

...এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার যে ঘোষণা দিয়েছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার কিছুটা হলেও ছাপ থাকায় সরকারকে অভিনন্দন। যদিও এই পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত ছিল, তথাপি একেবারে কিছুই না থাকার জায়গায় কিছু একটা থাকছে এটাই বড় কথা...

বাংলাদেশের ব্রডব্যান্ড নীতিমালা অনুসারে ১২৮ কেবিপিএস গতিকে ব্রডব্যান্ড বলা হয়। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিনিউকেশন ইউনিয়নের মতে ব্রডব্যান্ড হলো : The International Telecommunication Union Standardization Sector (ITU-T) recommendation I.113 has defined broadband as a transmission capacity that is faster than primary rate ISDN, at 1.5 to 2 Mbit/s.

(সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Internet_access)

আজকের দুনিয়াতে একটি দেশ কতটা উন্নত তার প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ব্যবহারকে বিবেচনা করা হয়। দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছানোর যুদ্ধ চলছে। সিঙ্গাপুর এরই মাঝে তাদের জনসংখ্যার শতকরা ৩০ জনের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে দিয়েছে। জাপান ও কোরিয়ার অবস্থা আরও ভালো। এমনকি ভারতেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার দ্রুতগতিতে চলছে। মালয়েশিয়া প্রতিটি বাড়িতে ১ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। ব্রিটেন ডিজিটাল ব্রিটেন নামের একটি কর্মসূচির আওতায় বিশেষ কর আরোপ করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসার ঘটাচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের দিক থেকে আইটিইউর তালিকার শীর্ষস্থানের ১৪টি দেশ সম্পর্কে মতামত তুলে ধরে।

আইটিইউ যে হিসাব দিয়েছে, তাতে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী চৌদ্দটি শীর্ষ দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই চৌদ্দটি দেশের প্রথম তিনটি দেশই এশিয়ার। এই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে কোরিয়া। এই দেশটি সর্বোচ্চ ৫-এর মাঝে ৪.৪ পেয়ে শীর্ষে রয়েছে। এরপর রয়েছে জাপানের অবস্থান। জাপানের স্কোর হলো ৪.৩। সিঙ্গাপুরের অবস্থান ৩ এবং স্কোর ৪.২। ৫-এর মাঝে ৪ বা তার বেশি পেয়েছে ইউরোপের আর মাত্র ৩টি দেশ। এগুলো হলো : সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের ৪.১ এবং এস্তোনিয়ার ৪.০। ৩-এর ঘরে আছে মোট ৫টি দেশ। এগুলো হলো : ফ্রান্স ৩.৯, স্পেন ৩.৭, নেদারল্যান্ডস ৩.৬, অস্ট্রেলিয়ার ৩.৪ ও আমেরিকার ৩.০। ১৪টিতে আরও যে দেশ আছে সেগুলো ইউরোপের। দেশগুলো হলো : ইতালি ২.৯, যুক্তরাজ্য ২.৭, জার্মান ২.৬ এবং গ্রিস ২.৪। দুনিয়ার বাকি দেশগুলোর অবস্থা আলোচনার বাইরেই রাখা যায়। যে কয়টি মাপকাঠিতে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলো হলো :

01. What targets are set for next-generation network (NGN) speed and

coverage? 02. By when do governments want to see basic broadband services universally available, and what does 'basic' mean in terms of speed? 03. How do countries compare in terms of universal and NGN broadband targets? 04. How much public funding has been pledged for the attainment of these targets and how do countries compare? 05. How are governments acting to facilitate the plans through regulation and by intervening directly in market and network development? 06. What role does the private sector play in government plans? 07. What is the current status of the plans and of industry involvement in them?

উপরে উল্লেখিত যেসব মাপকাঠিতে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের শীর্ষ তালিকা প্রণীত হয়েছে, তার কোনটি অনুসারেই আমরা তালিকার সবচেয়ে নিচের জায়গাটিতেও বসতে পারব না। বরং এই তালিকার কোনো না কোনো অবস্থানে কবে যাব, সেটিও আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

লক্ষণীয়, তালিকার শীর্ষস্থানগুলো এশিয়ার। বাকিগুলোর মধ্যে একটি মাত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সবই ইউরোপের। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে গ্রিসের অবস্থান নিচে। আমরা বাংলাদেশ এসব তালিকার কোথাও অবস্থান করি না। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন হলো, আমাদের এই উচ্চাভিলাষী টার্গেটটি বাস্তবায়িত হবে কেমন করে। কেমন করে দেশের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানো হবে? এই প্রশ্নটি করার প্রধান কারণ হলো, এখন দেশের শতকরা একটি মানুষও প্রকৃত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে না। কয়েকটি শহরের সীমিত সংখ্যক কয়েক হাজার মানুষ হয়তো এই সুবিধা পায়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট তো সুদূরের কথা, শুধু ইন্টারনেটও ব্যবহারযোগ্য হতে পারেনি।

তবে এখন এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের সবাই উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। ইন্টারনেট ছাড়া না হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ, না হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বা না আমরা একটি নতুন যুগে পা ফেলতে পারব। এই যুগটাকে ইন্টারনেট যুগ বলি। এই সভ্যতাটিকে বলি ইন্টারনেট সভ্যতা। আগামী এক দশকে এটি আরও স্পষ্ট হবে, দৃশ্যমান হবে এবং আমরা অনুধাবন করব, ইন্টারনেট হচ্ছে আমাদের জীবনরেখা। সেই ইন্টারনেট সভ্যতার যুগে যদি ইন্টারনেট আলোচনার মধ্যবিন্দু এবং কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র না হয় এবং জনগণ যদি এর সাথে সহজে-সুলভে যুক্ত হতে না পারে, তবে কোনোভাবেই আমরা সঠিক কাজ করছি বলে মনে হয় না।

কোনো কোনো সূত্র অনুসারে, এ দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭০ লাখ। এই হিসাবটা কতটা সঠিক আমি জানি না। কারণ, যারা এই সেবা দেয় তাদের সবার হিসাব যোগ করলে আঙ্কটা এত বেশি হয় না। তবে একটি সংযোগ অনেক মানুষ ব্যবহার করতে পারে এই বিবেচনায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। শুরুতে ইন্টারনেট মানেই ছিল আইএসপি। তবে এখন প্রকৃতপক্ষে আইএসপির চেয়ে অনেক বেশি গ্রাহক মোবাইল অপারেটরদের। বাস্তবতা হলো ৭০ লাখের মধ্যে হয়তো ৬২ লাখেরও বেশি গ্রাহক শুধু মোবাইল সংযোগ দিয়েই ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

যদিও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা এত বিশাল জনগোষ্ঠীকে ইন্টারনেট সেবা দেয় না, তবুও এই খাতের প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষেই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার সমিতি। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা হাতে হাত ধরে কাজ করছি। পরস্পরের সুখে-দুঃখে আমরা একে অপরের পাশে থেকেছি। তথ্যপ্রযুক্তির কোনো বিষয় হলেই আমরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাই। কিন্তু ইন্টারনেটের বিষয় হলে এই সমিতিকে বিটিআরসি এবং টেলিকম মন্ত্রণালয়কে খুঁজতে হয়, যেখানে আমাদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। তবুও তাদের কাছ থেকে শুনে এবং পত্র-পত্রিকা পড়ে একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ইন্টারনেট বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে অবহেলিত একটি বিষয়। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারেরা তাদের গলার আওয়াজ উঁচু করতে পারে না। অনেক কষ্টে তাদের ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করা হয়, কিন্তু মূল সমস্যার কোনো সমাধান এখনও আমরা দৃশ্যমান দেখতে পাই না।

...ব্রিটেনে যখন শতকরা ৯০ ভাগ ঘরবাড়িতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের কথা বলা হচ্ছে, তখন আমরা টার্গেটই করেছি শতকরা ৩০ ভাগের। প্রথমত আমরা আগামী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি। এই প্রথম আমরা ২০১৫ সালে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছি। দ্বিতীয়ত আমরা ইউনিভার্সাল ও এনজিএনের পার্থক্যই বুঝি না...

সম্প্রতি ব্রিটেন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। গত ১৭ আগস্ট ২০১১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়: ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের গ্রাম ও দুর্গম অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের উন্নতির জন্য ৩৬ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী জেরেমি হান্ট গত সোমবার এ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন। যুক্তরাজ্য সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ ঘরবাড়ি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ চালু করার যে পরিকল্পনা করেছে, তা বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে এই অর্থ বরাদ্দ দেওয়া। বরাদ্দ করা অর্থের মধ্যে ইংল্যান্ডের কাউন্টিগুলো পাবে ২৯ কোটি ৪০ লাখ পাউন্ড। স্কটল্যান্ড পাবে ৬ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড। যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবোর্ন অবশ্য এ খাতে ৫৩ কোটি পাউন্ড বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী জেরেমি হান্ট বলেন, আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য এবং জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক, এ ক্ষেত্রে আমরা অনেক দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নেই। আমরা এটা মানতে পারি না। তাই আমরা এ খাতে অর্থ বরাদ্দ করেছি। তিনি আরও বলেন, এই অর্থ বিভিন্ন কাউন্টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ তারাই নেবে।

এটি লক্ষণীয়, ব্রিটেনে যখন শতকরা ৯০ ভাগ ঘরবাড়িতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারের কথা বলা হচ্ছে, তখন আমরা টার্গেটই করেছি শতকরা ৩০ ভাগের। প্রথমত আমরা আগামী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি। এই প্রথম আমরা ২০১৫ সালে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছি। দ্বিতীয়ত আমরা ইউনিভার্সাল ও এনজিএনের পার্থক্যই বুঝি না।

আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত ইন্টারনেট হচ্ছে ন্যারোব্যান্ড বা মোবাইলভিত্তিক ব্রডব্যান্ড। ইন্টারনেট বলতে এখন তিন ধরনের সেবাকে বোঝায়। প্রথম ধরনের সেবাটি হলো তারভিত্তিক। কিছু আইএসপি ডিশের তারের মতো তারের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়। ৬৪ বা ১২৮ কেবিপিএস বা তার বেশি শেয়ারড ব্যান্ডউইডথ দেয়াকেই এরা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বলে। কিন্তু শেয়ারড হওয়ার ফলে কার্যক্ষেত্রে এসব কানেকশন প্রায় ডিপিআরএস বা এজ-এর মতোই স্বল্প গতিসম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে এভাবে প্রকৃত ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেয়া সম্ভব। যদি এই ব্যান্ডউইডথটিকে শেয়ার না করে ডেডিকেটেড করা হয়, তবেই এটি করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে ব্রডব্যান্ড সেবাদানের দ্বিতীয় উপায়টি হলো ওয়াইম্যাক্স। বিশ্বজুড়ে ওয়াইম্যাক্স একটি স্বীকৃত তারবিহীন ইন্টারনেটপ্রযুক্তি। তবে এই প্রযুক্তি সমস্যাবিহীন নয়। দুনিয়ার অনেক দেশে এই প্রযুক্তি সফল হতে পারেনি। আমাদের দেশেও এর অবস্থা খুব ভালো নয়। এই সেবাদানের জন্য দেশে দুটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স রয়েছে। এই সার্ভিস প্রোভাইডারদের একটি দেশের ৪০টি জেলায় সেবা আছে বলে দাবি করে। অন্য একটি দেশের ঢাকাসহ আরও কয়েকটি শহরে সেবা দিতে পারে বলে বিজ্ঞাপন দেয়। ওয়াইম্যাক্স নিয়ে সমস্যা হলো, এটি কোথায় কাজ করবে আর কোথায় কাজ করবে না সেটি বলা কঠিন। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো খুবই খারাপ। আমরা একটি ওয়াইম্যাক্স সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে একটি মডেম কিনে নিজের অফিসে কাজ করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু সেই মডেমটি সেগুনবাগিচায় আমাদের একজন কর্মী তার বাসায় ব্যবহার করতে পারলেন না।

তৃতীয় সেবাটি একটি মোবাইল কোম্পানির। ▶

তারা ইভিডিও নামের একটি মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা দেয়। এর গতি প্রায় ৪ মেগাবিট পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের কাজের বর্তমানের চাহিদার তুলনায় একে যথেষ্ট বলা যেতে পারে। যারা চলতে-ফিরতে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই সেবাটি তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে এই সেবাটিও দেশের সবখানে পাওয়া যায় না। ওরাও কয়েকটি শহরের মাঝে সীমিত হয়ে আছে। গ্রামে এই সেবা পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। যেহেতু গ্রামে ব্যবহারকারী তেমন নেই, সেহেতু এই সেবার সম্প্রসারণও বাণিজ্যিকভাবে হয়ে উঠছে না। তবে যেহেতু এটি মোবাইল প্রযুক্তিনির্ভর, সেহেতু যেখানে ব্রডব্যান্ড বা ইভিডিও পাওয়া যায় না সেখানে সাধারণ মোবাইল ইন্টারনেট হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ইন্টারনেটের বড় সঙ্কটের নাম এর মূল্য। এখনও দেশে ইন্টারনেটের দাম অনেক বেশি। এই দামে সাধারণ মানুষ এই সেবা ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে না।

এমন একটি অবস্থা থেকে মাত্র ৪ বছরে জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছানো শুধু কঠিন হবে না, প্রায় দুরূহ মনে হতে পারে। কেননা ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এখনও তেমনভাবে ইতিবাচক কোনো কাজ করা হচ্ছে না। যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেগুলোও হয়নি। আমাদের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও অনেক স্পষ্ট হবে। আমরা ইন্টারনেটের প্রসারের বাধাগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে পারি।

সাবমেরিন ক্যাবল : ইন্টারনেটের প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এর অবকাঠামো তৈরি ও সহজলভ্য করা। কিন্তু এক সময় এদেশের সরকারের কাছে ইন্টারনেটের কোনো গুরুত্বই ছিল না। এরা ওঠেনি, এর কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নব্বই দশকের শুরুতে দুনিয়াজুড়ে ইন্টারনেটের বিস্তার হতে থাকলেও ১৯৯৬ সালের আগে এদেশে ইন্টারনেট বলতে ছিল শুধু অফলাইন ই-মেইল সেবা। কেউ কেউ ঢাকা থেকে বিদেশে ফোন করে ই-মেইল বিনিময় করতেন। ১৯৯৬ সালে আমরা ভি-স্যাট স্থাপন করে অনলাইন ইন্টারনেটের যুগে পা ফেলি। সেই পা ফেলা ছিল খুবই দুর্বল। কারণ, ইন্টারনেটের জন্য প্রয়োজন ছিল দ্রুতগতির সংযুক্তি। সেটি আমাদের ছিল না। সেটি আমরা নিতেও চাইনি। আমাদের নীতিনির্ধারক, সরকার ও আমলারা এর গুরুত্বই বোঝেনি। সে জন্য ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের সামনে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যখন সাবমেরিন ক্যাবল লাইন (সিমিউই-৩) স্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন সরকার সেই লাইনে যুক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ সেই সংযুক্তিটি ছিল বিনামূল্যের। তখনকার সরকারের পক্ষ থেকে অজুহাত দেখানো হয়, এই সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হলে দেশের সব তথ্য পাচার হয়ে যাবে। এরপর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তৎকালীন মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারেনি। অবশেষে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে আমরা সাবমেরিন ক্যাবলে (সিমিউই-৪) যুক্ত হই। কিন্তু এরপরও সেই সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এই সম্পদটিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের রয়েছে অবহেলার চরম দৃষ্টান্ত। এক সময় কক্সবাজারের সৈকতে এই সাবমেরিন ক্যাবলকে উদোম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। যার নিরাপত্তা বলতে কিছু ছিল না। কক্সবাজার থেকে ঢাকা পর্যন্ত এর সংযোগ স্থাপন ও দেশব্যাপী এর ব্যবহারের অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এখনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অতি সম্প্রতি এর ব্যান্ডউইডথ বাড়ানো হয়েছে (৪৪.৬ গি.বা. থেকে ১৪৪.৬ গি.বা.)। কিন্তু এর মাত্র ২২.৫ গি.বা. আমরা ব্যবহার করতে পারি। অথচ ২২.৫ গি.বা. ব্যান্ডউইডথ উন্নত দেশের ২২টি বাড়িতেই ব্যবহার করা হয়। আজকাল অন্তত ১ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ যেকোনো কিশোরের জন্য প্রয়োজন। কেউ কেউ গি.বা.তে ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করে।

দুর্ভাগ্য এখনও একটি সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের মাঝেই আমরা বসে আছি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে একটি বিকল্প সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সে বিকল্প এখনও কোনোভাবেই গড়ে ওঠেনি। দেশের ভেতরেও ঢাকা থেকে কক্সবাজার পথে একটি মাত্র বিকল্প সংযোগ রয়েছে, যার আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

আমাদের সবেধন নীলমণি সিমিউই-৪ যদি কোনো কারণে বিপর্যস্ত হয়, তবে আমরা সারা দুনিয়া থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। গত ৬ আগস্ট ২০১১ ওয়াইম্যাক্স সেবাদাতা কিউবি তাদের গ্রাহকদেরকে ই-মেইলে নোটিস দিয়ে এমন তথ্য দিয়েছে, This is to notify you that concerned authority will be carrying out submarine cable (Under Sea) maintenance work from 2 AM to 4 AM on 7th August (Sunday) 2011. Due to this, users will not be able to use internet during that period. This will be applicable for all the Internet users across Bangladesh.

সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের সাড়ে পাঁচ বছর এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার পৌনে তিন বছর পর আমরা এমন একটি নোটিস পাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা আশা করেছিলাম, কোনো না কোনোভাবে আমরা দুনিয়ার সাথে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। ৭ আগস্টের মিডিয়ার খবরে জানলাম, সত্যি সত্যি রাত ২টা ৪০ মিনিট থেকে ভোর ৪টা ২০ মিনিট দুনিয়ার কেউ আমাদের সাথে ইন্টারনেটে যোগাযোগ করতে পারেনি। অথচ দেড় ঘণ্টার জন্য এমন কৃষ্ণগহ্বরে পড়ে থাকব আমরা, এটি কল্পনারও অতীত। অবশেষে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ খবর প্রকাশিত হয়, সরকার শেষ পর্যন্ত টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ পাওয়ার জন্য ৬টি লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এমন একটি অবস্থাতে থেকে কোনো জাদুকরি কিছু করতে না পারলে ২০১৫ সালে শতকরা ৩০টি ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছাতে পারব সেটি অনেকটাই অসম্ভব।

ইন্টারনেটের ব্যয় : বাংলাদেশে ইন্টারনেট প্রসারের সবচেয়ে বড় বাধা এর খরচ। আমরা এখন ৩-৪ কিলোবাইট গতির ইন্টারনেটের জন্য যে অর্থ ব্যয় করি, তা দিয়ে উন্নত দেশ এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার আরও অনেক দেশেই এমবিপিএস গতি পাওয়া যায়। দুনিয়ার অনেক শহরের পুরোটাই বিনামূল্যে ওয়াইম্যাক্সের সুবিধা পায়। কার্যত দুনিয়ার কোনো দেশেই এত বেশি অর্থ দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয় না। আমাদের দেশে এক এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম গত আগস্ট মাসে ১০ হাজার টাকা হয়েছে। এক সময় এই ব্যান্ডউইডথের ব্যয় ১ লাখ ২৭ হাজার টাকা ছিল। বর্তমান সরকার একে ১০ হাজারে নামিয়েছে। এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সরকারের এই খাতে প্রতি এমবিপিএস হাজার খানেক টাকার বেশি খরচ হয় না। ফলে প্রকৃত ব্যয়ের ১০ গুণ বেশি দামে ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করার সরকারি প্রয়াস কোনোভাবেই সরকারের ঘোষিত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনকি সরকার এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের অনুরোধ বা বক্তব্যও শোনে না।

শুধু ব্যান্ডউইডথের দাম নয়, ইন্টারনেট ব্যবহারে আরোপিত শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট। এটি প্রত্যাহার করার জন্য বছরের পর বছর অনুরোধ করা হলেও প্রত্যাহার করা হয়নি।

ইন্টারনেটের প্রসারের আরেকটি বাধা মডেম ও আইপি ফোন সেটের দাম। এখনও দেশে একটি ইন্টারনেট মডেম কিনতে অন্তত দেড় হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। এর ওপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক ধার্য করা রয়েছে। এই শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে এর দাম পাঁচশ' টাকার বেশি হতো না।

কনটেন্ট : আরও একটি সমস্যা। আমাদের তেমন প্রয়োজনীয় কনটেন্ট নেই। আমাদের দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা প্রধানত মেইল চালাচালি, চ্যাট করা, ফেসবুক, গুগল+ নিয়েই বেশি সময় কাটান। আমাদের নিজেদের কনটেন্ট নেই বললেই চলে। কিছু ব্লগ, পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ এবং সরকারের কিছু অপ্রয়োজনীয় তথ্য নিয়েই আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার জন্য এখনও অনলাইন কমার্স জমে ওঠেনি। শিক্ষামূলক দেশীয় কনটেন্ট এখানে নেই। অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেন, ছেলেমেয়েদেরকে ইন্টারনেট দিলে ওরা নষ্ট হওয়া ছাড়া ভালো কিছু হয় না। কথাটি নির্মমভাবে সত্য। বাস্তবে আমাদের দেশের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো ধরনের শিক্ষামূলক কনটেন্ট নেই। আমাদের নিজেদের কাজে লাগে তেমন তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়াই যায় না। অভাবটা দু'রকমের। প্রথমত নিজেদের তথ্য নেই। দ্বিতীয়ত নিজের ভাষায় তথ্য নেই। ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারের কোনো বিশেষ কারণ তৈরি হচ্ছে না। গত ২১ জানুয়ারি ডেইলি স্টার পত্রিকায় আমি খুব স্পষ্ট করেই বলেছি, কনটেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ►

প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরির জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার বরাদ্দও প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন জাগে, কেন ইন্টারনেটে সেবাসংকারী ও সরকার ইন্টারনেটের জন্য তেমন প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরি করে নাও হতে পারে তারা মানসিকভাবে এজন্য তৈরি নই। কোনো কোনো মোবাইল কোম্পানি ঈদ বা পূজার জন্য কাপড়ের গেট বানানো থেকে শুরু করে মোবাইলার স্পন্সর হতে শত শত কোটি টাকা শুধু বিজ্ঞাপনে খরচ করে। অপ্রয়োজনীয় স্পন্সর বা সিএসআরের এর কোনো হিসাবই নেই। অথচ ইন্টারনেট থেকে এখন তাদের আয় একেবারে শূন্য নয়। এখন গ্রামীণের মতো কোম্পানির আড়াই লাখ ইন্টারনেট সংযোগ আছে। সিটিসেল ভয়েস কলে পিছিয়ে থাকলেও ইন্টারনেটে এর অবস্থান দ্বিতীয়। ওরা প্রায় দেড় লাখ ইন্টারনেট সংযোগ দিয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় ইন্টারনেটের প্রসারের কনটেন্ট তৈরি করার জন্য এদের ব্যয় নেই।

ইন্টারনেটে শিক্ষার কনটেন্ট : সম্প্রতি এটি স্পষ্ট, ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যাপকভাবে অবদান রাখতে পারে। এক সময় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারে যে ভূমিকা পালন করেছিল সেই কাজটি এখন ইন্টারনেটে আরও সুন্দর এবং চমৎকারভাবে করা যায়। এজন্য প্রয়োজন অবকাঠামো ও কনটেন্ট। অনেকেই নানা কারণে প্রতিষ্ঠানিক বা ফর্মাল শিক্ষায় যুক্ত হয়ে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন না। পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হয়। এখন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেই শূন্যতার কিছুটা পূরণ হয়। এই ব্যবস্থায় কেউ আনুষ্ঠানিক বা নিয়মিতভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্লাস না করেও পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে এবং সার্টিফিকেট পেতে পারে। যদি ইন্টারনেটে এই শিক্ষা আরও সহজ হয়ে পড়তে পারে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অনুশীলন কেন্দ্র প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি অনলাইনে সেই ব্যবস্থাটি প্রচলন করা যায় তবে আলাদা করে অনুশীলন কেন্দ্র থাকার প্রয়োজন নেই। ইন্টারনেটই হতে পারে সবচেয়ে বড় ক্লাসরুম। আশা করা যায়, আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে দেশের সর্বত্র দ্রুতগতির ইন্টারনেটের প্রসার ঘটবে। বিশেষ করে থ্রিজি প্রযুক্তিতে প্রবেশ করলে শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহার করার ব্যাপক সুবিধা পাওয়া যাবে। এর পাশাপাশি যদি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে সুলভ করা যায় এবং যদি এর ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করা যায়, তবে এটি শিক্ষার সবচেয়ে বড় বাহন হতে পারে। ইন্টারনেটে পাঠ্য বিষয়ের ইন্টারেক্টিভ কনটেন্ট রেখে দেয়া যেতে পারে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অনুশীলন করবে এবং নিজেরা তাদের মূল্যায়নও করতে পারবে। ডিজিটাল কনটেন্ট বা মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট দিয়ে ক্লাস অনলাইনে করা আরও সহজ হতে পারে। সরকার ক্লাসরুমে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর দিচ্ছে। এদের জন্য তখন সিডি-ডিভিডিতে কনটেন্ট দিতে হবে। যদি সেই কনটেন্টগুলো ইন্টারনেটে রাখা যায় তবে খুব কমদামি নেটওয়ার্ক ডিভাইস দিয়ে ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে ক্লাসরুমগুলোকে ডিজিটাল করা সম্ভব হবে। একটি বড় সুবিধার কথা মনে রাখা যেতে পারে। যদি আমরা কনটেন্ট তৈরি করার সময় মনে রাখি যে সেগুলো ইন্টারনেটেও ব্যবহার করা হবে বা যদি স্বাভাবিক কনটেন্টকে ইন্টারনেটের উপযোগী করে প্রকাশ করি তবে একই কনটেন্ট দু'ভাবেই ব্যবহার করা যাবে। আজ হোক কাল হোক, সরকারিভাবে হোক বা বেসরকারিভাবে হোক, আমাদের পাঠ্যবইকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করতেই হবে। কেউ না কেউ এই কাজটি করবেন এবং এখন যারা কেবলমাত্র কাগজের বই বা প্রথাগত ক্লাসরুমভিত্তিক লেখাপড়ার বাইরে কিছু ভাবতেই পারছেন না তারাও অনলাইন শিক্ষাকে সবচেয়ে সেরা শিক্ষার উপায় বলে বিবেচনা করবেন।

ইন্টারনেটের গতি : বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রধান সঙ্কটটি হচ্ছে এর কম গতি। এজন্য এর চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে অতি দ্রুত ইন্টারনেটের গতি বাড়ানো। এই গতি বাড়ানোর বিষয়টি প্রধানত অবকাঠামোনির্ভর। যে উপায়ে ইন্টারনেট সেবা দেয়া হয় তার ওপর নির্ভর করে ব্যবহারকারী কতটা গতি পেতে পারে। এই গতির বিষয়টা এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

...জানা গেছে, টেলিটকের মাধ্যমে থ্রিজির একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। একটি চীনা কোম্পানির সাথে এই বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ২০১২ সালের ২৬ মার্চ টেলিটক ঢাকা ও চট্টগ্রামে থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালে অন্য অপারেটররা থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে...

ইন্টারনেট সেবাদানের প্রাচীনতম ও বহুল ব্যবহৃত উপায়টি হলো ক্যাবল লাইন। কিন্তু কালক্রমে তারবিহীন ব্যবস্থাও প্রচলিত হতে থাকে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন ইন্টারনেটের সেবা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তবে এখন প্রশ্নটি কেবল ইন্টারনেটের প্রসার নয়, বরং এখন বিষয়টি হচ্ছে গতির। এই গতির বিষয়টি মানেই হচ্ছে ব্রডব্যান্ড। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে তারবিহীনভাবে প্রসারের যেসব উপায় আছে তার মাঝে রয়েছে মোবাইলের থ্রিজি নেটওয়ার্কসহ আরও কিছু প্রযুক্তি এবং ওয়াইম্যাক্স।

বাংলাদেশে ক্যাবল ব্যবহার করে ইন্টারনেট দেয়ার তেমন কোনো ব্যবস্থা এখনও কার্যকর নয়। এটি ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং সম্ভবত প্রায় অসম্ভব। শহরগুলো এর আওতায় এলেও গ্রামে গ্রামে ক্যাবল পৌঁছানো কঠিন হবে। একই অবস্থা ওয়াইম্যাক্সের। এগুলোও শহরকেন্দ্রিক। ফলে ইন্টারনেটে বেশিরভাগ প্রসার ঘটেছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। গ্রামীণফোন এবং সিটিসেল এক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মোবাইলের বিদ্যমান থ্রিজি প্রযুক্তির গতি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বর্তমানের চাহিদার মাঝে নিয়ে আসতে পারে না। জিপিআরএস নামের যে প্রযুক্তি জিএসএম অপারেটরেরা ব্যবহার করে, তার গতি খুবই সীমিত। এতে মেইল চেক করা, ফেসবুক ব্যবহার করা বা ছোটখাটো ব্রাউজ করা বেশ ভালোভাবেই করা যায়। কিন্তু এখন ইন্টারনেট ব্যবহারের বড় চাহিদা হচ্ছে অডিও-ভিডিও। ব্রডব্যান্ড ছাড়া সেই অডিও-ভিডিও বিনিময় সহজ হয় না। আমি নিজে চেষ্টা করে দেখেছি, আমাদের ইডিজিও বা ওয়াইম্যাক্সেও তেমন গতি পাওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ হলো, অপারেটররা ব্যবহারকারীকে শেয়ারড ব্যান্ডউইডথ দেয়। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে তা হলো : ০১. যত দ্রুত সম্ভব থ্রিজি নেটওয়ার্ক চালু করা। ০২. ওয়াইম্যাক্সকে যথাসম্ভব সম্প্রসারিত করা। ০৩. দেশজুড়ে ক্যাবল লাইন স্থাপন করা।

থ্রিজি : আমাদের ধীরগতির ন্যারো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটকে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ডে রূপান্তরের সহজ কাজটি হতে পারে শুধু থ্রিজি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আমরা জানি, আজকের দিনে জিপিআরএস বা সিডিএমএ প্রযুক্তি ইন্টারনেটে চলে না। যখন ইন্টারনেটে প্রবেশ করার সময় হয় তখন হয়তো এটি বেশ কাজে লাগে। কারণ তখন মেইল বা টেক্সটভিত্তিক সেবা আমাদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দিনে দিনে মানুষের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে তার ব্রডব্যান্ড সংযোগ দরকার হয়। আমরা ব্রডব্যান্ড নামের ইন্টারনেটের সেই সুবিধার সাথে এখনও প্রায় অপরিচিত। প্রথাগত আইএসপিগুলো তারের সহায়তায় রাজধানীতে সীমিত আকারের ব্রডব্যান্ড কানেকশন দেয়। এসবের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। সম্প্রতি তারবিহীন ব্রডব্যান্ড হিসেবে ওয়াইম্যাক্স চালু হয়েছে। তবে এর আওতাও খুব সীমিত। ওয়াইম্যাক্স সেবাদানকারী একটি কোম্পানির সেবা ঢাকায় সীমিত। অন্য কয়েকটি বিভাগীয় শহরে সীমিত সেবা দেয়া হচ্ছে। এসব প্রযুক্তি রাজধানী, বিভাগীয় বা জেলা শহর ছড়িয়ে কখনও গ্রামে যাবে সেটি ভাবা কঠিন। বরং দিনের পর দিন এসব প্রযুক্তির প্রসার তালাবদ্ধ থাকবে ও শহুরে ভাগ্যবানদের মাঝেই সীমিত থাকবে এটিই স্বাভাবিক। তেমন অবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে পারে থ্রিজি প্রযুক্তি।

জানা গেছে, টেলিটকের মাধ্যমে থ্রিজির একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। একটি চীনা কোম্পানির সাথে এই বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ২০১২ সালের ২৬ মার্চ টেলিটক ঢাকা ও চট্টগ্রামে থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালে অন্য অপারেটররা থ্রিজি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আমাদের মনের মাঝে এখনও শঙ্কা কাজ করছে এ জন্য, ২০০৭ সাল থেকে বিটিআরসি এই প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলতে বলতে এবং কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে দেশের মানুষের মাঝে এক ধরনের হতাশা তৈরি করে ফেলেছে। তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধছি।

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

The Blessings of Cloud Computing and Financial Industry

Mamun Seraji

Cloud computing is relatively a new concept and getting thrust in the world of information technology next to centralization, social networking, virtualization. They key theme for cloud is how we access the information: the speed and convenience.

Cloud is rapidly changing the way the companies across the globe manage their IT infrastructure and solutions, and financial industry is no exception here. For a country like Bangladesh, I personally see the great opportunity of cloud computing as a cost saving initiative. Here financial industry is one of the main consumer of IT solutions next to telecommunication. Technology is the main driving factor for banks to attract customer (certainly next to interest rate). Even government and first generation banks are heavily investing on technology. In this age of 'Digital Bangladesh', automation became an issue of prestige for banks like DBBL, BRAC Bank, EBL and several others are joining in this race. We have noticed this race for e-commerce, mobile banking, cards, core banking and ATM services.

Most of the system/software are from off-shore and costly, which banks use in enterprise license mode. This means,banks are hosting these system in their data centre for own consumption. To host these software-infrastructure (server, storage, network, operating system, space) cost sometimes goes several fold compare to cost of software. These lead bank to massive capital expenditure along with 20% recurring cost.

In addition peak load management is a huge issue, for this bank has to scale data centre- even when most of the time system only requires fraction of it. A recent study says, a banks technology infrastructure is often used only 10%, however there are period of 100% usages (eg. month end activity). Just think about Microsoft office, daily you may use 3 hours office tool, however once we buy a user license we buy for a year, which is not use 80% of time during the year.

In most basic form, cloud is a collection of IT services which provides services/resources over internet. Cloud computing is a type of hosting services. This is like pay and use, instead of making heavy capital expense which can be extended based on demand. Cloud computing is the new way of outsourcing. Cloud has three concepts:

SaaS(- Software as a service)In this case, an institute/user can subscribe a software to use for its need.

PaaS(- Platform as a service)and IaaS(- Infrastructure as a service):

Here platform or infrastructure will be used based on demand.IaaS provides hardware as service like CPU,storage.PaaS is one step further, it provides full platform which includes both hardware and platform specific software with lot more added feature.

For SaaS, TEMENOS, Mysis are offering their core banking in cloud. There are several other solutions in the area of CRM, ERP, HRM, risk management, sales force management, Loan origination systems, credit card management which are cloud compatible.HP,IBM,ORACLE are offering various tailored option for cloud.

In the area of IaaS/PaaS, (where infrastructure has been used as shared services) - Microsoft is offering cloud based hosting service under the brand name of Azure. For Linux platform, Amazon is very popular under the branch name Amazon EC2. Both Microsoft and Amazon offer various package ranging from $ 0.2 per hour to $ 2 per hour with free trial option.There are plenty of vendor which offers infrastructure as service.

Globally several banks are considering cloud computing as a cost saving factor during this global crisis. A recent IBM study says 60% of the global organizations are ready to embrace cloud computing over next five years. Deutsche Bank, JP Mogran Chase, NAB and UBS made a strategic alliance on cloud computing and the alliance is working form 2010.

Nevertheless security is the biggest consideration for financial institute when sending data outside the premises, there are questions to ask- are the cloud hosting companies are doing right with our critical data? In addition we already have seen mistakes done by big cloud providers. Amazon's EC2 downtime-resulting in irretrievable data loss, Sony's recent PlayStation data loss was the wakeup call. Expensive internet bandwidth is another obstacle.

We are in a moment of technological transaction with cloud. This is the time for Banks CTOs, at least to start evaluating the scope of cloud before making any decision to invest on IT whereas county is suffering from poor electricity and brain drain.

Cloud computing brings benefits in two categories: economic and strategic.Economic elements are – pay as you go, pay as you grow and no CAPEX. Strategic elements are – focus on core business, leave the rest to someone specialized.

Today cloud computing is a matter of option, however day will come most of we won't have any other option ■

Feedback : mamunseraji@gmail.com

Cyberoam Appoints Cyberstar International Singapore as Distributor

Stocking facility set up in Singapore for fast delivery of products across the region

Cyberoam, a division of Elitecore Technologies, has appointed Cyberstar International, Singapore as distributor for its UTM appliance range across key countries in SAARC - Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Nepal and Bhutan. A stocking facility has been prepared in Singapore for the same which will ensure faster delivery of products. With this move, Cyberoam is all set to strengthen its existing relationship with corporate and enterprise customers in the SAARC region, thus poised to capture a bigger market share. With presence in more than 110 countries worldwide, Cyberoam is the only UTM that specifically caters to a critical need of enterprises – identifying users in the network – which makes it stand out in the competitive global UTM environment ■

D-Link to Offer Professional Networking Courses

D-Link announced the launch of its new global training program christened 'D-Link Academy'. According to the company, D-Link Academy is a global education program designed pacifically to provide training on topics such as, how to design, build, roubleshoot, and secure computer networks.

The programs offered under D-Link Academy are D-Link Certified Network Engineer (DCNE), D-Link Certified Specialist (DCS), and D-Link Certified Professional (DCP). These certifications offered by D-Link Academy will bring valuable rewards to students, IT professionals and the or ■

Happiness in Playing with QUBEE Internet

QUBEE has brought new special offer for the Internet users: 01. Monthly Package users can get USB modem @ Tk. 1,000 and 02. Pre-paid users can get USB modem @ Tk. 1,500.

Customers can enjoy special monthly package @ Tk 500 (including VAT). Monthly package users will have the discount of Tk. 300 on the first and second month and Tk 400 on the third month. For details you can visit your nearest QUBEE store in Dhaka, Chittagong and Sylhet. For more information please call on the number: 02-8959911 and to purchase Qubee modem please dial 01919-978233. Log on to www.facebook.com/QubeeZone ■

Seminar on Cloud Computing

Bankers' CTO's Forum Bangladesh and BASIS organized a seminar on Cloud Computing and its application in November 30, 2011 last at a local city hotel. In this seminar the keynote speakers were Ed Franklin, Sr. Advisor, Virtustream, USA and Mohammad Zaman, Director, Cloud Architecture, Virtustream, USA. The speakers gave their valuable speech on the various issues of cloud computing.

The Seminar was presided by Tapan Kanti Sarkar, President, Bankers' CTO Forum Bangladesh. He highlighted on the importance of the cloud computing and Bankers CTO forum commitment to organize more seminar on this segment ■

DBBL Chooses Kaspersky Lab for End-Point IT security

Dutch-Bangla Bank (DBBL) – a major forerunner in the digitalization of the banking sector in Bangladesh chose Kaspersky Lab as their end-point IT security partner. In a 3-year term a tri-party agreement was signed recently among the bank, Tushuka Technotrade Limited– the enterprise partner executing the contract, and Officextracts – the distributor for Kaspersky Lab in Bangladesh and Bhutan. DBBL opted for Kaspersky Lab enterprise solutions for end-point security of the Bank's entire IT system.

Commenting on the occasion, Harry Chuang, Managing Director, Kaspersky Lab - Asia Pacific, said: "This contract is a manifestation of our ability to provide specialized security solutions in the BFSI sector. Partnership with Dutch-Bangla Bank is proof of our expertise in implementing solutions for large enterprises." ■

New JETWAY Intel H 61 Motherboard Now on Sale

INDEX IT LIMITED has introduced New JETWAY Intel H 61 Express Chipset Motherboard which supports INTEL LGA 1155 series Processors in the local IT market. Special appearance of this motherboard is that the Intel H61 Express Chipset enables 1 DIMM per channel of DDR3 1333 MHz. With Intel(r) Turbo Boost Technology increase speed automatically for whatever a user wants to do. The 2nd generation Intel Core processor also includes built-in visuals, a rich set of new features for a stunning and seamless visual PC experience with no additional hardware required in the PC. The PCI Express 2.0 x16 graphics delivers up to 8 GB/s per direction, 2 times more bandwidth than PCI Express 1.0 and up to 16 GB/s concurrent bandwidth. PCI Express x1 I/O offers 1GB/s concurrently, over 7 times more bandwidth than AGP8X. Moreover Serial ATA data protection and data accessing performance. The Intel H61 Express Chipset enables a balanced platform for everyday computing needs with a warranty of 2 (TWO) Years and price tag is BDT 5,000. For Further Information, INDEX IT LIMITED, Phone: 02-8610349 ; 02-8613663 ■

HP Completes Strategic Alternatives for its PSG

HP on 27 October last announced that it has completed its evaluation of strategic alternatives for its Personal Systems Group (PSG) and has decided that the unit will remain part of the company. "HP objectively evaluated the strategic, financial and operational impact of spinning off PSG. It's clear after our analysis that keeping PSG within HP is right for customers and partners, right for shareholders, and right for employees," said Meg Whitman, HP president and chief executive officer. "HP is committed to PSG, and together we are stronger." The strategic review involved subject matter experts from across the businesses and functions. The data-driven evaluation revealed the depth of the integration that has occurred across key operations such as supply chain, IT and procurement. PSG is a key component of HP's strategy to deliver higher value, lasting relationships with consumers, small- and medium-sized businesses and enterprise customers ■

গণিতের অলিগলি

হয়ে যান মানবক্যালকুলেটর

ছয় : শেষ অঙ্ক ৬, এমন দুই অঙ্কের সংখ্যার বর্গ নির্ণয়

শেষ অঙ্ক ৬, এমন দুই অঙ্কের সংখ্যা নয়টি : ১৬, ২৬, ৩৬, ৪৬, ৫৬, ৬৬, ৭৬, ৮৬ এবং ৯৬। এ ধরনের সংখ্যার বর্গফল বের করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

০১. এমন একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা নিন, যার শেষ অঙ্ক ৬।
০২. শেষ অঙ্ক ৬-এর বর্গ ৩৬।
০৩. এই ৩৬-এর ৬ হবে নির্ণেয় বর্গফলের শেষ অঙ্ক।
০৪. মনে রাখুন, হাতে রইল ৩।
০৫. প্রথমে নেয়া সংখ্যার প্রথম অঙ্কের দ্বিগুণ করুন।
০৬. এই দ্বিগুণের সাথে চতুর্থ ধাপে হাতে থাকা ৩ যোগ করুন।
০৭. এই যোগফলের শেষ অঙ্ক হবে বর্গফলের শেষ দিক থেকে ২য় অঙ্ক।
০৮. এই যোগফলের প্রথম অঙ্ক হাতে রাখুন।
০৯. প্রথম নেয়া সংখ্যার প্রথম অঙ্ককে এর চেয়ে ১ বেশি দিয়ে গুণ করুন।
১০. এই গুণফলের সাথে অষ্টম ধাপে হাতে থাকা অঙ্কটি যোগ করুন।
১১. এই যোগফল হবে নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক।
১২. এভাবে পাওয়া বর্গফলের সব অঙ্ক যথাস্থানে বসাই।
১৩. তাহলেই আমরা পেয়ে যাব নির্ণেয় বর্গফল।

উদাহরণ-১

০১. ধরি, আমরা জানব ৪৬-এর বর্গ কত।
০২. এর শেষ অঙ্ক ৬-এর বর্গ ৩৬।
০৩. এই ৩৬-এর ৬ হবে নির্ণেয় বর্গফলের শেষ অঙ্ক।
০৪. হাতে রইল ৩।
০৫. প্রথমে নেয়া ৪৬-এর প্রথমে থাকা ৪-এর দ্বিগুণ ৮।
০৬. এই ৮ ও চতুর্থ ধাপে হাতে থাকা ৩ যোগ করে পাই ১১।
০৭. এই ১১-র শেষ ১ নির্ণেয় বর্গফলের শেষ দিক থেকে ২য় অঙ্ক।
০৮. আর হাতে রইল ১১-র বাম দিকের ১।
০৯. অতএব নির্ণেয় সংখ্যার শেষ দুই অঙ্ক ১৬।
১০. প্রথমে নেয়া ৪৬-এর প্রথম অঙ্ক ৪।
১১. এই ৪-এর চেয়ে ১ বেশি হচ্ছে ৫।
১২. এবার ৪ × ৫ = ২০।
১৩. এবং ২০ + অষ্টম ধাপে হাতে থাকা ১ = ২১।
১৪. এই ২১ হচ্ছে নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক।
১৫. আগে জেনেছি শেষ দুই অঙ্ক ১৬।
১৬. অতএব ৪৬-এর বর্গ হচ্ছে ২১১৬।

উদাহরণ-২

০১. এবার জানব ৭৬ × ৭৬ = কত?
০২. এখানে ৬ × ৬ = ৩৬।
০৩. এই ৩৬-এর শেষ অঙ্ক ৬ হবে নির্ণেয় বর্গফলের শেষ অঙ্ক।
০৪. মনে রাখুন, হাতে রইল ৩।
০৫. এবার ৭৬-এর প্রথম অঙ্ক ৭-এর দ্বিগুণ ১৪।
০৬. এই ১৪ + চতুর্থ ধাপে হাতে থাকা ৩ = ১৭।
০৭. এই ১৭-র ৭ নির্ণেয় বর্গফলের শেষ দিক থেকে ২য় অঙ্ক।
০৮. অতএব নির্ণেয় বর্গফলের শেষে দুই অঙ্ক ৭৬।
০৯. আর হাতে থাকবে ১৭-র ১।
১০. প্রথমে নেয়া ৭৬-এর প্রথম অঙ্ক ৭।
১১. এর চেয়ে ১ বেশি ৮।
১২. এবার ৭ × ৮ = ৫৬।
১৩. এবং ৫৬ + অষ্টম ধাপে হাতে থাকা ১ = ৫৭।
১৪. অতএব ৫৭ হবে নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক।
১৫. স্পষ্টত, ৭৬-এর বর্গ হবে ৫৭৭৬।
১৬. সোজা কথায় ৭৬ × ৭৬ = ৫৭৭৬।

সাত : শেষ অঙ্ক ৭, এমন দুই অঙ্কের সংখ্যার বর্গ নির্ণয়

শেষ অঙ্ক ৭, এমন দুই অঙ্কের সংখ্যা নয়টি : ১৭, ২৭, ৩৭, ৪৭, ৫৭, ৬৭, ৭৭, ৮৭ এবং ৯৭।

এ ধরনের সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করতে হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

০১. এমন একটি সংখ্যা নিন, যার শেষ অঙ্ক ৭।
০২. এর বর্গ কত, জানতে হবে।
০৩. নেয়া সংখ্যার সবশেষ অঙ্ক ৭।
০৪. এখন ৭ × ৭ = ৪৯।
০৫. অতএব নেয়া সংখ্যার বর্গফলে সব শেষে থাকবে ৯।
০৬. নেয়া সংখ্যার প্রথম অঙ্ককে ৪ গুণ করুন।
০৭. এর সাথে ৪৯-এর প্রথম অঙ্ক ৪ যোগ করুন।
০৮. যোগফলের ডানের অঙ্কটি ৯-এর বামে বসিয়ে দিন।
০৯. এভাবে আমরা পেয়ে যাব নির্ণেয় বর্গফলের শেষ দুই অঙ্ক।
১০. তৃতীয় ধাপে যোগফলের বামের অঙ্ক হাতে থাকবে।
১১. নেয়া সংখ্যার প্রথম অঙ্ককে এর পরবর্তী সংখ্যা দিয়ে গুণ করুন।
১২. এই গুণফলের সাথে আগের হাতে থাকা অঙ্কটি যোগ করুন।
১৩. এই যোগফল নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক।
১৪. এই দুই অঙ্ক আগে পাওয়া শেষ দুই অঙ্কের বামে বসাই।
১৫. এভাবে সবশেষে পাওয়া সংখ্যাই কাঙ্ক্ষিত বর্গফল।

উদাহরণ-১

০১. ধরা যাক ৪৭-এর বর্গ নির্ণয় করতে হবে।
০২. ৪৭-এর ডানে আছে ৭।
০৩. এখন ৭ × ৭ = ৪৯।
০৪. অতএব নির্ণেয় সংখ্যার শেষ অঙ্ক হবে ৯।
০৫. মনে রাখুন, হাতে রইল ৪৯-এর ৪।
০৬. ৪৭-এর প্রথম অঙ্ককে চারগুণ করে পাই ১৬।
০৭. এর সাথে হাতে থাকা ৪ যোগ করে হয় ২০।
০৮. এই ২০-এর ০ শেষ অঙ্ক ৯-এর বামে বসে হয় ০৯।
০৯. এই ০৯ হবে বর্গফলের শেষ দুই অঙ্ক।
১০. হাতে থাকবে ২০-এর ২।
১১. এখন ৪৭-এর ৪ ও এর পরের সংখ্যা ৫ গুণ করে পাই ২০।
১২. এই ২০-এর সাথে হাতে থাকা ২ যোগ করে হয় ২২।
১৩. এই ২২ হবে নির্ণেয় বর্গফলের প্রথম দুই অঙ্ক।
১৪. অতএব নির্ণেয় বর্গফল হবে ২২০৯।
১৫. সোজা কথায় ৪৭ × ৪৭ = ২২০৯।

উদাহরণ-২

০১. ধরা যাক, জানতে চাই ৬৭-র বর্গ অর্থাৎ ৬৭ × ৬৭ = কত?
০২. ৬৭-এর শেষ অঙ্ক ৭।
০৩. এখন ৭ × ৭ = ৪৯।
০৪. নির্ণেয় বর্গসংখ্যার শেষ অঙ্ক হবে ৯।
০৫. আর হাতে থাকবে ৪।
০৬. ৬৭-এর প্রথম অঙ্ক ৬-কে ৪ দিয়ে গুণ করে পাই ২৪।
০৭. এর সাথে যোগ করি হাতে থাকা ৪।
০৮. এই ফল দাঁড়ায় ২৪ + ৪ = ২৮।
০৯. নির্ণেয় বর্গফলের শেষ অঙ্কের আগে বসবে ৮।
১০. আর হাতে থাকবে ২।
১১. অতএব নির্ণেয় বর্গফলের শেষ দু'টি অঙ্ক হবে ৮৯।
১২. এখন ৬৭-র ৬ ও পরবর্তী সংখ্যা ৭।
১৩. এবং ৬ × ৭ = ৪২।
১৪. এর সাথে হাতে থাকা ২ যোগ করলে হয় ৪৪।
১৫. এই ৪৪ হবে নির্ণেয় বর্গসংখ্যার প্রথম দুই অঙ্ক।
১৬. অতএব নির্ণেয় বর্গফল হচ্ছে ৪৪৮৯।

গণিতদাদু

সফটওয়্যারের কারুকাজ

টিভি দেখুন ফায়ারফক্সে

ওয়েবসাইট দেখার জনপ্রিয় ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে সহজেই টিভি দেখতে পারেন। এজন্য 'টিভিফক্স' নামে একটি প্রোগ্রাম (অ্যাডঅনস) ব্রাউজারে ইনস্টল করতে হবে। প্রোগ্রামটি থেকে দুই হাজার ৭৮০ হাজার টিভি চ্যানেল অনলাইনে সরাসরি দেখা যাবে। প্রোগ্রামটি https:addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/11200 ঠিকানা থেকে ব্রাউজারে নামিয়ে নিন। এখন ফায়ারফক্স আবার চালু করতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেসবারের নিচে সবুজ নীল রঙের টিভি আইকন এসেছে। নীল রঙের টিভির আইকনটিতে ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম রয়েছে। এখান থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টিভি চ্যানেল দেখতে পারবেন। সবুজ রঙের টিভির আইকনে বিনোদন, খেলা, সিনেমা, সংগীত, সংবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী টিভি চ্যানেল রয়েছে। এখান থেকে পছন্দের ক্যাটাগরির টিভি চ্যানেল দেখতে পাবেন।

ফেসবুক থেকে ছবির অ্যালবাম নামানো

ফেসবুকে একে একে হয়তো অনেক ছবির অ্যালবাম তৈরি করে ফেলেছেন। একেক অ্যালবামে অনেক ছবিও আপলোড করেছেন। কিন্তু একসাথে সেই ছবির অ্যালবাম নামাতে পারছেন না। আপনার কোনো বন্ধুর প্রোফাইল থেকে ছবির অ্যালবাম নামাতে চাইছেন, তাও পারছেন না। নামাতে গেলেই একটা একটা করে নামাতে হচ্ছে। আপনি চাইলে সব নামাতে পারেন। এ জন্য আপনাকে ফায়ারফক্সের একটি অ্যাডঅনস FaceIPAD ইনস্টল করতে হবে। https://addons .mozilla.org/en-us/firefox/addon/8442/ ঠিকানায় গিয়ে অ্যাডঅনটি নামাতে পারবেন। অ্যাডঅনটি ইনস্টল হলে ফায়ারফক্স রিস্টার্ট দিন। এবার ফেসবুকে লগইন করে আপনার প্রোফাইলে প্রবেশ করে photos ট্যাবে গিয়ে যে অ্যালবামটি নামাতে চান, সেটির ভেতর প্রবেশ না করে অ্যালবামের নামের ওপর মাউস রেখে রাইট ক্লিক করুন। দেখবেন একটা অপশন 'Down load album with FaceIPAD' দেখা যাবে। সেটি সিলেক্ট করে ডাউনলোড শুরু করুন।

মীর তৌফিক মুহম্মদ
মহাখালী, ঢাকা

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে সব ড্রাইভ প্রদর্শন করা

সিস্টেম সেটিংয়ের ওপর নির্ভর করে অনেক সময় সব ড্রাইভ দেখা নাও যেতে পারে যদি সেগুলো খালি থাকে। যেমন– মেমরি কার্ড রিডার। এতে বিব্রতবোধ করলে নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করুন, তাহলে উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে সব ড্রাইভ দেখা যাবে।

* উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার রান করে Alt বাটন চেপে ধরুন শীর্ষ মেনু উন্মোচন করার জন্য।

* Tools→Folder Options সিলেক্ট করে View ট্যাবে ক্লিক করুন।

* 'Advanced settings'-এ অন্তর্গত 'Hide empty drives in the computer folder' বক্স আনচেক করুন। এবার Ok-তে ক্লিক করলে সবড্রাইভ সব সময় দেখা যাবে।

মাল্টিপল ফাইল সিলেক্ট করার জন্য চেক বক্স ব্যবহার করা

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে কোনো অপারেশনের জন্য যেমন– মাল্টিপল ফাইল কপি, মুভ বা ডিলিট করার জন্য মাল্টিপল কী ও মাউস ব্যবহার করা হয় তেমনি ctrl কী চেপে কাঙ্ক্ষিত প্রতিটি ফাইলে ক্লিক করতে হয় সিলেক্ট করার জন্য।

যদি মাউসকেন্দ্রিক ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন, তাহলে উইন্ডোজ ৭-এ মাউস ব্যবহার করে মাল্টিপল ফাইল সিলেক্ট করার জন্য আরেকটি উপায় রয়েছে চেক বক্সের মাধ্যমে। এজন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো সম্পন্ন করুন।

* এক্সপ্লোরারে Organize-এ ক্লিক করে 'Folder and search options' সিলেক্ট করুন।

* View ট্যাবে ক্লিক করুন।

* Advanced settings-এ ক্লিক করে স্ক্রল ডাউন করে 'Use check boxes to select items' চেক করুন এবং Ok-তে ক্লিক করুন।

* এরপর যখনই কোনো ফাইলের ওপর দিয়ে মাউস নিয়ে যাবেন উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে একটি চেক বক্স আবির্ভূত হবে। এটি সিলেক্ট করার পর চেকবক্স পাশেই থাকবে। যদি আনচেক করেন তাহলে এই বক্স অদৃশ্য হয়ে যাবে।

জাহাঙ্গীর হোসেন
চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ

টাস্কবার প্রিভিউয়ের অপেক্ষাকাল কমানো

সাধারণত টাস্কবার উইন্ডো প্রিভিউ আবির্ভূত হয় ০.৪ সেকেন্ড পর, যাতে অসাবধানবশত মাউস নড়াচড়ার সাথে সাথে ওপেন না হয়, যদিও এতে মনে হয় সিস্টেম ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। ইচ্ছে করলে কোনো সমস্যা ছাড়াই এই অপেক্ষাকাল কমাতে পারেন। উপরন্তু রেজিস্ট্রি ভ্যালু এ কাজকে সম্ভব করে তুলেছে।

* এটি মডিফাই করতে start মেনুর সার্চ ফিল্ডে regedit টাইপ করে এন্টার করুন। এবং ইউজার অ্যাকাউন্ট পারমিশনের ক্ষেত্রে yes করুন।

* এবার রেজিস্ট্রি 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced' কী-তে নেভিগেট করুন।

* 'Edit→New→DWORD-value' দিয়ে নতুন এন্ট্রি 'ExtendedUIHoverTime' তৈরি করুন এবং ডাবল ক্লিক করে এটি ওপেন করুন এডিট করার জন্য।

* Basis হিসেবে সিলেক্ট করুন Decimal অপশন এবং মিলিসেকেন্ডে কাঙ্ক্ষিত ভ্যালু এন্টার করুন। এক্ষেত্রে ১০০ মিলিসেকেন্ডই যথেষ্ট দ্রুতগতির কমপিউটারের ক্ষেত্রে। আপনি ইচ্ছে করলে এই ভ্যালু ১০০০ পর্যন্ত বাড়াতে পারেন ধীরগতির ল্যাপটপ বা নেটবুকের জন্য। ডিফল্ট হিসেবে ৪০০ সেকেন্ড সেট করা থাকে।

* এবার Ok করে নিশ্চিত করুন এবং রেজিস্ট্রি উইন্ডো বন্ধ করুন।

* এবার রিস্টার্ট করলে পরিবর্তনের ফল বুঝতে পারবেন।

ডিফ্র্যাগমেন্টেশন প্রসেসের সময় সিস্টেমকে দ্রুততর করা

যখনই ডিফ্র্যাগমেন্টেশন শুরু হয়, তখন সিস্টেম খুবই ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং কদাচিৎ স্বাভাবিকভাবে কাজ করা যায়, তবে নিচে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করলে সিস্টেম দ্রুততর হবে।

ডিফ্র্যাগমেন্টেশন প্রসেসের সময় একটি সিকিউরিটি প্রোগ্রাম সক্রিয় থাকতে পারে ভাইরাস স্ক্যানিংয়ের জন্য। ফলে উভয় প্রসেস একে অপরকে বিলম্বিত করে যেহেতু সিকিউরিটি প্রোগ্রাম ফাইলের প্রতিটি পরিবর্তনকে শনাক্ত করে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি ভালো, তবে এতে যথেষ্ট কমপিউটিং পাওয়ার ব্যবহার হয়।

নিরাপদ কাজের পরিবেশের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার জন্য প্রথমে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট থেকে পিসিকে বিচ্ছিন্ন করুন। এজন্য ল্যাপটপে ব্যবহার করতে পারেন Wi-Fi সুইচ বা নেটওয়ার্ক ক্যাবল আনপ্লাগ করতে পারেন। এছাড়া কিছু সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগ নিষ্ক্রিয় করতে পারেন। পরবর্তী ধাপে সিকিউরিটি মনিটরিংকে বন্ধ করতে পারেন টাস্কবারে কাঙ্ক্ষিত প্রোগ্রাম আইকনে ডান ক্লিক করে সিলেক্ট করুন stop/pause কমান্ড। এবার কাঙ্ক্ষিত টাইম পিরিয়ড উল্লেখ করে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন প্রসেস সম্পন্ন করুন কোনো বাধা ছাড়াই। ফলে এ সময় অফিস প্রোগ্রাম বা মিডিয়া ফাইল নিয়ে কাজ করতে পারবেন। কাজ শেষে সিকিউরিটি প্রোগ্রাম আবার সক্রিয় করে পিসি রিস্টার্ট করুন।

পাভেল
সাতমাথা, বগুড়া

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা এটি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়ে করেছেন যথাক্রমে– ***মীর তৌফিক মুহম্মদ, জাহাঙ্গীর হোসেন*** *এবং* ***পাভেল****।*

ফেসবুকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ও ট্রিকস

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

গত কয়েক সংখ্যায় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট 'ফেসবুক' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফেসবুকে সাইনআপ, লগইন থেকে শুরু করে ফ্যানপেজ তৈরি, গ্রুপ তৈরি করা পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এর ফলে অনেকেই ফেসবুকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ভালো টিপ ও ট্রিকস শেয়ার করার কথা বলেছেন। ফেসবুকের পাঠকের কথা বিবেচনা করে এবারের সংখ্যায় ফেসবুকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ও ট্রিকস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা অনেক ব্যবহারকারীর কাজে আসতে পারে। ফিচার দুটি হচ্ছে : ০১. ফেসবুকের বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন ই-মেইল অ্যাড্রেসে যাওয়া বন্ধ করা, ০২. ফেসবুকের ডোমেইন নেম (@facebook.com) দিয়ে ফেসবুকের জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করা।

ফিচার ১-এর ই-মেইলে ফেসবুক নোটিফিকেশন : ফেসবুক ব্যবহারকারীরা ফেসবুকের সবকিছু পছন্দ করলেও কিছু কিছু বিষয় পছন্দ করেন না, যেমন- ফেসবুকের বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় তাদের নিজস্ব ই-মেইল অ্যাড্রেস (যেমন : জি-মেইল, ইয়াহু, হট-মেইল) দিয়ে খুলে থাকেন। আবার এই ই-মেইল অ্যাড্রেস তাদের অফিসিয়াল বা বন্ধুর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। দরকারি ই-মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে ফেসবুক খোলার পর দেখা যায় কেউ আপনাকে কোনো ফটোতে ট্যাগ করলে বা আপনার স্ট্যাটাসে কেউ মেসেজ দিলে বা কোনো মেসেজের ওপর তারা রিপ্লাই করলে এ ধরনের নোটিফিকেশন ফেসবুক থেকে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসে চলে আসে। ফলে দেখা যায়, আপনার ফেসবুকে অনেক বন্ধু থাকলে এবং তাদের এসব নোটিফিকেশনের ফলে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসের ভেতরে প্রয়োজনীয় দরকারি ই-মেইলগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই এই নোটিফিকেশনগুলো মুছে ফেলতে গিয়ে দরকারি ই-মেইলগুলোও মুছে ফেলেন। এই ধরনের সমস্যার সমাধান নিম্নরূপ।

ই-মেইলে ফেসবুক নোটিফিকেশন বন্ধের ট্রিকস

ই-মেইলে ফেসবুকের অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন বন্ধ করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন : ০১. প্রথমে আপনার ফেসবুকের অ্যাকাউন্টের আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন। ০২. Account-এ ক্লিক করে Account Settings-এ ক্লিক করুন। ০৩. বাম পাশের প্যানেলে দেখুন বেশ কিছু অপশন রয়েছে। এখানে Notifications ট্যাবে ক্লিক করুন। পেজ স্ক্রল করলে All Notification নামে একটি এরিয়া পাবেন। ০৪. অল নোটিফিকেশন থেকে Facebook-এর ডানপাশের Edit বাটনে ক্লিক করুন। এখানে বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশনের নাম রয়েছে এবং তাদের ডান পাশে টিক চিহ্ন দেয়া আছে। নোটিফিকেশনের ধরন যেমন : Sends you a message, Adds you as a friend, Confirms a friend request, Confirms a friend request, Posts on your wall, Pokes you ইত্যাদি। এরূপ আরো বেশ কিছু নোটিফিকেশন অপশন রয়েছে এবং তাদের ডান পাশে টিক চিহ্ন দেয়া রয়েছে। ফলে এসব নোটিফিকেশন মেসেজ আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসে চলে যাবে। আপনি যেসব নোটিফিকেশন পছন্দ করেন না, তার ডান পাশ থেকে টিক চিহ্ন তুলে দিন। এভাবে আপনি ইচ্ছে করলে সব নোটিফিকেশনের টিক চিহ্ন তুলে দিতে পারেন। ০৫. এবার Save Changes-এ ক্লিক করুন।

নোটিফিকেশন অপশন বন্ধ করলে আপনাকে কেউ ফেসবুকে কোনো মেসেজ, কমেন্টস, ট্যাগ করলে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসে কোনো নোটিফিকেশন যাবে না। আপনি যদি নোটিফিকেশন অপশনটি আবার চালু করতে চান, তাহলে All Notification-এ গিয়ে নোটিফিকেশনগুলোতে টিক দিয়ে সেভ চেঞ্জেস বাটনে ক্লিক করুন।

ফিচার ২-এ ফেসবুকের (@facebook.com) ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরি করা : আমরা যারা বিভিন্ন ধরনের ই-মেইল সার্ভিস ব্যবহার করে থাকি তাদের সাইটের নাম দিয়ে ই-মেইল অ্যাড্রেসটি খুলতে পছন্দ করে থাকি। যেমন : ramy446@yahoo.com, serversolution4u@gmail.com ইত্যাদি ধরনের। ফেসবুকেও এই ধরনের সুবিধা পেতে পারেন। আপনার ফেসবুকের লগইন আইডিটি হবে username@facebook.com। এর ফলে আপনাকে ই-মেইল অ্যাড্রেসটি দিয়ে লগইন করতে হবে না, যা দিয়ে আপনি ফেসবুকের অ্যাকাউন্টটি খুলেছিলেন। এই ফিচারটি চালু করার জন্য নিচের কৌশলটি অনুসরণ করুন।

ফেসবুকের (@facebook.com) ই-মেইল অ্যাড্রেস তৈরির কৌশল : ফেসবুকের এই ফিচারটি চালু করার জন্য আপনি নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন : ০১. প্রথমে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড দিয়ে ফেসবুকে লগইন করুন। ০২. এবার Account থেকে Account Settings-এ ক্লিক করুন। ০৩. যাদের ফেসবুকের ইউনিক ইউজারনেম দেয়া আছে তাদের কিছু করতে হবে না, আর যাদের ফেসবুকের জন্য ইউনিক ইউজারনেম নেই তারা user-name-এর ডানপাশের Edit-এ ক্লিক করুন। ০৪. এখন www.facebook.com/ এর ডান পাশের বক্সে আপনার ইউজারনেমটি দিন। যেমন : www.facebook.com/abc123। অর্থাৎ abc123 হচ্ছে আপনার ফেসবুকের ইউনিক ইউজার নেম। এবার Save Changes-এ ক্লিক করুন। ০৫. এবার http://www.facebook.com/?sk=inbox এই লিঙ্কে ভিজিট করুন। এতে আপনার সামনে যে উইন্ডো আসবে এখানে Claim your Facebook email লিঙ্কে ক্লিক করুন। ০৬. এখন আপনি আপনার ইউজারনেমের পাশে @facebook.com ব্যবহার করে লগইন করতে পারবেন। আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেসটি হবে abc123@facebook.com।

ওপরের এই আলোচনার ধাপগুলো ব্যবহার করে আপনার ইউনিক নামের সাথে @facebook.com ডোমেইন নামটি সংযুক্ত করতে পারবেন।

ফেসবুকের সুবিধা দিনে দিনে আপগ্রেড করা হচ্ছে এবং এর সাথে ফিচারযুক্ত সুবিধাও যুক্ত করা হচ্ছে। ওপরের আলোচনা করা ফিচার দুটির ট্রিকস বুঝতে সমস্যা হলে http://www.serversolution4u.com থেকে ধাপগুলো দেখে নিন অথবা আপনার সমস্যার কথা জানিয়ে ই-মেইল করুন।

ফিডব্যাক : ramy446@yahoo.com

একাধিক ভার্সনের উইন্ডোজের মধ্যে নেটওয়ার্কিং

কে এম আলী রেজা

আমরা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের অনেক ভার্সনের সাথে পরিচিত থাকলেও বাজারে বর্তমানে তিনটি ভার্সনের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– এক্সপি, ভিসতা এবং উইন্ডোজ ৭। কোনো নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করতে গেলে এ তিনটি ভার্সনের মধ্যে ডাটা শেয়ার বা বিনিময়ের প্রয়োজন হতে পারে। নেটওয়ার্কে একই ভার্সনের উইন্ডোজের মধ্যে ডাটা বিনিময় খুব কঠিন নয়। বিশেষ করে উইন্ডোজ ৭-এর হোমগ্রুপ ফিচার হোম নেটওয়ার্কিংয়ের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনের উইন্ডোজের মধ্যে নেটওয়ার্কিংয়ের কাজটি অনেক সময় চ্যালেঞ্জিং মনে হতে পারে। এ লেখায় তিনটি ভিন্ন ভার্সনের উইন্ডোজ অর্থাৎ এক্সপি, ভিসতা এবং ৭-এর মধ্যে কিভাবে ফাইল এবং প্রিন্টার শেয়ার করা হয়, তা দেখানো হয়েছে।

উইন্ডোজ ৭ এবং এক্সপির মধ্যে শেয়ারিং

গত এক দশকে উইন্ডোজ এক্সপির ব্যাপক প্রচলন এবং সাম্প্রতিক সময়ে উইন্ডোজ ৭-এর প্রবর্তনের ফলে এ দুটো ভার্সনের অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে শেয়ারিং নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হতে পারে। এদের মধ্যে ডাটা শেয়ারিংয়ের জন্য আপনাকে করতে হবে : ০১. উভয় কমপিউটারকে একই ওয়ার্কগ্রুপের আওতায় নিয়ে আসা, ০২. উভয় কমপিউটারে সঠিক শেয়ারিং সেটিং নিশ্চিত করা, ০৩. উইন্ডোজ ৭-এর network discovery অপশনটি এনাবল করা। এখানে মনে রাখতে হবে এ ধরনের নেটওয়ার্কে উভয় ভার্সনের উইন্ডোজের জন্য যথাযথ প্রিন্টার ড্রাইভার সিস্টেমে ইনস্টল করা না থাকলে প্রিন্টার শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হতে পারে।

নেটওয়ার্ক ড্রাইভ ম্যাপ করার মাধ্যমে শেয়ারিং

উইন্ডোজ এক্সপি এবং উইন্ডোজ ৭-এর মধ্যে ডাটা শেয়ারিংয়ের অপর একটি পদ্ধতি হচ্ছে কোনো একটি নেটওয়ার্ক ড্রাইভকে ম্যাপিং করা অর্থাৎ এক কমপিউটারের ড্রাইভকে নেটওয়ার্কের আওতাধীন অন্য কোনো কমপিউটারে মাউন্ট করা। নেটওয়ার্কে যদি প্রিন্টার শেয়ার করার প্রয়োজন না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে একটি এক্সপি ড্রাইভকে উইন্ডোজ ৭-এ ম্যাপিং করলেই ডাটা শেয়ারিংয়ের কাজগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যাবে। আর পদ্ধতিগত দিক থেকেও ম্যাপিং খুব জটিল কোনো বিষয় নয়। তবে এক্ষেত্রে ডাটা শেয়ারিংয়ের কাজটি করতে হবে কমপিউটারে যথাযথ লোকাল ইউজার সৃষ্টির মাধ্যমে।

উইন্ডোজ ভিসতা এবং উইন্ডোজ ৭-এর মধ্যে শেয়ারিং

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো উইন্ডোজ ভিসতা এবং উইন্ডোজ ৭ পিসির মধ্যে ফাইল এবং প্রিন্টার শেয়ার করার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে শেয়ারিং প্রক্রিয়াটি এক্সপি এবং উইন্ডোজ ৭-এর মধ্যে শেয়ারিংয়ের তুলনায় সহজ। উইন্ডোজ ৭-এর হোমগ্রুপ ফিচারগুলো উইন্ডোজ ভিসতার সাথে কম্প্যাটিবল নয়, এজন্য ডাটা শেয়ারিং করতে বিশেষ কিছু পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তবে উইন্ডোজ ভিসতা এবং উইন্ডোজ ৭ উভয় অপারেটিং সিস্টেম প্রিন্টার ড্রাইভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করতে পারে। এ কারণে এ দুটো সিস্টেমের মধ্যে প্রিন্টার শেয়ার করা বেশ সহজ।

ভিসতা ও এক্সপির মধ্যে শেয়ারিং

উইন্ডোজ ভিসতা যখন বাজারে আসে তখন এটি রান করানোর জন্য অনেক বেশি আপগ্রেডেড হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন হতো। এছাড়া পিসির সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন ডিভাইসের ড্রাইভারগুলো ভিসতা সাপোর্ট করার মতো প্রস্তুত ছিল না। ভিসতার নতুন স্ট্রাকচারের কারণে ডাটা শেয়ারিংও সহজ ছিল না। এতে পাসওয়ার্ড প্রটেকশন না থাকলে শেয়ারিং প্রক্রিয়া অনেক বেশি সহজ। যে ফাইলটি আপনি শেয়ার করতে চান, তাকে শুধু পাবলিক ফোল্ডারে ছেড়ে দিলেই হতো। শেয়ারিং রিসোর্সের পাসওয়ার্ড প্রটেকশন থাকলেই বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আপনাকে মূলত সিস্টেমে একটি ইউজার যোগ করতে হবে এবং এক্সপি মেশিনে শেয়ারিং অপশনগুলো যথাযথভাবে সেটআপ করতে হবে।

চিত্র-১ : নেটওয়ার্ক ড্রাইভ ম্যাপিং করা

চিত্র-২ : পাসওয়ার্ড প্রটেকশন শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সিস্টেমে লোকাল ইউজার সৃষ্টি করা

চিত্র-৩ : হোম সার্ভারের সাহায্যে শেয়ারের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা যায়

চিত্র-৪ : নেটওয়ার্কে প্রিন্টার শেয়ার করার পদ্ধতি

উইন্ডোজ ৭ ও হোমগ্রুপের মধ্যে শেয়ারিং

আপনার নেটওয়ার্ক সিস্টেমে যদি এক বা একাধিক উইন্ডোজ ৭ চালিত কমপিউটার থাকে, তাহলে উইন্ডোজ ৭-এর হোমগ্রুপ ফিচারের কল্যাণে ফাইল এবং ডিভাইস শেয়ারিংয়ের কাজটি অনেক সহজ হবে। একটি উইন্ডোজ ৭ চালিত কমপিউটারে হোমগ্রুপ তৈরি করে নেটওয়ার্কের অন্যান্য কমপিউটারকে এর সাথে সহজেই যুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কে ভিডিও স্ট্রিমিং, ডাটা শেয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং শেয়ারড রিসোর্সকে পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রটেকশন দিতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে নেটওয়ার্কের আওতাধীন কোনো উইন্ডোজ ৭ কমপিউটারকে হোমগ্রুপের বাইরেও রাখতে পারেন। উইন্ডোজ ৭ মেশিনকে হোমগ্রুপে যুক্ত করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হোমগ্রুপের বাইরে থেকে উইন্ডোজ ৭ মেশিন পাবলিক ফোল্ডারের মাধ্যমে অন্য কমপিউটারের সাথে ফাইল শেয়ার করতে পারে এবং এর সাথে সংযুক্ত প্রিন্টারকে শেয়ার করার জন্য সেটআপ করা যায়।

উইন্ডোজ হোম সার্ভার

আপনার হোম নেটওয়ার্কের আওতায় সব কমপিউটারের মধ্যে ফাইল শেয়ারের জন্য যদি একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার গড়ে তুলতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই উইন্ডোজ হোম সার্ভারের সাহায্য নিতে হবে। হোম সার্ভার সেটআপের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে শেয়ারযোগ্য সব গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া এখানে আপনি ডিজিটাল মিডিয়া ফাইলও রাখতে পারেন। কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে

(বাকি অংশ ৭৯ পৃষ্ঠায়)

একাধিক ভার্সনের উইন্ডোজের মধ্যে নেটওয়ার্কিং

(৬৬ পৃষ্ঠার পর)

নেটওয়ার্কের ইউজাররা ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং এখান থেকেই মিডিয়া ফাইলগুলো অন্যান্য কমপিউটারে স্ট্রিমিং করা যাবে। হোম সার্ভারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফিচার হচ্ছে এতে নেটওয়ার্কের অনুমোদিত অন্যান্য ইউজার তাদের প্রয়োজনীয় ফাইলগুলোর ব্যাকআপ রাখতে পারবেন। কোনো দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের ফলে কমপিউটারগুলো আক্রান্ত হলে পরবর্তী সময়ে হোম সার্ভার থেকে হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত ফাইলগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

উইন্ডোজ ৭-এ প্রিন্টার শেয়ার করা

ধরুন, আপনার নেটওয়ার্কে উইন্ডোজ ভিসতা বা উইন্ডোজ এক্সপি কমপিউটারের সাথে কোনো প্রিন্টার যুক্ত আছে। আপনি এ প্রিন্টারটিকে উইন্ডোজ ৭ থেকে অ্যাক্সেস বা শেয়ার করতে চাচ্ছেন। এজন্য Start মেনু থেকে Devices and Printers-এ ক্লিক করুন। এবার Devices and Printers উইন্ডোতে গিয়ে Add a network অপশনে ক্লিক করুন।

কাঙ্ক্ষিত প্রিন্টারটি শেয়ার করার জন্য Add a network, wireless or Bluetooth printer অপশনটি এবার সিলেক্ট করতে হবে। উইন্ডোজ ৭-এ পর্যায়ে নেটওয়ার্কে বিদ্যমান রয়েছে এমন প্রিন্টার খুঁজতে থাকবে। প্রিন্টারটি শনাক্ত হওয়ার পর তার নাম স্ক্রিনে দেখা যাবে। কাঙ্ক্ষিত প্রিন্টারটি সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করুন (চিত্র-৪)।

প্রিন্টারটি সফলভাবে নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে এমন একটি বার্তা পর্দায় দেখতে পাবেন। শেয়ারড প্রিন্টারটি আপনি ডিফল্ট প্রিন্টার হিসেবেও সেট করতে পারেন।

নেটওয়ার্কে প্রিন্টার শেয়ার করতে গিয়ে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এর কারণ অপারেটিং সিস্টেমের প্রতিটি ভার্সনের জন্য আলাদা আলাদা প্রিন্টার ড্রাইভার প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় সিস্টেমে বিদ্যমান থাকে না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রিন্টার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে আপডেটেড ড্রাইভার ডাউনলোড করে সিস্টেমে ইনস্টল করার প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে অনেক সময় অপারেটিং সিস্টেম ওয়েবসাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্টার ড্রাইভার ইনস্টল করতে সক্ষম হয় না।

একটি নিয়মিত বিরতিতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের নতুন নতুন ভার্সন বাজার আসছে। অভ্যস্ত হওয়ার কারণে পুরনো ভার্সনের অপারেটিং সিস্টেমকে অনেকেই বাস দিতে পারেন না। যার ফলে দেখা যাচ্ছে একই নেটওয়ার্কে একাধিক ভার্সনের উইন্ডোজ বিদ্যমান। এ কারণে নেটওয়ার্কে সফলভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনের উইন্ডোজের মধ্যে ডাটা এবং প্রিন্টার শেয়ার করার টেকনিকগুলো রপ্ত করে নেওয়া প্রয়োজন।

ফিডব্যাক : kazisham@yahoo.com

উবুন্টু ১২.০৪-এ যেসব পরিবর্তন হতে যাচ্ছে

মোঃ আমিনুল ইসলাম সজীব

ওপেন সোর্স ও বিনামূল্যের অপারেটিং সিস্টেমের জগতে শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে ক্যানোনিক্যালের প্রকাশিত উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেম। ব্যবহারবান্ধব, অধিক নিরাপত্তা, সিস্টেমের স্থায়িত্ব ইত্যাদি নানা কারণে ওপেন সোর্সপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে উবুন্টু। এমনকি একে কাস্টোমাইজ করে তৈরি লিনআক্স মিন্ট অপারেটিং সিস্টেমও দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহার হওয়া লিনআক্স অপারেটিং সিস্টেমের স্থান দখল করে নিয়েছে।

উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেমের একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিয়মিত আপডেট। প্রতি ছয় মাস পরপর উবুন্টু নতুন সংস্করণ উন্মুক্ত করা হয়। আবার এই সংস্করণগুলোতেও প্রতিনিয়ত সর্বশেষ সিকিউরিটি ও সফটওয়্যার আপডেট সরবরাহ করা হয়। তাই ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো সংস্করণ ব্যবহার করতে পারেন।

উবুন্টুর সর্বশেষ সংস্করণ ১১.১০ অবমুক্ত হওয়ার পর এখন জল্পনা-কল্পনা চলছে পরবর্তী সংস্করণ ১২.০৪ ঘিরে। কেননা ১২.০৪ হচ্ছে উবুন্টুর এলটিএস রিলিজ। উল্লেখ্য, এলটিএস হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি টার্ম সাপোর্টের সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রতি ছয় মাস পরপর উবুন্টুর যে সংস্করণগুলো বের হয় সেগুলোতে পরবর্তী ১৮ মাস পর্যন্ত সিকিউরিটি সংক্রান্ত আপডেট দেয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিরাপত্তার স্বার্থেই ১৮ মাসের পর ব্যবহারকারীকে পরবর্তী সংস্করণে আপগ্রেড করতে হয়। কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের কমপিউটারে প্রতি ১৮ মাস পরপর নতুন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা বেশ ঝামেলার কাজ। এ জন্য এলটিএস রিলিজগুলোতে ক্যানোনিক্যাল ৫ বছর পর্যন্ত টানা সিকিউরিটি আপডেট দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ এলটিএস রিলিজ ১০.০৪ পর্যন্ত ডেস্কটপ কমপিউটারে ৩ বছর এবং সার্ভারে ৫ বছর পর্যন্ত সাপোর্ট দেয়া হয়েছিল।

তবে আগামী এলটিএস রিলিজ থেকে ডেস্কটপ ও সার্ভার দুটোতেই ৫ বছর পর্যন্ত সাপোর্ট দেয়া হবে। দুই বছর পরপর অবমুক্ত হওয়া এলটিএস রিলিজগুলোর জন্য আলাদা কোনো টাকা-পয়সা দিতে হয় না। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রের কমপিউটারের উদ্দেশ্যে এই সংস্করণগুলো তৈরি হয় বলে এলটিএস নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা একটু বেশিই থাকে।

সম্প্রতি ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত উবুন্টু ডেভেলপার সামিট শেষে আগামী এলটিএস রিলিজ ১২.০৪ (কোডনেম 'প্রিসাইজ পেঙ্গুলিন')-এর সম্ভাব্য পরিবর্তন বা আপডেট নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ হয়েছে ওয়েবসাইটে।

৬৪ বিট প্রমোশন

প্রিসাইজ সংস্করণ থেকে শুরু করে উবুন্টু ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেমের ওপর জোর দেবে বলে জানা গেছে। উবুন্টুর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে গেলে ডিফল্ট অবস্থায় ৬৪ বিট সংস্করণটিই ডাউনলোড হবে। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলে ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেমও ডাউনলোড করতে পারবেন বলে জানা গেছে।

৭৫০ মেগাবাইট ডিস্ক সাইজ

উবুন্টুর সাইট থেকে আইএসও ফাইল ডাউনলোড করে তা দিয়েই বুটেবল সিডি, ডিভিডি বা পেনড্রাইভ তৈরি করা হয়ে থাকে। এতদিন এই আইএসও ফাইলের সাইজ ৭০০ মেগাবাইটের নিচে হওয়ায় সিডিতে সহজেই রাইট করে উবুন্টু লাইভ সিডি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তবে ১২.০৪ থেকে আইএসও ফাইলের আকার ৭৫০ মেগাবাইট হতে পারে, যার ফলে হয়তো সিডিতে আর উবুন্টু ধারণ করা সম্ভব হবে না। ডিভিডিতে উবুন্টু বার্ন করতে হবে অথবা পেনড্রাইভে বুটেবল করে তা থেকে উবুন্টু চালাতে হবে।

ইউনিটি গ্রিটার

গ্রিটার হচ্ছে লাইটডিএমের লগইন সিস্টেম। লাইটডিএম ব্যবহারকারীদের দিয়ে সেট করা ওয়ালপেপার ব্যবহার করবে, যা গ্রিটারেও দেয়া হবে। এছাড়া লক স্ক্রিনে শুধু একটি মেসেজবক্স দেখানোর বদলে লাইটডিএমের মাধ্যমে তৈরি ইউনিটি গ্রিটার দেখানো হতে পারে।

ইউনিটি গ্রিটারের ফলে নতুন নতুন থিম উইজেট যুক্ত করা হবে। এছাড়া লগইন বক্সকে উবুন্টু ১১.১০-এ আসা লেন্সের মতো করে তৈরি করা হবে। পাশাপাশি লগইন ও পাসওয়ার্ড সংক্রান্তবিভিন্ন স্ক্রিনে ডিজাইনও উন্নত করা হবে।

লগইন

ডেভেলপার কনফারেন্সে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে ব্যবহারকারী কমপিউটারে লগইন করবেন। প্রস্তাব করা হয়েছিল, ব্যবহারকারী তাদের উবুন্টু ওয়ান অথবা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেই উবুন্টুতে লগইন করতে পারবেন। তবে এই সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি, কেননা এতে বিভিন্ন সমস্যা হয়ে গেছে। যেমন ফেসবুক বা উবুন্টু ওয়ানের ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হলে ব্যবহারকারীকে ওই সময় ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। তবে শেষ মুহূর্তে আবার বিকল্প লগইন ব্যবস্থা হিসেবে ফেসবুক/উবুন্টু ওয়ান এবং লোকাল পাসওয়ার্ডও দেয়া হতে পারে।

উবুন্টু সফটওয়্যার সেন্টার

উবুন্টু সফটওয়্যার সেন্টারকে সম্পূর্ণ রিডিজাইন করা হয়েছে সর্বশেষ সংস্করণ ১১.১০-এ। তবে এখানেই থেমে নেই। জানা গেছে, আগামী এলটিএস রিলিজ প্রিসাইজ পেঙ্গুলিনে এর আরও উন্নতি সাধন করা হবে। বিশেষ করে স্টার্টআপ টাইম বর্তমান ১১.২ সেকেন্ড থেকে কমিয়ে মাত্র ২ সেকেন্ডে করার টার্গেট রয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেভেলপাররা। এছাড়া সফটওয়্যার সেন্টারে একটি চেকবক্স থাকবে যাতে টিকচিহ্ন দিলে নতুন ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো লঞ্চারে যুক্ত হয়ে যাবে।

সিন্যাপটিক প্যাকেজ ম্যানেজারে থাকা আরও বিভিন্ন সুবিধাও উবুন্টু সফটওয়্যার সেন্টারে যোগ করার কাজ চলছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি নতুন কিছু বিভাগও যোগ করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ই-বুক, ভিডিও, ইন্ডিকেটর, লেন্স ইত্যাদি। এছাড়া প্লাগইনসের জন্যও সাপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে বলে ডেভেলপাররা জানিয়েছেন।

রিদমবক্স

ডিফল্ট মিউজিক প্লেয়ার হিসেবে সাম্প্রতিক কিছু সংস্করণে বানশি মিউজিক প্লেয়ার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পারফরম্যান্স ও ইউজার ইন্টারফেস খুবই খারাপ হওয়ায় ডেভেলপারেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রিসাইজ থেকে একে বাদ দেয়ার। তাই উবুন্টু ১২.০৪-এ ডিফল্ট মিউজিক প্লেয়ার হিসেবে ফিরে আসছে রিদমবক্স।

এছাড়া নোট রাখার অ্যাপ্লিকেশন টমবয় নোটসও বাদ দেয়া হচ্ছে নতুন সংস্করণ থেকে। পাশাপাশি পিটিভি ভিডিও এডিটর, গ্লোম সুশি এবং গ্লোম ডকুমেন্টসও বাদ পড়বে প্রিসাইজ থেকে।

উবুন্টুর পাশাপাশি শুবুন্টু ও কুবুন্টুতেও নতুন এই সংস্করণে বেশ কিছু আপডেট আসছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমকেই আগের এলটিএস রিলিজ ১০.০৪ থেকে নতুন একটি রূপ দিতে যাচ্ছে ক্যানোনিক্যাল। বলা বাহুল্য, উবুন্টু ১০.০৪ এলটিএস প্রথম রিলিজ হওয়ার পরও ব্যাপক সাড়া পায়। কেননা ১০.০৪-এর ডিজাইন ছিল এর আগের সংস্করণ ৯.১০ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পারফরম্যান্সও ছিল তুলনামূলক উন্নত। তাই সারা বিশ্বের উবুন্টুপ্রেমীরা এখন ব্যাপক প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় আছেন কখন আলফা, বেটা এবং রিলিজ ক্যান্ডিডেট শেষে অবমুক্ত হবে উবুন্টুর নতুন লং টার্ম সাপোর্ট রিলিজ ১২.০৪ প্রিসাইজ পেঙ্গুলিন।

ফিডব্যাক : sajib@ajsjournal.com

গ্রাফিক্স কার্ডে ডুয়াল ফ্যানের ছোঁয়া

মো: তৌহিদুল ইসলাম

বাজারে প্রতিদিনই নিত্যনতুন গ্রাফিক্স কার্ড আসছে। কিন্তু বেশিরভাগ গ্রাফিক্স কার্ডেই নতুন টেকনোলজির খুব একটা দেখা পাওয়া যায় না। এসব গ্রাফিক্স কার্ডের প্রসেসর ক্লকস্পিড, ওভারক্লকিং ও কুলিং সিস্টেমে খুব একটা তফাৎ পাওয়া যায় না।

ইতোমধ্যেই বাজারে এসেছে আসুসের ম্যাট্রিক্স জিটিএক্স ৫৮০ ও এইচডি ৬৯৭০, গিগাবাইটের জিফোর্স জিটিএক্স ৫৮০ ও ৫৬০ টিআই, এমএসআইর এন ৫৬০ টিএক্স ও এন ৫৮০ জিটিএক্স এবং এক্সএফএক্সের ৬৯৫০। এসব কার্ডে ব্যবহার হয়েছে ডুয়াল ফ্যান। সব কার্ডের মধ্যে আসুসের এইচডি ৬৯৭০ কার্ডের প্রসেসর স্পিড সবচেয়ে বেশি। এ কার্ডের ক্লকস্পিড ৮৯০ মেগাহার্টজ। অন্যদিকে আসুস মার্স-২ ও এমএসআইর ৫৮০ জিটিএক্সের মেমরি অন্যান্য কার্ডের তুলনায় বেশি। এ দু'টি কার্ডের মেমরি ৩ গিগাবাইট। তবে দাম ও টেকনোলজির দিক দিয়ে এগিয়ে আছে এক্সএফএক্সের ৬৯৫০ ডিডি কার্ডটি।

এক্সএফএক্সের ৬৯৫০ কার্ডটিতে যুক্ত হয়েছে নতুন ডুয়াল ডিজিপেশন টেকনোলজি। যদিও ৬৯৫০-এর আগে ৬৭৭০ মডেলের একটি কার্ড বাজারে ছেড়েছিল কোম্পানিটি। কিন্তু ওই কার্ডেও এ টেকনোলজি যুক্ত ছিল না। XXX-এর পর এবার DD-এর ছোঁয়া লেগেছে গ্রাফিক্স কার্ডে। যদিও আগে X-এর ব্যবহার ছিল ভিডিও সিডি রমে। যে কারণে X সম্পর্কে অনেক ব্যবহারকারী অবগত। X দিয়ে বোঝানো হয় গতি। কিন্তু DD-এর ব্যবহার এই প্রথম। DD দিয়ে বোঝানো হয় ডুয়াল ডিজিপেশন। যেসব কার্ডে দুটি ফ্যান ব্যবহার হচ্ছে সেসব কার্ডের নামের শেষে DD বা DF (ডুয়াল ফ্যান) লেখা থাকে। যে কার্ডগুলোতে শুধু ওভারক্লকিং করা যায় সেগুলোতে X লেখা থাকে। আর ওভারক্লকিং ও ডুয়াল ফ্যান ব্যবহার হলে মডেল নাম্বারে X ও DD/DF লেখা থাকে।

ডুয়াল ডিজিপেশন টেকনোলজি কী? গত সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছিল ওয়াটারকুলার সম্পর্কে। ওয়াটারকুলারে তাপ পরিবহনের জন্য কপারের অনেক পাইপ ব্যবহার করা হয়। সে ধরনের কপারের তিনটি পাইপ ব্যবহার হয়েছে ৬৯৫০ গ্রাফিক্স কার্ডে। পাইপগুলো সরাসরি জিপিইউর প্রসেসরের সাথে লাগানো থাকে। এ পাইপগুলোর কাজ হলো প্রসেসরের অভ্যন্তরীণ তাপকে দ্রুত শোষণ করে বাইরে নিয়ে আসা। প্রতিটি ৭ মি.মি.র পাইপ যখন তাপকে বাইরে নিয়ে আসে তখন ফ্যান সেই তাপকে দ্রুত ঠান্ডা করে।

এক্সএফএক্সের টেকনিক্যাল মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েট মার্কের মতে, 'আমরা এমনভাবে হিট পাইপগুলো ডিজাইন করেছি যেন খুব দ্রুততার সাথে হিটপাইপগুলো তাপ সরাতে সক্ষম হয়।' যাকে আমরা থার্মাল মিডলম্যান বলতে পারি। এখানে যুক্ত দুটি ফ্যান একে অন্যের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে চলে। ফলে সর্বোচ্চ ৩২০০ আরপিএম গতিতে চলা পাখাগুলো তাপের সাথে সাথে নিজেদের গতি পরিবর্তন করে। এত বেশি গতিতে চলা সত্ত্বেও কোম্পানিটির দাবি তাদের কার্ড থেকে সর্বোচ্চ ৪৫ ডেসিবেল নয়েজ তৈরি হয়। যদিও KitGuru.com ওয়েবসাইটে তাদের এ কার্ডের সর্বোচ্চ নয়েজ ৩৫ ডেসিবেল পাওয়া যায়। বায়ু চলাচলের জন্য এ কার্ডের গ্রিলকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা ৩০ ভাগ বেশি বাতাস প্রবাহ করতে সক্ষম। আর এ কারণেই অন্যান্য কার্ডের তুলনায় (যেসব কার্ডে গ্রিল নেই) এ কার্ডের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সে. কম থাকে।

এ কার্ডে যুক্ত হয়েছে আই ফাইনিটি টেকনোলজি। ব্যাক প্যানেল দেখলেই তা বোঝা যাবে। এতে আছে দুটি ডিভিআই, দুটি মিনি ডিসপ্লে ও একটি এইচডিএমআই পোর্ট। ফলে দুটি ডিভিআই বা দুটি মিনি ডিসপ্লে ব্যবহার করে একই সাথে ছয়টি মনিটরে ছবি দেখা যায়। এতে ব্যবহার হয়েছে GDDR5 দুই গিগাবাইট র‌্যাম। ফলে বেশি রেজ্যুলেশনে ছবি প্রদর্শনে কোনো সমস্যা হয় না। এমনকি ছয়টি মনিটরে যখন বড় কোনো ছবি প্রদর্শিত হয়, তখনও এটি উচ্চ রেজ্যুলেশন দেয়। ফলে ছবি অনেক জীবন্ত মনে হবে। এর প্রসেসর স্পিড ৮০০ মেগাহার্টজ হলেও এটি একত্রে ১৪০৮টি স্ট্রিম প্রসেস করতে পারে।

এ কার্ডে যুক্ত হওয়া এইচডি থ্রিডি প্রযুক্তি একটি নব সংযোজন। এই থ্রিডি প্রযুক্তির জন্য একটি থার্ডপার্টি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। সফটওয়্যার ভিউয়ারের ডান ও বাম চোখ অনুযায়ী একটি ছবির ফ্রেমকে থ্রিডিতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তন করা ছবির ফ্রেম তারপর জমা রাখে কোয়ার্ড বাফারে, যা এইচডি থ্রিডি টেকনোলজির একটি অংশ। সর্বশেষ দুটি ছবিকে একত্র করে বাম ও ডান চোখ অনুযায়ী প্রদর্শন করা হয়।

যদিও এ কার্ডের দুটি ভার্সন বের করা হয়েছে। একটি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন ও অন্যটি XXX এডিশন। স্ট্যান্ডার্ড এডিশনে ডুয়াল ডিজিপেশন টেকনোলজি যুক্ত হলেও ওভারক্লকিং সুবিধা ছিল না। আর XXX এডিশনে ওভারক্লকি ও DD দুটোই যুক্ত হয়েছে। মার্কের মতে, 'অন্যান্য সমসাময়িক কার্ডের তুলনায় এ কার্ডের বিদ্যুৎ খরচ কম। এমনকি যখন এটি সর্বোচ্চ ব্যবহারে সীমায় অবস্থান করে।' মার্ক আরো বলেন, 'একটি ফ্যান দিয়ে যদিও প্রসেসর ঠান্ডা রাখা যায়। কিন্তু মেমরি ও পিসিবি কি হবে। কারণ প্রসেসরের উৎপন্ন তাপ মেমরি ও পিসিবিকে আক্রমণ করে। ফলে ধীরে ধীরে পিসিবিতে আঁকা ছোট যন্ত্রাংশগুলোর কার্যক্ষমতা কমে যায়।'

যদিও সামগ্রিক পারফরম্যান্সের দিক দিয়ে এখনও এনভিডিয়ার জিটিএক্স ৫৬০ টিআই কার্ডটি এগিয়ে আছে। তথাপি দামের দিক ও অন্যান্য পারফরম্যান্সের কথা চিন্তা করলে এক্সএফএক্সের এই মডেলটিও ইতোমধ্যে অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাই যারা হার্ড গেমার মাল্টিপ্লেয়ার সাপোর্ট খুঁজছেন, কিংবা যারা নতুন গ্রাফিক্স কার্ড কিনবেন তাদের জন্য কার্ডটি ভালো হবে।

ফিডব্যাক : *mtitohid@yahoo.com*

ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান

প্রকৌশলী মর্তুজা আশীষ আহমেদ

আমরা যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করি, তারা কখনো ড্রাইভার সমস্যায় পড়িনি একথা বলা যাবে না। উইন্ডোজের ড্রাইভার সমস্যা একটি বড় সমস্যা। কারণ সঠিক ড্রাইভারটি খুঁজে পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট ডিভাইস ঠিকমতো কাজ করবে অথবা একেবারেই কাজ করবে না। সাধারণত কমপিউটারের যেকোনো ডিভাইস কেনা হলে তার সাথে সিডি বা ডিভিডিতে করে ড্রাইভার দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কোনো কারণে তা হারিয়ে গেলে অথবা অপারেটিং সিস্টেম পরিবর্তন করার ফলে যদি আগের ড্রাইভার কাজ না করে তাহলেই সমস্যার শুরু।

ড্রাইভার সমস্যা নানা কারণে হতে পারে। অনেক সময় হার্ডওয়্যারের কারণেও হয়। কোনো ডিভাইসের নির্দিষ্ট অংশ ঠিকমতো কাজ না করলেও ড্রাইভার নিয়ে সমস্যা হয়। সফটওয়্যারের কারণে বা ড্রাইভারের যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়, তা বেশিরভাগ সময় ড্রাইভার রোল ব্যাক করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। ডিভাইস ড্রাইভার আসলে কিছু ইনস্ট্রাকশন সেটের বাইরে আর কিছুই নয়। কোনো ডিভাইস কিভাবে চলবে তা নির্ধারিত হয় এসব ড্রাইভারের মাধ্যমে। ড্রাইভার আপডেট করতে গেলে প্রায়ই সমস্যা হয়, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল ড্রাইভার সিলেক্ট করার কারণে ডিভাইস কাজ করে না।

এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রত্যেকটি ডিভাইসের ড্রাইভার আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা জরুরি। অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সাথে হালনাগাদ করা ড্রাইভার ইন্টারনেট থেকে নিয়মিত ডাউনলোড করে রাখলে প্রয়োজনের সময় বিপদে পড়তে হবে না। কিন্তু এমন যদি হয় যে ডিভাইসের মডেল নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না বা ঠিক কোন ড্রাইভারটি সঠিক তা বের করা যাচ্ছে না তাহলে ডিভাইসটি অকার্যকর অবস্থায় থাকবে। খুব বেশি সমস্যা হয় যখন ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম থেকে ৬৪ বিটের অপারেটিং সিস্টেমে পরিবর্তন করা হয়।

উইন্ডোজ এক্সপি, ভিসতা বা উইন্ডোজ সেভেনে এই সমস্যার বেশ ভালো সমাধান আছে। এসব অপারেটিং সিস্টেমে অটোমেটিক আপডেট নামে একটি অপশন আছে, যেগুলো এনাবল করা থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যেকটি ডিভাইসের ড্রাইভার আপডেট হয়ে যায়। লিনআক্সের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তবে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা আছে। শুধু লাইসেন্সড অপারেটিং সিস্টেমেই এই সুবিধা পাওয়া যায়।

যেসব ব্যবহারকারী লাইসেন্স করা অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করছেন না তাদের জন্য এই সুবিধা কাজে লাগানো যাবে না। বিকল্প কিছু থার্ড পার্টি সফটওয়্যার আছে, যেগুলো নিজে থেকেই আপডেটেড ড্রাইভার সিস্টেমের জন্য নির্বাচন করবে এবং যা ওয়েব থেকে ডাউনলোড ও ইনস্টল করবে। এ ধরনের সফটওয়্যার বেশ কার্যকর। এমনকি সিস্টেমের বায়োস আপডেটের জন্যও এসব থার্ড পার্টি সফটওয়্যার কাজ করে থাকে।

যদি এমন হয়, যে কারো ডিভাইস ড্রাইভার আছে এবং তা কাজ করছে বলে আপডেটেড ড্রাইভার প্রয়োজন নেই ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। আপডেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে ডিভাইসের পারফরম্যান্সের প্রভাব পড়ে। সাধারণত একেবারে হালনাগাদ করা ডিভাইস ড্রাইভার প্রতিটি ডিভাইসে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স দেয়।

এমন দুটি সফটওয়্যার হচ্ছে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান এবং ড্রাইভার ডিটেক্টিভ। তবে এসব সফটওয়্যার কোনোটিই কিন্তু ফ্রি নয়। তবে অনেক পুরনো কোনো ডিভাইসের ড্রাইভার বের করার জন্য এসব সফটওয়্যার বেশ ভালো কাজে দেয়। এই লেখায় আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান কাজ করে।

ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান

ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান প্রতিটি ডিভাইসের সঠিক ড্রাইভার খুঁজে বের করতে ও তা ইনস্টল করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। www. driver-magician.com এই ওয়েবসাইট থেকে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান সফটওয়্যার ডাউনলোড করা যাবে। প্রথমেই এই সফটওয়্যারের ফিচারগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ফিচার

০১. সর্বমোট চারটি মোডে এই সফটওয়্যার ডিভাইস ড্রাইভারের ব্যাকআপ নিতে পারে।

০২. খুব সহজেই ড্রাইভার রোল ব্যাক করা বা পুরনো ড্রাইভারে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

০৩. নিজে থেকেই ড্রাইভার আপডেট করতে পারে যাতে করে সিস্টেমের পারফরম্যান্স ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

০৪. খুব সহজেই ডিভাইসের ড্রাইভার আনইনস্টল করা যায়।

০৫. ডিভাইস ড্রাইভারের লাইভ আপডেটের ব্যবস্থা আছে।

০৬. পুরোপুরি অজানা ডিভাইসকে খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারে।

০৭. সিস্টেমের ডেস্কটপ ও মাই ডকুমেন্টস ফোল্ডার খুব সহজেই ব্যাকআপ নিতে পারে।

০৮. খুব সহজেই ব্যাকআপ নেয়া ফাইল ও ফোল্ডার রিস্টোর করতে পারে। ব্যাকআপ নেয়ার জন্য ফোল্ডার সিলেক্ট করে দিতে হয়। তাহলেই নিজে থেকেই ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান ব্যাকআপ নিয়ে নেবে।

০৯. নতুন করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার জন্য ড্রাইভারগুলোর ক্লোন করে রাখা যায়, যাতে পরবর্তী সেটআপের সময় ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান ইনস্টল না করেই কাজ করা যায় এবং এই ক্লোন এক্সিকিউটেবল ফাইল হিসেবে সেভ করে রেখে দেয়া যায়। শুধুই এক্সিকিউটেবল ফাইল নয়, ইনস্টলেশন শিল্ড উইজার্ড হিসেবেও ড্রাইভার সংরক্ষণ করা যায়।

এই সফটওয়্যারের ওয়েবসাইট থেকে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান ডাউনলোড করার পর তা ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল করার পর তা চালু করলে নতুন ড্রাইভার খোঁজা, ড্রাইভার আপডেট, ড্রাইভার রিস্টোর, লাইভ আপডেট প্রভৃতি অপশনগুলো পাওয়া যাবে। অজানা ডিভাইসের ড্রাইভার খুঁজে বের করার জন্য লাইভ আপডেট করে নিতে হবে। তারপর টুল মেনু থেকে ডিটেক্ট আননোন ডিভাইস সিলেক্ট করে দিলে ড্রাইভারের ডাটাবেজ থেকে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান নিজে নিজেই তার ড্রাইভার খুঁজে বের করবে। তবে মনে রাখতে হবে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান খোলার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রাইট প্রয়োজন পড়বে। যদি সিস্টেমের ইউজার অ্যাডমিন নিজেই হন, তাহলে এই সফটওয়্যার খোলার জন্য কোনো পাসওয়ার্ড লাগবে না।

তবে এই সফটওয়্যার যাতে ঠিকমতো কাজ করতে পারে সেজন্য সবার আগে সিস্টেমের ইন্টারনেট সংযোগ থাকা বাধ্যতামূলক। সেই সাথে অন্তত একটি ইন্টারনেট ব্রাউজার থাকতেই হবে। তা না হলে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান কাজ করবে না। কারণ কোনো ড্রাইভার ইন্টারনেট থেকে খুঁজে পেলে তা ম্যানুয়ালি ব্যবহারকারীকেই ডাউনলোড করতে হবে। শুধু লিঙ্কটা দেখিয়ে দেবে ড্রাইভার ম্যাজিশিয়ান।

ফিডব্যাক : mortuzaashish@yahoo.com

জলবায়ু পরিবর্তন

সতর্ক করবে দানব রোবট সাপ

সুমন ইসলাম

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে এখন সারা বিশ্বেই কাজ চলছে। সবাই এটা নিবিড় উপলব্ধি করতে পারছেন যে, পৃথিবীতে বাস করতে হলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে ভাবনার কোনো বিকল্প নেই। তাই বলে শুধু ভাবনাই যথেষ্ট নয়। নিতে হবে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোকেও। বিশ্ব নেতারা সবাইকে একত্রীকরণের কাজটি করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে বসে নেই প্রযুক্তিবিদরাও। তারাও তাদের অবস্থান থেকে রাখার চেষ্টা করছেন অনবদ্য ভূমিকা।

এরই ধারাবাহিকতায় কয়েকজন শিল্পী ও প্রকৌশলী উদ্যোগ নিয়েছেন ৩৫ ফুট দীর্ঘ একটি দানব রোবট সাপ তৈরি করার। এই সাপের কাজ হবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়াসম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা। এককথায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। দানব রোবট সাপটি হবে একটি টাইটানোবোয়া সাপ। এই সাপ ৬ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত। এদের দৈর্ঘ্য ছিল ৫ ফুট এবং ওজন ১ টন।

ইউএআরটি দল বিষয়টি ব্যাখ্যা করে জানায়, ওই দানব ইলেকট্রোম্যাকানিক্যাল সাপটি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে এবং মানুষের মধ্যে ভয় ও আশার সঞ্চার করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঠিক কী ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের পড়তে হবে, ওই সাপ সেটিই তুলে ধরবে। দূর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিতে পরিচালিত হবে ওই রোবট সাপ। এটি চারটি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে। জীবন্ত সাপের মতো এটি এঁকে-বেঁকে পথ চলবে। পাশাপাশি এটির দেহে ঢেউ খেলবে এবং ফুলে উঠবে। যেকেউ এর পিঠে উঠে বসতে পারবে। ছোবল দেয়ার ভয় নেই। মেরুদণ্ডে রয়েছে ৩০টি ভাগ এবং এগুলো শক্তিশালী অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। রয়েছে একটি বড় মাথা। সাপটি বিদ্যুৎ পাবে লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি সিস্টেম থেকে। রোবটের রয়েছে এক জোড়া অ্যানিমেটেড চোয়াল। একে আরো আকর্ষণীয় তথা আবেদনময়ী করতে প্রকল্প দলের কর্মীরা পুরো সাপটিকে ধাতব পদার্থ দিয়ে মুড়ে দেয়ার কথা ভাবছেন।

রোবট মেরু ভল্লুক : ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা লোকের অভাব নেই। এটি একটি রোগ বিশেষ। দীর্ঘমেয়াদে এই রোগ নিশ্চয়ই কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই চিকিৎসকেরা বিষয়টি নিরাময়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। এদিকে প্রযুক্তিবিদরা উদ্ভাবন করেছেন একটি রোবটিক মেরু ভল্লুক। এই রোবট নাক ডাকা লোকদের সহায়তা করতে পারবে। গত মাসে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল রোবট এক্সিবিশন তথা আইআরইএক্সে এই চমৎকার ভল্লুকটি প্রদর্শন করা হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে জুকুসুই-কুন। জাপানি ভাষায় এর অর্থ গভীর ঘুম।

রোবট ভল্লুকটির আকৃতি বালিশের মতো। এর ভেতরে রয়েছে স্পর্শকাতর বহু যন্ত্রপাতি। বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। টোকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এই মেরু ভল্লুক তথা রোবট বালিশ উদ্ভাবন করেছেন। তাদের লক্ষ্য হলো নাক ডাকাদের এবং যারা নাক ডাকার জটিলতা থেকে রক্ষা পেতে চান তাদের সাহায্য করা।

নাক ডাকার শব্দ প্রতিবারই খুবই জোরে হয়। আর এটা হয় মূলত ঘুমানোর সময় শোয়ার পজিশন বা অবস্থানগত কারণে। বালিশসদৃশ রোবট মেরু ভল্লুকে মাথা রাখলে ভল্লুকটি তার হাত বা পা দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোয়ার পজিশন ঠিক করে দেবে। তাই নাক ডাকার মতো অবস্থা তৈরি হতে পারবে না। নাক ডাকার শুরুতেই ভল্লুকটি আলতোভাবে স্পর্শ করে শোয়ার অবস্থান পরিবর্তনের কাজটি করে দেবে। তাই ওই ব্যক্তির ঘুমে কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটবে না। এটিই নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রথম নাক ডাকা বিরোধী মেশিন। ঘুমের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত হলেই ঘুম ভেঙে যায় কিংবা বিঘ্ন ঘটে। জাপানের ২০ লাখ মানুষ এই সমস্যায় ভুগছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন, রক্তে অক্সিজেন প্রবাহের সাথে ঘুম বিঘ্ন ঘটার সম্পর্ক রয়েছে। তাই ওই রোবটিক বালিশ তথা মেরু ভল্লুক ব্যবহার করে একটি অক্সিজেন মিটার, যা সংযুক্ত থাকে ঘুমন্ত ব্যক্তির হাতে। ঘুমের মধ্যে রক্তে অক্সিজেন প্রবাহ মনিটর করা হয় ওই মিটার দিয়ে। মিটারে যদি অক্সিজেন প্রবাহ কম দেখা যায় তখন ভল্লুক বিশেষ উপায়ে সিগন্যাল পেয়ে যাবে এবং নেবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। নাক ডাকার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ভল্লুকের রয়েছে একটি মাইক্রোফোন।

রক্তে অক্সিজেন প্রবাহ কমার এবং নাক ডাকার শব্দ বাড়তে থাকার সাথে সাথেই জুকুসুই-কুন ধীরে ধীরে তার হাতটি উঠিয়ে ব্রাশ করতে থাকবে ঘুমন্ত ব্যক্তির চেহারায়। এক পর্যায়ে ওই ব্যক্তি না জেগেই তার শোয়ার অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলবে। ফলে বন্ধ হবে নাক ডাকা। এই রোবট ভল্লুক কবে নাগাদ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয়ে বাজারে আসবে তা নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

চুল কাটার রোবট : জাপানের ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্যানাসনিক তৈরি করেছে এমন রোবট যে কি না চুল কেটে দেবে। অর্থাৎ এটি একটি নাপিত রোবট। টোকিওতে অনুষ্ঠিত সিয়াটেক মেলায় এই রোবটের কার্যক্রম দেখানো হয়।

প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান, যারা চুল কাটাতে চান কিংবা চুলের যত্ন নিতে চান, তারা এ রোবটটির কাছে মাথা পেতে দিলেই হবে। দক্ষ কর্মীর মতো চুলের গোড়ায় ম্যাসাজ এবং শ্যাম্পু করার কাজটিও চমৎকারভাবে করে দেবে এ রোবট। ১০টি নয়, রোবটের হাতে রয়েছে ২৪টি আঙুল। এগুলো ব্যবহার করে মাথা ম্যাসাজ এবং সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে সহজেই মাথা ধোয়ার কাজটি করতে পারে সে।

যন্ত্রশিল্পী রোবট : টিওট্রোনিকা নামের একটি রোবট তৈরি করেছেন ইতালির উদ্ভাবক ম্যাটে সুজি। এটি মানুষের চেয়েও দ্রুতগতিতে পিয়ানো বাজাতে পারে। এর হাতে রয়েছে ১৯টি আঙুল। চোখের স্থানে রয়েছে ভিডিও-ক্যামেরা। তাই যন্ত্রশিল্পী টিওট্রোনিকা চারপাশের সবার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। উদ্ভাবক ম্যাটে সুজি বলেন, প্রায় ৪ বছর ধরে এবং ৪ হাজার ৭০০ ডলারেরও বেশি খরচ করে তিনি টিওট্রোনিকাকে তৈরি করেছেন।

মানুষ-রোবট মিলন : আর ৪০ বছর পরই মানুষ ও রোবটের মধ্যে গড়ে উঠবে শারীরিক সম্পর্ক। আর এটা হবে রোবট আর মানুষ একসাথে থাকতে থাকতেই। এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধির ঝুঁকি মোকাবেলায় এ প্রযুক্তিকেই বেছে নেবে মানুষ। গবেষকরা সম্প্রতি এমন আশঙ্কাই ব্যক্ত করছেন।

নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলিংটনের ট্যুরিজম ফিউচারোলজিস্ট ইয়ান ইয়োম্যান জানিয়েছেন, ২০৫০ সাল নাগাদ ট্যুরিজমে স্থান করে নেবে বিভিন্ন ইনডোর ট্যুরিজমভিত্তিক পণ্য। এর মধ্যে রয়েছে রোবো-বার স্টাফ, রঙ পরিবর্তনকারী হোটেল রুম এবং রোবো যৌনকর্মী।

ইয়োম্যান বলেন, ট্যুরিজম ক্ষেত্রে রোবটের ব্যবহার আজকের দিনের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যাবে। কারণ রোবট কম খরচে অধিক কর্মক্ষম এবং সেবাও দিতে পারে নিবিড়।

চিন্তাশীল রোবট : রোবট কাজ করে প্রোগ্রাম ভিত্তিতে। অর্থাৎ যেভাবে প্রোগ্রাম করে দেয়া হয় সেই তথ্যের ভিত্তিতেই রোবট কাজ করে থাকে। মানুষের মতো নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থেকে কাজ করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু এখন সেই দিনের অবসান ঘটতে চলেছে। ভবিষ্যতে এমন রোবট তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে যে কি না পরিচালিত হবে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে। অর্থাৎ মানুষের মতো সেও ভাবনাচিন্তা করে কাজ করবে। সম্প্রতি জাপানের টোকিও রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ওসামু হাসেগাওয়া এমন একটি রোবট তৈরির কাজ শুরু করেছেন। নাম দেয়া হয়েছে সোইন।

ওসামু বলেন, এই রোবট বাস্তবলব্ধ জ্ঞান থেকে কাজ করবে। তার ভেতরেও প্রোগ্রাম থাকবে। কিন্তু সে বাইরের পৃথিবী থেকে শিখে সুষ্ঠুভাবে কাজ করবে বা সমস্যার সমাধান করবে।

ফিডব্যাক : sumonislam7@gmail.com

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার ল্যাপটপের মডেল আসুস কে৪২এফ। প্রসেসর কোর আই থ্রি, ২ গিগাবাইট র‍্যাম ও ৩২০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমার ল্যাপটপ বেশ গরম হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা পরামর্শ দিল ল্যাপটপ কুলার কেনার। কিন্তু কোন ল্যাপটপ কুলার কিনব? সেগুলো ভালো না মন্দ, তা বুঝব কিভাবে? ল্যাপটপ কুলারের দাম কত? আমার ল্যাপটপের আকার ১৪ ইঞ্চি, তাই এ মাপের ভালো কোনো কুলারের নাম ও মডেল জানালে বেশ উপকৃত হব? —শফিক, খুলনা

সমাধান : ল্যাপটপ গরম হবেই, কারণ অনেক ছোট জায়গায় চাপাচাপি করে ডিভাইসগুলো বা হার্ডওয়্যারগুলো লাগানো হয়েছে। এতে পর্যাপ্ত কুলিং সিস্টেম এবং ভেন্টিলেশন সুবিধা থাকে না। ল্যাপটপ বেশি গরম হলে তার যন্ত্রাংশগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। তাই ল্যাপটপের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য ল্যাপটপ কুলার ব্যবহার করা ভালো। ল্যাপটপের পাশ বা পেছন দিয়ে যেখানে কুলিং ফ্যান লাগানো থাকে এবং ভেতরের গরম বাতাস বের হওয়ার জন্য যে ছিদ্র দেয়া থাকে, তা যেনো সবসময় খোলা থাকে। অনেকে বিছানায় ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করেন এবং বাতাস চলাচলের পথ আটকে ফেলেন। তাদের উচিত ল্যাপটপের নিচে বই বা মোটা কিছু দিয়ে ল্যাপটপে কাজ করা। বাজারে বেশ কিছু ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কুলার রয়েছে। চীন থেকে আমদানি করা কিছু কম দামি ল্যাপটপ কুলারও পাওয়া যায়। ভালোমানের ল্যাপটপ কুলার ব্যবহার করা উচিত। তা না হলে তা ভালোর বদলে আরো খারাপ করে দেবে ল্যাপটপ। কারণ এসব কুলার ল্যাপটপ থেকে ইউএসবি পোর্টের সাহায্যে পাওয়ার নিয়ে কুলিং ফ্যান চালায়। তাই কুলার কেনার আগে পোর্ট ভালো করে দেখে নেবেন এবং তা চালু করে দেখে নেবেন ফ্যান ঠিকমতো ঘোরে কি না। বাজারের সেরা ল্যাপটপ কুলার ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে বেলকিন, ভিশন, জিনিয়াস ইত্যাদি। কুলারগুলোর দাম ৫শ' থেকে ২ হাজার টাকার মতো হতে পারে। কুলিং ফ্যান ছাড়াও রয়েছে লিকুইড ক্রিস্টাল কুলিং সিস্টেম, কিন্তু তার দাম কিছুটা বেশি।

সমস্যা : আমি গেমিং ল্যাপটপ কিনতে চাই। আমার বাজেট ১ লাখ টাকা। আমি নতুন সব ধরনের গেম হাই ডিটেইলসে খেলতে চাই। ল্যাপটপের কনফিগারেশন কত হলে নতুন গেমগুলো ভালোভাবে এতে চলবে। কোন ব্র্যান্ডের গেমিং ল্যাপটপ ভালো? গেমিং ল্যাপটপ কেনাটা বেশি ভালো হবে নাকি গেমিং পিসি কেনাটা ভালো হবে? এ ব্যাপারে ঝুটঝামেলা টিমের কাছে পরামর্শ চাই।

—রায়হান, রামপুরা

সমাধান : বাজারে বেশ কিছু ব্র্যান্ডের গেমিং ল্যাপটপ রয়েছে তার দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই অরিজিনাল গেমিং ল্যাপটপ মডেলের মোডিফাইড ভার্সন। এগুলোর মান কতটুকু ভালো, তা সঠিক করে বলা যাচ্ছে না। দেশের বাইরে থেকে আনতে পারলে ভালো, তবে সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি পাবেন না এ কথাটি খেয়াল রাখবেন। কোর আই ফাইভ বা কোর আই সেভেনযুক্ত বেশ কিছু ল্যাপটপ বাজারে পাওয়া যাবে। সব দোকানে এগুলো পাবেন না। কিছু কিছু দোকানে এগুলো রাখা হয়। যদি না পান, তবে বিক্রেতার সাথে কথা বলে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে প্রি-অর্ডার করে তা বাইরে থেকে আনতে পারেন। অনেকে শখ করে গেমিং ল্যাপটপ কিনে থাকেন। ল্যাপটপে গেম ভালো চলে না, তা নয়। ডেস্কটপ যেরকম করে গেম খেলা যায়, তা ল্যাপটপে সম্ভব নয়। ল্যাপটপের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে বহনযোগ্যতা। কিন্তু গেমিং ল্যাপটপের ওজন প্রায় ৭-৮ কেজি হয়ে থাকে। তাই তা বহন করাটা কষ্টকর। ল্যাপটপের আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে ব্যাটারি ব্যাকআপ। গেমিং ল্যাপটপ গেম খেলার সময় অনেক রিসোর্স দখল করে, তাই অফলাইনে থাকা অবস্থায় ব্যাটারির পাওয়ার অনেক তাড়াতাড়ি খরচ হয়। বেশ যত্নও করতে হয় এসব ল্যাপটপের। তাই নিজেই বুঝতে পারছেন ল্যাপটপ নাকি ডেস্কটপ বেশি সুবিধাজনক গেম খেলার জন্য। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে গেমিং ল্যাপটপের দামে অনেক হাই কনফিগারেশনের পিসি কেনা যাবে, যা দিয়ে আরো ভালো গেমিং এক্সপেরিয়েন্স পাওয়া যাবে।

সমস্যা : আমি বাংলা লেখার জন্য অভ্র বাংলা ব্যবহার করি। কিন্তু যখনই বাংলা মোডে লিখতে চাই, তখনই ডিফল্ট ফন্ট হিসেবে ভ্রিন্দা ফন্টে বাংলা লেখা হয়। তা আবার বদল করে সিয়াম রূপালিতে নিতে হয়। এমন কোনো উপায় আছে কি যাতে ভ্রিন্দা ফন্টের বদলে সিয়াম রূপালি ডিফল্ট করে দেয়া যায় এবং বাংলা মোডে লেখা শুরু করলে সিয়াম রূপালিতে লেখা হয়?

সমাধান : নির্দিষ্ট কোনো বাংলা ইউনিকোড ফন্টকে ডিফল্ট করার জন্য ভ্রিন্দা ফন্টটির বদলে পছন্দের ফন্ট দিতে হবে। এ কাজ করার জন্য একটি ছোট প্রোগ্রাম রয়েছে, যার নাম ফন্ট ফিক্সার। ওমিক্রনল্যাবের ওয়েবসাইট থেকে এ প্রোগ্রামটি ডাউনলোড করতে পারবেন বিনামূল্যে। ডাউনলোড লিঙ্কটি হচ্ছে— http ://www.omicronlab.com/tools/font-fixer.html। প্রোগ্রামটি চালু করলে পিসিতে ইনস্টল করা ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা ফন্টগুলোর তালিকা এলে সেখান থেকে পছন্দের ফন্টটি সিলেক্ট করে ফিক্স ইট বাটনে ক্লিক করলেই ভ্রিন্দা ফন্টের বদলে নতুন ফন্ট চলে আসবে। এ প্রোগ্রামের ডিফল্ট ফন্ট হচ্ছে সিয়াম রূপালি। ফন্ট ফিক্স করার পর পিসি রিস্টার্ট করতে হবে। এরপর অভ্র দিয়ে বাংলা লেখার সময় বাংলা মোড অন করলেই তা সিলেক্ট করে দেয়া ফন্টে লেখা হবে। তবে বাংলা লেখার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউনিকোডভিত্তিক ফন্ট হচ্ছে সোলায়মানলিপি। এ ছাড়া আরো রয়েছে— কালপুরুষ, আপনালোহিত, আদর্শলিপি, বেগেন, বেঙ্গেন হ্যান্ডরাইটিং, নিকস, একুশে আজাদ, একুশে দুর্গা, একুশে সরস্বতী, একুশে পূজা, একুশে সুমিত, একুশে পুনর্ভবা, একুশে শরিফা, একুশে গোধূলি, লিখন, রূপালি, আকাশ, সাগর, মিত্রা মনো, মুক্তি, লোহিত ইত্যাদি আরো অনেক ফন্ট। সব ফন্ট ওমিক্রনল্যাবের ওয়েবসাইট থেকে নামিয়ে নেয়া যাবে।

সমস্যা : আমার পিসি কোর টু ডুয়ো ২.৫৩ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম, এটিআই র‍্যাডেওন এইচডি ৫৭৫০ গ্রাফিক্স কার্ড এবং ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমি পিসিতে ডার্ট ৩ গেমটি ইনস্টল করেছি এবং তা ঠিকমতো ইনস্টল হয়েছে। এরপর ডিস্কে দেয়া ক্র্যাকফাইল ঠিকমতো কপি করে দিলাম, কিন্তু তারপরও গেমটি চলছে না। গেম চালু করলে তা চালু হয় না। শর্টকাট বা গেম চালু করার ফাইলে ক্লিক করলে মাউসে বিজি সাইন আসে, কিন্তু গেম চালু হয় না। কোনো ধরনের এরর মেসেজও দেখায় না। আমি উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট ৩২ বিট ব্যবহার করি। গেমের ডিস্কে সমস্যা না পিসিতে সমস্যা, তা বুঝতে পারছি না। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটির সমাধান দিলে খুব খুশি হব।

—রেদন, ঢাকা

সমাধান : গেমটি খেলার জন্য পিসি কনফিগারেশন যথেষ্ট, তাই পিসির কোনো সমস্যা নেই। গেমটি চালানোর জন্য গেমস ফর উইন্ডোজ-লাইভ নামের সফটওয়্যারটি লাগে। সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা না থাকলে এ সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নিন। ডিরেক্টএক্স ও গ্রাফিক্স ড্রাইভার আপডেট করে নিন।

সমস্যা : এলসিডি মনিটরের ক্ষেত্রে রেসপন্স টাইম কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তা কতটুকু হলে ভালো হয়? আমি ২২ ইঞ্চি আকারের একটি এলইডি এলসিডি মনিটর কিনতে চাইছি। কোন মনিটরটি ভালো হবে?

—মোহাম্মদ সেলিম, নারায়ণগঞ্জ

সমাধান : সাধারণ ইউজারদের জন্য রেসপন্স টাইম অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। রেসপন্স টাইম যত কম হবে, তত ভালো। সাধারণ ইউজারদের জন্য তা ৫ মিলিসেকেন্ড হলে ভালো। গেমারদের জন্য তা ২ মিলিসেকেন্ড বা তার চেয়ে কম হলে ভালো হয়। কারণ, অ্যাকশন গেম বা শুটিং গেম খেলার সময় ঘোস্টিং ইফেক্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রেসপন্স টাইমের প্রয়োজন পড়ে। এক দৃশ্য থেকে আরেক দৃশ্য যখন খুব দ্রুত বদলে যায়, তখন আগের দৃশ্যের ছায়া পরবর্তী দৃশ্যে দেখা দেয় এবং তা আবছা কালো দেখায়। গেমারদের ক্ষেত্রে তা গেম খেলার সময় সমস্যার সৃষ্টি করে। বাজারের বেশিরভাগ মনিটরে এখন রেসপন্স টাইম ৫ মিলিসেকেন্ডের কম দেয়া হচ্ছে। মনিটরের ব্র্যান্ড ও ডিজাইন যেটি পছন্দ হয়, সেটি কিনে নিতে পারেন। কারণ, প্রতিযোগিতার এ বাজারে কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ডিসপ্লেতে রাখা মনিটরগুলোর পিকচার ►

কোয়ালিটি বা ভিডিও প্লেব্যাক দেখে যেটি আপনার কাছে ভালো লাগে, সেটি কিনে নিতে পারেন।

সমস্যা : কিছুদিন আগে আমার গুগল অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাতে ঢুকতে পারছিলাম না। কিন্তু সেকেন্ডারি মেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে গুগলের সাহায্যে আমি আবার আমার গুগল অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করতে পেরেছি। আমি ৯ অক্ষরের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছি এবং তা শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তারপরও কিভাবে তা হ্যাক হলো। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সমস্যায় না পড়তে হয়, সে জন্য কী করা যায়? পাসওয়ার্ড কিভাবে আরো শক্তিশালী করা যায়?

–শিহাব, ময়মনসিংহ

সমাধান : মেইল অ্যাকাউন্ট ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে অনেকেই ভুগছেন। এ ব্যাপারটি বেড়ে গেছে। কারণ, সবাই খুব সহজ পাসওয়ার্ড বা কমন কিছু পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন, যা সহজেই হ্যাকাররা অনুমান করতে পারেন। অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং রোধ করার জন্য মেইল সার্ভিস বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো কিছুটা তৎপর হয়েছে এবং কিছু নতুন সিকিউরিটি অপশন যোগ করছে যাদের সার্ভিসের সাথে। তাদের সিকিউরিটি সার্ভিসগুলো ব্যবহার করে কিছুটা সুরক্ষা পেতে পারেন। পাসওয়ার্ড শক্তিশালী করার জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে– ০১. পাসওয়ার্ড ৮ অক্ষরের নিচে ব্যবহার না করা, ০২. দশ অক্ষরের ওপরে হলে ভালো হয়, ০৩. বড় হাতের অক্ষর ও ছোট হাতের অক্ষর মিলিয়ে পাসওয়ার্ড দেয়া ভালো, ০৪. অক্ষরের পাশাপাশি সংখ্যা ব্যবহার করে তা আরো জোরদার করা যায়, ০৫. শুধু সংখ্যায় পাসওয়ার্ড না দেয়া, ০৬. একই অক্ষর বা সংখ্যার পুনরাবৃত্তি না করা, ০৭. অক্ষর ও সংখ্যার সাথে সিম্বল ব্যবহার করলে পাসওয়ার্ড অনেক শক্তিশালী হয়, ০৮. নিজের নাম বা প্রিয়জনের নামে পাসওয়ার্ড না দেয়া, ০৯. কোনো ফোন নাম্বার বা জন্মদিনের তারিখ দিয়ে পাসওয়ার্ড না দেয়া।

সমস্যা : আমি পিসির ফোল্ডার অপশনে গিয়ে হিডেন ফাইল শো করার কমান্ড দেয়া সত্ত্বেও তা দেখা যাচ্ছে না। খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি, কারণ আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্ট রয়েছে, যা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এটা কি ভাইরাস সমস্যা না অন্য কিছু? আমি উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২ ব্যবহার করি।

সমাধান : এক্সপি ইউজারদের এটি খুব সাধারণ একটি সমস্যা। অনেকেই এ সমস্যার জন্য মেইল করেছেন। এ সমস্যা দূর করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয় এবং খুব সহজেই কোনো থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের সাহায্য ছাড়াই তা ঠিক করা যাবে। এ সমস্যার সমাধান দু'ভাবে করা যায়। প্রথমত, মেনু বারের ফোল্ডার অপশন থেকে ভিউ ট্যাবে গিয়ে Display the contents of system folders চেকবক্সটি মার্ক করে দিন, তারপর Hidden files and folders-এর রেডিও বাটন মার্ক করুন এবং Hide file extensions for known file types চেকবক্সটি থেকে টিক চিহ্ন তুলে দিন। Ok করে বের হয়ে আসুন, তারপর দেখুন হিডেন ফাইল দেখা যাচ্ছে কি না।

রেজিস্ট্রি এডিট করেও এ সমস্যা দূর করা যায়। রেজিস্ট্রি এডিট করার জন্য স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে রান অপশনে গিয়ে regedit টাইপ করে এন্টার চাপলে একটি উইন্ডো আসবে। এরপর নেভিগেট করুন HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\ Explorer\ Advanced\Hidden। Hidden-এর ওপর ডাবল ক্লিক করে Value Data বক্সে ১ লিখে ওকে করে দিন। এরপর দেখুন সব ঠিক হয়ে গেছে। প্রয়োজনে একবার পিসি রিস্টার্ট দিয়ে দিন। ভাইরাসজনিত সমস্যা এটি, তাই ভালোমানের অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করুন।

আপনার পিসির রেজিস্ট্রি এডিট করা অপশনও যদি ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে এ পদ্ধতি কাজ করবে না। যদি ভাইরাস দিয়ে রেজিস্ট্রি এডিট ডিজ্যাবল হয়ে যায় তবে তা আবার এনাবল করার জন্য রিমুভ রেস্ট্রিকশন টুল নামের একটি সফটওয়্যার রয়েছে। ভাইরাসের কারণে ডিজ্যাবল হয়ে যাওয়া অনেক অপশন এ ছোট্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে এনাবল করা যায়। ইন্টারনেটে সার্চ করে নামিয়ে নিন এ টুলটি এবং ভালোভাবে পিসিতে সংরক্ষণ করে রাখুন।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন পেন্টিয়াম কোর ১.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম, ৬৪ মেগাবাইট গ্রাফিক্স কার্ড ও ৮০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমি উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহার করি এবং অ্যান্টিভাইরাস হিসেবে অ্যাভাইরা ফ্রি ভার্সন ব্যবহার করি। আমার পিসিতে হঠাৎ করে টাস্ক ম্যানেজার ডিজ্যাবল হয়ে গেছে। এখন আর Ctrl+Alt+Delete চেপে টাস্ক ম্যানেজার আনতে পারছি না। এ সমস্যার সমাধান করব কিভাবে?

–সুমন বড়ুয়া, রাঙ্গামাটি

সমাধান : ট্রোজান গোত্রের একটি ভাইরাস এ সমস্যার সৃষ্টি করে যার ফলে এ সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য স্টার্ট মেনুর রান অপশনে গিয়ে gpedit.msc টাইপ করে এন্টার চাপুন। গ্রুপ পলিসি উইন্ডো এলে সেখানে User Configuration থেকে Administrative Templates→System-এ গিয়ে Ctrl+Alt+Delete options সিলেক্ট করুন, তারপর ডান পাশ থেকে Remove Task Manager-এ ডাবল ক্লিক করুন এবং Disable বাটনে মার্ক করে ওকে চাপুন। এরপর Ctrl+Alt+Delete চেপে দেখুন টাস্ক ম্যানেজার আসে কি না।

সমস্যা : আমি নতুন একটি পিসি কিনতে চাই। আমার অনুমিত পিসি কনফিগারেশন হচ্ছে– ইন্টেল কোর আই সেভেন-২৬০০ ৩.৪ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল ডিএইচ৬৭সিএল-বি৩ মাদারবোর্ড, ৪ গিগাবাইট ডিডিআর৩ ১৩৩৩ বাস স্পিড র‌্যাম, ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ক্যাভিয়ার ব্ল্যাক ৭৫০ গিগাবাইট সাটা ৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড ৬৪ মেগাবাইট ক্যাশ ৭২০০ আরপিএম হার্ডডিস্ক, ২০ ইঞ্চি এইচপি এলইডি এলসিডি মনিটর, এমএসআই এন৫৬০জিটিএক্স টিআই হক এডিশন গ্রাফিক্স কার্ড, সনি ২৪এক্স ডিভিডি রাইটার, কেসি ব্ল্যাকের ৬২৪৬ ক্যাসিং, ডেল্টা ৬৫০ ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, মাইক্রোল্যাব ২:১ এম৫৯০ স্পিকার, প্রোলিঙ্ক ৬৫০ ভিএ ইউপিএস, পারফেক্ট মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড ও অপটিক্যাল মাউস। আমার বাজেট ৮০ হাজার টাকা। আমার বাজেট অনুযায়ী কি পিসি কনফিগারেশন ঠিক আছে কি না জানাবেন।

–রাফেল হোসাইন

সমাধান : বাজেট অনুযায়ী পিসি কনফিগারেশন মোটামুটি ঠিক আছে। কিছুটা দাম বেশি লাগতে পারে। র‌্যাম ১৩৩৩ মেগাহার্টজ বাসস্পিডের বদলে ১৬০০ মেগাহার্টজ গতির নিলে আরো ভালো পারফরম্যান্স পাবেন। ক্যাসিং হিসেবে থার্মালটেকের ভক্কার মডেলটি দেখতে পারেন। স্পিকারের ক্ষেত্রে সারাউন্ড সাউন্ড ভালো করে পেতে ৪.১ বা ৫.১ স্পিকার ব্যবহার করতে পারেন। খরচ বেশি হলে কোর আই সেভেনের বদলে কোর আই ফাইভ সিরিজের ২৫০০ মডেলের প্রসেসর বা এএমডি ফেনম ২ এক্সসিক্স ১১০০টি সিরিজের প্রসেসর দেখতে পারেন। মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে গেমারদের পছন্দের তালিকায় আসুস ও গিগাবাইট বেশি ভোট পেয়ে থাকে, তাই এটিও বিবেচনা করতে পারেন।

সমস্যা : আমার কমপিউটারের কনফিগারেশন এলজিএ১৩৬৬ সকেটের কোর আই সেভেন-৭৬০ প্রসেসর, গিগাবাইট কিলার ম্যাক্সিমার মাদারবোর্ড, র‌্যাম ১৬ গিগাবাইট, স্যামসাং এইচডি২০৪ইউআই এটিএ ২ টেরাবাইট হার্ডডিস্ক, ২ গিগাবাইট ডিডিআর৫ এক্সএফএক্স র‌্যাডেওন ৬৯৭০ গ্রাফিক্স কার্ড, থার্মালটেক টিমার২ আরএক্স ৭৫০ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এবং মনিটর স্যামসাং সাইঙ্ক মাস্টার এসএ৩৫০ ২২ ইঞ্চি এলইডি এলসিডি মনিটর। আমি চার মাস যাচাইবাছাই করার পর এ পিসি কিনেছি (অনেক কমপিউটার জগৎ ম্যাগাজিন ঘাঁটতে হয়েছে এ জন্য)। আমি মূলত ভালোমানের গ্রাফিক্স ডিজাইন, থ্রিডি অ্যানিমেশন, সব ধরনের অফিশিয়াল কাজ এবং খুব ভালোমানের গেম চালানোর জন্য এ কনফিগারেশনের জন্য এ পিসি কিনেছি। কিন্তু আমার পিসিতে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাই সমস্যাগুলোর ব্যাপারে কিছু লিখে জানালাম। সমস্যাগুলোর সমাধান দিলে খুব উপকার হবে। আমি উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট ব্যবহার করি এবং ক্যাসপারস্কি আসল রেজিস্টার করা অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করি। আমার পিসির সমস্যাগুলো নিম্নরূপ– ০১. আমি অ্যাডোবি ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর সিএস৫, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৮, বিজয় বায়ান্ন, অ্যাডোবি অ্যাক্রোব্যাট রিডার ও রাইটারে কাজ করে থাকি। মাঝে মাঝে ইলাস্ট্রেটরে কাজ করে ফটোশপে কাজ করতে গেলে স্লো মনে হয়। অ্যাডোবি সফটওয়্যারে বাংলা লিখতে গেলে বিজয়ও অনেক সময় স্লো কাজ করে। ►

পিসি'র ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

কাজে যাতে এ ধরনের সমস্যা না হয় সেজন্য আমার পিসির স্পিড বাড়ানোর জন্য কী করতে পারি। এ ছাড়া পিসিতে আর কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। ০২. পিসি অন হওয়ার পর ২-৩ মিনিট সময় লাগে ডেস্কটপ আসতে এবং কাজের উপযোগী হতে। আডোবি সিএস৫ সিরিজের সফটওয়্যারগুলো আরো দ্রুত রান করার কোনো উপায় আছে কি? ০৩. ক্রাইসিস ২ গেমটি খুব ভালোভাবে খেলে শেষ করেছি, কিন্তু থ্রিডি স্টেরিওস্কোপিক অপশন অফ দেখায়, সেটা অন করতে পারিনি। কিন্তু পুরনো আরেকটি পিসি আছে যার কনফিগারেশন লো, তাতে এ অপশন অন হয়। এটি কি জন্য হচ্ছে? হার্ড রিসেট গেমটি খেলার সময় গ্রাফিক্স ভেঙে ভেঙে আসে অনেকটা মুভি দেখার সময় আটকালে যেমন হয়। গেমের সেটিং কিছুটা এদিক-ওদিক করলে মোটামুটি ভালোই চলে। হার্ড রিসেট ছাড়া আর কোনো গেম তেমন সমস্যা করেনি। ০৪. আমি কিভাবে বুঝব যে আমার গ্রাফিক্স কার্ড ও র‌্যাম পরিপূর্ণভাবে কাজ করছে কি না? সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে, আমার স্যামসাং এলসিডি মনিটর ও থ্রুসি ক্যাসিং (পাওয়ার ট্রুইন গেমিং ক্যাসিং এটিএক্স-পি৪-২০০৮পি মডেল) পরিষ্কার রাখার জন্য কী করতে পারি। —মো: আতিকুর রহমান চৌধুরী

সমাধান : আপনার পিসি কনফিগারেশন যথেষ্ট ভালো। কিন্তু আপনি আপনার র‌্যামের ধরন ও গতি সম্পর্কে ধারণা দেননি এবং অপারেটিং সিস্টেম ৩২ না ৬৪ বিট, তাও উল্লেখ করেননি। প্রসেসর ও র‌্যাম বাড়ালেই পিসির গতি বেড়ে যাবে না, কারণ হার্ডডিস্ক ডাটা ট্রান্সফারের গতি কম। তাই হার্ডডিস্ক তাদের সাথে তাল মেলাতে পারে না। হাই-এন্ড প্রসেসর এবং বেশি মেমরির র‌্যামের সাথে তাল মেলানোর জন্য সবচেয়ে ভালো হার্ডডিস্ক হচ্ছে সলিড স্টেট ড্রাইভ বা এসএসডি হার্ডডিস্ক। এগুলোর দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এগুলোর ধারণক্ষমতা ৩২-৩৬০ গিগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে। ৪০-৮০ গিগাবাইটের একটি এসএসডি হার্ডডিস্ক কিনে তা প্রথম ড্রাইভ হিসেবে কোনো পার্টিশন ছাড়া পুরোটাই উইন্ডোজ ড্রাইভ অর্থাৎ তাতে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে নিন। এতে কমপিউটার চালু হওয়ার গতি অনেক বেড়ে যাবে এবং অন্যান্য কাজও বেশ দ্রুত হবে। এসএসডি পেতে সমস্যা হলে গেমিং সিরিজের কিছু হার্ডডিস্ক রয়েছে যেমন- ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের ক্যাভিয়ার ব্ল্যাক, সিগেটের ব্যারাকুডা, হিটাচির ডেস্কস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

র‌্যামের ক্ষেত্রেও র‌্যামের পরিমাণের ওপরে জোর না দিয়ে র‌্যামের গতির ওপরে নজর দিলে ভালো হতো। ডিডিআর৩ র‌্যামের ক্ষেত্রে র‌্যামের গতি অর্থাৎ বাসস্পিড ১৮৬৬ মেগাহার্টজ পর্যন্ত হতে পারে এবং তা ওভারক্লক করে ২৪০০ মেগাহার্টজ পর্যন্ত উন্নীত করা সম্ভব। বাজারে ১৬০০ মেগাহার্টজের গেমিং র‌্যাম পাওয়া যাচ্ছে এবং এর চেয়ে বেশি ক্ষমতার র‌্যাম চাইলে তা বাইরে থেকে আনিয়ে নিতে হবে। বেশ কিছু বিক্রেতা আছেন, যারা বিদেশ থেকে কয়েকটি করে এ ধরনের এক্সক্লুসিভ পণ্য কিনে এনে তা বিক্রি করেন। সেলবাজার, ক্লিকবিডি, সেপিসিস্টিং ইত্যাদি অনলাইন শপিং মার্কেটে খোঁজ করে এ ধরনের বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। র‌্যামের পরিমাণ ৪ গিগাবাইটের ওপরে হলে অবশ্যই উইন্ডোজ ৬৪ বিট ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে ৪ গিগাবাইটের পরে যে বাকি র‌্যাম থাকবে তা কোনো কাজ করবে না। ৬৪ বিট অপারেটিং সিস্টেম ও ভালো গতি হার্ডডিস্ক ব্যবহার করলে অ্যাডোবির অ্যাপ্লিকেশনগুলোও নির্বিঘ্নে চলবে।

থ্রিডি স্টেরিওস্কোপিক অপশন এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ডে এনাবল হবে, কিন্তু এটিআই রাডেওন সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডে হবে না। আপনার পুরনো পিসিতে হয়তো এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে, তাই তাতে এ অপশনটি এনাবল হয়েছে। হার্ড রিসেট গেমে কিছু বাগ রয়েছে, তাই এ সমস্যা হচ্ছে। গেমটির প্যাচ ডাউনলোড করে নিলে এ সমস্যা থাকবে না। এলসিডি মনিটর পরিষ্কার করার জন্য লিকুইড ক্লিনার পাওয়া যায়, যা স্প্রে করে পাতলা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হয়। বাজারে গিয়ে এলসিডি ক্লিনার খোঁজ করলেই তা পেয়ে যাবেন, যার দাম ১৫০ টাকা। এ একই ক্লিনার দিয়ে ক্যাসিংও পরিষ্কার করতে পারেন। ক্যাসিংয়ের ভেতরে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার জন্য একটি ব্লোয়ার মেশিন কিনে নিতে পারেন। এগুলো ৬০০ ওয়াট ক্ষমতার হয়ে থাকে এবং এগুলোর দাম ৫৫০-৬০০ টাকার মতো।

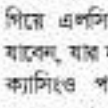

সমস্যা : আমি গিগাবাইটের জিএ-জেড৬৮এমএ-ডি২এইচ-বি৩ মাদারবোর্ড কিনতে চাই। আমি যদি এতে ১৩৩৩ মেগাহার্টজের ডিডিআর৩ র‌্যাম লাগাই তবে কি সম্পূর্ণ পারফরম্যান্স পাব? এ মাদারবোর্ডের সাথে গিগাবাইট রাডেওন এইচডি ৬৮৫০ গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করা যাবে কি? আর এ গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে কি হার্ডকোর গেমিং সম্ভব? আপনার উত্তরের আশায় রইলাম।

—মো: শামস ওয়াদুদ আসীর

সমাধান : ১১৫৫ সকেটের এ মাদারবোর্ডে ইন্টেল কোর আই সিরিজের প্রসেসর চালানোর সুবিধাসহ সর্বোচ্চ ২১৩৩ মেগাহার্টজ বাসস্পিডের র‌্যাম লাগাতে পারবেন। চারটি র‌্যাম স্লটের প্রতিটি ৮ গিগাবাইট করে র‌্যাম লাগিয়ে মেমরির পরিমাণ ৩২ গিগাবাইট পর্যন্ত উন্নীত করতে পারবেন। ১৩৩৩ মেগাহার্টজের বদলে গেমিংয়ের জন্য ১৬০০ মেগাহার্টজের গেমিং র‌্যাম ব্যবহার করাটা ভালো হবে। গ্রাফিক্স কার্ড পুরোপুরিভাবে সাপোর্ট করবে এবং গ্রাফিক্স কার্ডটি নতুন গেমগুলো ভালোভাবে চালানোর জন্য মোটামুটি ভালোই উপযোগী। হার্ডকোর গেমিং সিস্টেমে প্রসেসর ও র‌্যাম ওভার ক্লক করার পাশাপাশি একাধিক গ্রাফিক্স কার্ড লাগিয়ে ক্রসফায়ার বা এসএলআই করা হয়ে থাকে। যদি ভবিষ্যতে ক্রসফায়ার বা এসএলআই করার চিন্তা থাকে তবে দুটি পিসিআই-এক্সপ্রেস স্লট আছে এমন মাদারবোর্ড কিনুন।

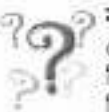

সমস্যা : আমার পিসি হচ্ছে ইন্টেল কোর আই ফাইভ-২৪০০ প্রসেসর, গিগাবাইট জিএ-জেড৬৮এমএ-ডি২এইচ-বি৩ মাদারবোর্ড, একটা ২+২ গিগাবাইট ১৬০০ মেগাহার্টজ ডিডিআর৩ র‌্যাম, ১ টেরাবাইট হার্ডডিস্ক, এক্সএফএক্স এইচডি ৬৭৯০ গ্রাফিক্স কার্ড, এসার ২১.৫ এলইডি এলসিডি মনিটর, গিগাবাইট ক্যাসিং এবং ৬০০ ওয়াট গিগাবাইট পাওয়ার সাপ্লাই। আমার ল্যাপটপ হচ্ছে এসার ৪৭৫৫জি-২৪১৪জি৬৪এমএন। আমি কি গ্রাফিক্স সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ পিসি এবং ল্যাপটপ উভয়েই করতে পারব?

—ইয়াসিন

সমাধান : পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী গ্রাফিক্সের কাজ করার জন্য যেসব অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন তা আপনি ভালোভাবেই চালাতে পারবেন। মডেল অনুযায়ী ল্যাপটপের কনফিগারেশন হচ্ছে ইন্টেলের সেকেন্ড জেনারেশন স্যান্ডিব্রিজ কোর আই ফাইভ-২৪১০এম ২.৩০ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‌্যাম, ৬৪০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক, ১৪ ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং ২ গিগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি৫৪০ গ্রাফিক্স কার্ড। পিসি এবং ল্যাপটপ দুটিতেই আরামে গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবেন। কিন্তু ল্যাপটপের চেয়ে ডেস্কটপে গ্রাফিক্সের কাজ করাটা বেশি ভালো হবে।

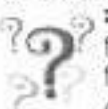

সমস্যা : নতুন গেমগুলোর মধ্যে এখন পিক্সেল শেডার চাওয়া হয়। আমি পিক্সেল শেডারের কারণে অনেক গেম খেলতে পারছি না। আমার গ্রাফিক্স কার্ডের পিক্সেল শেডার ২.০। গ্রাফিক্স কার্ডে পিক্সেল শেডারের ভূমিকা কী?

—আরিফ, গোপীবাগ

সমাধান : পিক্সেল শেডার গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটের একটি অন্যতম অংশ। নতুন গেমগুলো বেশ বাস্তবসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাই শেডের মাধ্যমে প্রতি পিক্সেলে বাস্তবতা এবং উপযুক্ত ইফেক্ট ফুটিয়ে তোলার জন্য পিক্সেল শেডার টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে। মাইক্রোসফটের ডিরেক্ট থ্রিডি ও সিলিকন গ্রাফিক্সের ওপেনজিএল শেডার সাপোর্ট করে। ডিরেক্ট থ্রিডির (ডিরেক্টএক্স) ক্ষেত্রে তা পিক্সেল শেডার, কিন্তু ওপেনজিএলের ক্ষেত্রে পিক্সেলকে ফ্র্যাগমেন্ট হিসেবে অভিহিত করায় এক্ষেত্রে তা ফ্র্যাগমেন্ট শেডার হিসেবে পরিচিত। লাইটিং ইফেক্ট, সারফেস ইফেক্ট এবং কালার, টেক্সচার, শেপ সঠিকভাবে জেনারেট করে তা দিয়ে প্রাণবন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য পিক্সেল শেডারের প্রয়োজন হয়। তাই নতুন গেমগুলো পিক্সেল শেডার না পেলে সেই গ্রাফিক্স কার্ড সাপোর্টে রান করে না। নতুন গেমগুলো খেলতে চাইলে অবশ্যই পিক্সেল শেডার ৩.০ বা তার চেয়ে বেশি সাপোর্টসহ গ্রাফিক্স কার্ড কেনা উচিত।

ফিডব্যাক : *jhutjhamela@comjagat.com*

ফ্যাশন ওয়াটারকালার আর্টওয়ার্ক

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ফ্যাশনের জগতে ওয়াটারকালার খুবই জনপ্রিয়। এটি মডেলের আর্টওয়ার্ককে যেমন আরও সুন্দর করে তোলে, তেমনি সবার কাছে করে আরও আকর্ষণীয়। এবারের গ্রাফিক্স বিভাগে একটি ফ্যাশন আর্টওয়ার্কে সহজে ওয়াটারকালার যুক্ত করার কৌশল দেখানো হয়েছে।

একটি ফ্যাশন আর্টওয়ার্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মডেলের স্টাইল। আর্টওয়ার্কে মডেলের ভঙ্গি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। চিত্র-১-এ মূল ছবিটি দেখানো হলো। পরবর্তী কাজ হলো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক করা। একটি সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড ছবিকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি মডেলের রূপকে করে তোলে পরিপূর্ণ। তাই ছবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করা আবশ্যক। এখানে ছবির সাইজ ঠিক করা হয়েছে 1440*900 px, 72 dpi।

মডেলের ছবিটি কপি করে একটি নতুন লেয়ারে পেস্ট করুন এবং লেয়ারটির নাম দিন model। ছবির প্রপোর্শনালিটি ৪৫%-এ নির্ধারণ করে এবং ছবিটিকে সামান্য শার্প করে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেকশনের পালা। এ জন্য Magic Wand Tool (tolerance 10) ব্যবহার করে বামদিকের ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করুন এবং শিফট বাটন চেপে ডানদিকে সিলেক্ট করলে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটি সিলেক্ট হয়ে যাবে। ক্যানভাসে রাইট বাটন ক্লিক করে Select Inverse ক্লিক করুন। ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করা অবস্থায় উপরের ডান দিকের refine edge বাটনটি ক্লিক করুন। এটি ব্যাকগ্রাউন্ডকে আরও ভালোভাবে এডিট করতে সাহায্য করবে। ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার সাদা করুন (চিত্র-২)।

এবার একটি লেয়ার মাস্ক যুক্ত করতে হবে। কেননা, আলাদা লেয়ার মাস্ক দিয়ে এডিট করলে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন– ছবিটির শুধু চুলে যদি কিছু করতে হয় তাহলে চুলের জন্য একটি আলাদা লেয়ার মাস্ক তৈরি করা যায়। ফলে ওই লেয়ার মাস্কে চুলের যেকোনো ধরনের এডিট করলেও মূল ছবিতে তা কোনো পরিবর্তন আনবে না। কিন্তু এডিট শেষ হলে লেয়ার মাস্কটি মূল ছবির সাথে এক করে দেয়া যায়।

এবারে ছবিটিকে আরও একটু সুন্দর করা যাক। এখন stipple brush দিয়ে eraser টুল সিলেক্ট করুন (8 px)। ব্রাশ টুল ব্যবহার করে ছবিটির ধার চিত্র-৩-এর মতো করে একটু এডিট করে নিন। এবার ছবির একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, যেকোনো মডেল আর্টওয়ার্ককে সুন্দর করতে তার ব্যাকগ্রাউন্ডের ভূমিকা অসামান্য। এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে পাতাঝরা গাছ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি লেয়ার তৈরি করে নাম দিন 'tree' এবং খেয়াল রাখুন লেয়ারটি যেন model

চিত্র-০১

চিত্র-০২

চিত্র-০৩

চিত্র-০৪

লেয়ারটির পেছনে থাকে। এবার tree লেয়ারটির proportionality এমনভাবে ঠিক করুন, যেন ব্যাকগ্রাউন্ডটি সম্পূর্ণ ছবি জুড়ে থাকে।

এবারে ছবির কালারে কিছু এডিট করা যাক।

চিত্র-০৫

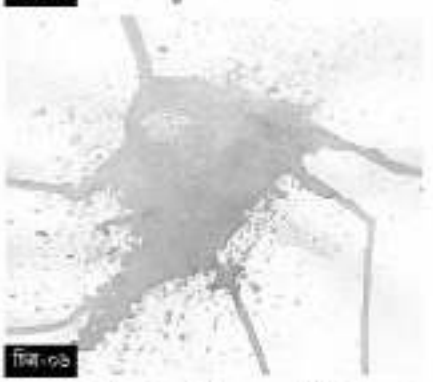
চিত্র-০৬

নতুন একটা লেয়ার তৈরি করে নাম দিন level। এবার Adjustment Layer-এ Levels-এ গিয়ে প্রয়োজনমতো সেটিংস ঠিক করে নিন। ছবিটির অন্ধকার অংশগুলো আরও অন্ধকার করার জন্য Input Levels-এর বামদিকের বাটনটি ডানে সরিয়ে আলোর অংশগুলো আরও উজ্জ্বল করার জন্য ডানদিকের বাটনটি বামদিকে সরিয়ে নিন। সবশেষে চিত্র-৪-এর মতো একটি ছবি পাওয়া যাবে।

এখন সবচেয়ে মজার অংশ ওয়াটারকালার যুক্ত করা। এজন্য এমন ওয়াটারকালার নির্বাচন করা উচিত যেন তা ছবিটিকে সুন্দর করে তোলে। ওয়াটারকালার যদি বেমানান হয় তাহলে ছবিটির সৌন্দর্য ততটা ফুটে উঠবে না। এই ছবিটির জন্য এমন ওয়াটারকালার নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে রঙের ফোঁটাগুলো চিকন এবং লম্বা (চিত্র-৫)। নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে water color 1 নাম দিন। ওয়াটারকালারের ছবিটি নতুন লেয়ারে পেস্ট করুন। খেয়াল রাখতে হবে, এই লেয়ারটি যেন বাকি সব লেয়ার থেকে উপরে থাকে। লেয়ারটি ৫০%-এ রিসাইজ করুন এবং এর blending mode 'multiply' সিলেক্ট করুন। মডেলটির অবস্থান ব্যাকগ্রাউন্ডের পছন্দমতো স্থানে নির্ধারণ করুন। নতুন লেয়ারটির একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। মডেলের ছবির ওপর থেকে কিছু কালার ড্রপ মুছে ফেলুন। এজন্য 90 px-এর রাউন্ড ব্রাশ ব্যবহার করুন। এবার চিত্র-৬-এর মতো আরও একটি ওয়াটারকালার আর্টওয়ার্ক নিন এবং মডেলের মাথার বাম পাশে স্থাপন করলে চিত্র-৭-এর মতো একটি ছবি পাওয়া যাবে।

মডেলের মুখের ওপর দিয়ে কালার গড়িয়ে পড়ছে, যেটি ছবির সৌন্দর্যকে নষ্ট করছে। ▶

চিত্র-০৭

চিত্র-০৮

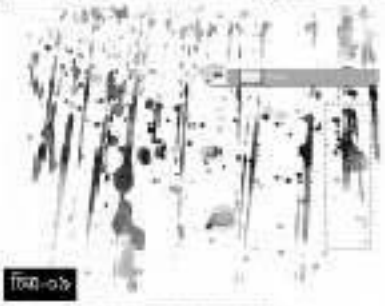

চিত্র-০৯

চিত্র-১০

চিত্র-১১

এটিকে দূর করে মুখ থেকে একটু দূরে সরানো যাক। গড়িয়ে পড়া অংশটুকু সিলেক্ট করে কপি করুন এবং drip1 নামে একটি লেয়ার তৈরি করুন। লেয়ারটি invisible করুন। কালারের যে অংশটুকু মুখের ওপর আছে সেটি ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলুন। এক্ষেত্রে ছোট সাইজের ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে, যাতে কালার ড্রপের সাথে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়। এবারে smudge tool ব্যবহার করে মুছে ফেলা অংশটুকু আরও সুন্দর করুন। এবার drip1-কে একটু ঘুরিয়ে দিন যাতে চিত্র-৮-এর মতো একটি ছবি পাওয়া যায় এবং drip1 লেয়ারটির একটি লেয়ার মাস্ক তৈরি করুন। এবার drip1 লেয়ারটির একটি কপি করে এবং drip2 নামে আরও একটি লেয়ার তৈরি করুন। এবার যেসব কালার ওভারল্যাপ করেছে তা ব্রাশ দিয়ে মুছে ফেলুন। এবার drip1 এবং drip2 লেয়ার কপি করুন এবং drip3 নামে আরেকটি নতুন লেয়ার খুলে তাতে পেস্ট করুন, যাতে মডেলের চোখের নিচ দিয়ে কালার ড্রপ পড়ে। চোখের অতিরিক্ত কালার মুছে ফেলুন। এবার ওয়াটারকালারের মূল যে ছবিটি আছে (চিত্র-৫) সেখান থেকে আরও কিছু কালার ড্রপ নিয়ে নতুন আরেকটি লেয়ার drip4-এ পেস্ট করুন এবং তা মডেলের চোখে মনমতো বসিয়ে দিন। আবার মূল ওয়াটারকালার ছবি থেকে কিছু কালার ড্রপ নিন (চিত্র-৯) এবং drip5 নামে নতুন একটি লেয়ারে পেস্ট করুন এবং তা মডেলের পছন্দমতো স্থানে বসিয়ে দিন। এভাবে যত ইচ্ছে লেয়ার তৈরি করে কালারড্রপ স্থাপন করে এডিট করা যাবে।

প্রায় সব কাজই শেষ হয়ে এসেছে। এবার কিছু অতিরিক্ত ওয়াটারকালার স্থাপন করুন। চিত্র-১০-এ প্রদর্শিত ওয়াটারকালারটি কপি করে watercolor3 নামে নতুন একটি লেয়ারে পেস্ট করুন। লেয়ার ব্লেন্ডিং মোড multiply-এ সেট করুন। এবারে transform tool ব্যবহার করে ছবিটি ৪১%-এ নিয়ে আসুন, বামদিকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিন এবং রাইট ক্লিক করে flip horizontal অপশনটি সিলেক্ট করে দিন। এবার ছবিটিকে পছন্দমতো ঘুরিয়ে এর অবস্থান স্থির করুন। এবার watercolor4 নামে নতুন লেয়ারে মূল ওয়াটারকালার থেকে কিছু সবুজ কালার ড্রপ নিন, যা দিয়ে পাতা প্রদর্শন করা যাবে। এই লেয়ারটি ৫০%-এ রিসাইজ করে পছন্দমতো স্থানে বসিয়ে দিন। লেয়ারটির ব্লেন্ডিং মোড অবশ্যই multiply থাকতে হবে। এবার একটি বড় কালারড্রপ কপি করে তা watercolor5 নামে নতুন একটি লেয়ারে পেস্ট করুন এবং পছন্দমতো রিসাইজ করুন যাতে অনেক বড় দেখায়। এটি গাছ বোঝানোর জন্য ব্যবহার হবে। এবার নিচে যেকোনো একটি স্থানে নিজের নাম লিখে শেষ করুন ওয়াটারকালারের এডিটিং। সবশেষে লেয়ারগুলো merge করে এক করে দিন। তাহলে সম্পূর্ণ ছবিটি চিত্র-১১-এর মতো হবে।

এখানে এডিটিংয়ের জন্য যেসব ওয়াটারকালার ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কালার ব্যবহার করা যায়। ইউজার তার পছন্দমতো কালার ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন, তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অবশ্যই মূল আর্টওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

ফিডব্যাক : *wahidmasudcse@gmail.com*

উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরির ব্যবহার

তাসনুভা মাহমুদ

উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরি টুলের মাধ্যমে খুব সহজে ফাইল স্টোর ও ফাইল খুঁজে বের করা যায়। যেখানে সবকিছুই স্পষ্ট ফরমেটে প্রদর্শিত হয়। উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরি টুল অর্গানাইজ করে ডকুমেন্ট, ছবি, মিউজিক এবং ভিডিও। উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরি টুল ব্যবহার করে আপনি এক উইন্ডো থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফোল্ডারে স্টোর করা ফাইলে অ্যাক্সেস করতে পারবেন এই সব ফাইল স্থানান্তর বা কপি না করেই। উইন্ডোজ লাইব্রেরিকে আপডেট রাখে ফোল্ডারে যুক্ত হওয়া নতুন ফাইল দিয়ে এবং সবকিছুই প্রদর্শিত হয় স্পষ্ট ও সহজে ব্রাউজ করা যায় এমন ফরমেটে। যারা উইন্ডোজ ৭ ব্যবহার করছেন, তারা লাইব্রেরি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে কিছু ধারণা রাখলেও অনেক ব্যবহারকারী আছেন যারা এ সম্পর্কে তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। তাদের উদ্দেশেই কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরি টুলের সেটআপ এবং ম্যানেজ করার কৌশল।

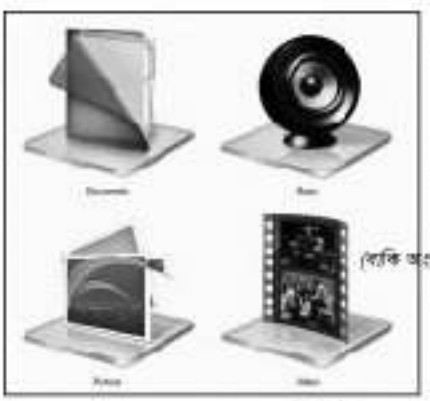

লাইব্রেরি কি?

বিভিন্নভাবে বলা যায়, লাইব্রেরি হলো ফোল্ডারের মতো। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন ইউজার একটি লাইব্রেরি ওপেন করেন তখন তারা এক বা একাধিক ফাইল ও ফোল্ডার দেখতে পান। যাই হোক, লাইব্রেরি ফোল্ডারের মতো নয়। একটি লাইব্রেরি ফাইল ডিসপ্লে করতে পারে যেগুলো একই সময় স্টোর হয় কয়েকটি ফোল্ডারে। এটি অতি সূক্ষ্ম হলেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। লাইব্রেরি মূলত কোনো আইটেম স্টোর করে না। এগুলো ফোল্ডারগুলো মনিটর করে যা ধারণ করে ইউজারের আইটেম এবং প্রদান করে একটি সিঙ্গেল অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং পুঞ্জিত কনটেন্টের সমৃদ্ধ পিভোট (ফাইল টাইপ, ডেট বা অথার) ভিত্তিতে। লাইব্রেরি ব্যবহারকারীর ডাটা উন্মুক্তিবর্ধন করে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ফাইল সিস্টেমকে অস্পষ্ট বা বিবর্ণ করে ফেলে।

উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরি সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হবে উইন্ডোজ ৭-এর আগের ভার্সনগুলোতে অর্থাৎ উইন্ডোজ ভিস্তা ও এক্সপির দিকে। এক্সপি এবং ভিস্তায় ইউজারের কনটেন্ট স্টোর করার জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছিল বিশেষ ধরনের ফোল্ডার সেট, যেমন- My Documents এবং My Pictures। ভিস্তায় এসব বিশেষ ধরনের ফোল্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনডেক্স হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের কনটেন্টকে দ্রুতগতিতে এবং আরো কার্যকরভাবে অনুসন্ধান করতে পারে। অনেক ব্যবহারকারী তাদের ফাইল, মিউজিক এবং ছবি স্টোর করে পিসিজুড়ে বিভিন্ন ফোল্ডারে যেমন- C:\temp,d:\Birthday2008\pictures এমনকি রিমোট স্টোরেজে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উইন্ডোজ ৭-এর লাইব্রেরি হলো একই ধরনের ফাইলের সংগ্রহ যেমন ভিডিও, ডকুমেন্টস বা ফটো। এদের ফাংশন হলো সিঙ্গেল পয়েন্টের রেফারেন্স হিসেবে কাজ করা, যেখানে ব্রাউজ এবং সর্ট করতে হয়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার অহেতুক খানাখন্দে অ্যাক্সেস করতে হয় না।

উইন্ডোজ ৭ তৈরি করে চারটি ডিফল্ট লাইব্রেরি, যেমন- ডকুমেন্ট, পিকচারস, মিউজিক এবং ভিডিও। উইন্ডোজ ৭-এ নিজের পছন্দমতো লাইব্রেরি তৈরি করা সম্ভব। তবে তা করার আগে আমাদের জেনে নেয়া দরকার উইন্ডোজ ৭ আপনার হার্ডডিস্কের কোন অংশে থেকে লাইব্রেরি তৈরি করে।

লাইব্রেরি তৈরির বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এজন্য Start Menu মেনুতে গিয়ে সার্চ বক্সে Libraries টাইপ করে এন্টার চাপুন বা Start মেনুর ডান দিকের যেকোনো Library লিঙ্কে ক্লিক করুন।

বিকল্প হিসেবে বলা যায় লাইব্রেরির সাথে লিঙ্ক এক্সপ্লোরারে বাম দিকে প্রদর্শিত হয়। উইন্ডোজ কী চেপে ধরে E চাপুন এক্সপ্লোরার উইন্ডোর ওপেন করার জন্য, যা প্রদর্শন করে চারটি ডিফল্ট লাইব্রেরির আইকন। ডিফল্ট চার লাইব্রেরির মধ্যে যেকোনো একটি লাইব্রেরি ওপেন করুন। উদাহরণস্বরূপ Pictures Library. লাইব্রেরির নিচে আপনি দেখতে পাবেন একটি নীল বর্ণের লিঙ্ক, যার মাধ্যমে জানতে পারবেন লাইব্রেরিতে কতগুলো লিঙ্ক সম্পৃক্ত রয়েছে।

যখন এই লিঙ্কে ক্লিক করা হয়, তখন Picture Library Location হেডিং সংবলিত একটি উইন্ডো আবির্ভূত হবে। এক্ষেত্রে নতুন কোনো লোকেশন যুক্ত করতে চাইলে উইন্ডোর ডানদিকের 'Add...' বাটনে ক্লিক করুন। এর ফলে আরেকটি নতুন উইন্ডো ওপেন হবে। এটি কমপিউটারের সব ফোল্ডার ব্রাউজ করার সক্ষমতা যেমন দেবে, তেমনি দেবে আপনার কমপিউটারের সাথে যুক্ত যেকোনো স্টোরেজ ডিভাইস যেমন- এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক, আপনার নেটওয়ার্কে অন্য কোনো শেয়ার্ড ফাইল ইত্যাদি ব্রাউজ করার সুবিধা। আপনি রিমুভেবল মিডিয়া যেমন সিডি বা ডিভিডি বা ইউএসবি মেমরি কী থেকে ফোল্ডার যুক্ত করতে পারবেন না। ফোল্ডার সিলেক্ট করার পর Include Folder বাটনে ক্লিক করুন। আপনি আগের উইন্ডোতে ফিরে আসতে পারবেন যেখানে আপনি হয় আরো বেশি ফোল্ডার যুক্ত করতে পারবেন অথবা লাইব্রেরিকে পূর্ণ করতে পারবেন Ok-তে ক্লিক করে।

লাইব্রেরি থেকে একটি লোকেশন অপসারণ করার জন্য লাইব্রেরির টাইটেলের নিচে ক্লিক করলে জানতে পারবেন বর্তমানে কতগুলো লোকেশন সম্পৃক্ত রয়েছে এবং Library Location উইন্ডো ওপেন হবে। লিস্ট থেকে যে লোকেশন অপসারণ করতে চান তা সিলেক্ট করে 'Remove' বাটনে ক্লিক করুন। এ কাজ শেষে Ok করুন।

যেভাবে ফাইল ভিউ করা যায়

কোনো লোকেশন যুক্ত বা অপসারণ করার পর আপনার লাইব্রেরি নিজেকে অর্গানাইজ করতে এক বা দুই সেকেন্ড সময় নেবে। বাই ডিফল্ট লাইব্রেরির কনটেন্ট অর্গানাইজ হয় ফোল্ডারের মাধ্যমে। তবে এটি সম্ভবত সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপায় ফাইল ডিসপ্লে করার ক্ষেত্রে যদি আপনি বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করেন। ডানদিকের 'Arrange by' ড্রপডাউন মেনুতে ক্লিক করে ফাইল যেভাবে ডিসপ্লে করে তা পরিবর্তন করতে পারবেন।

কনটেন্ট কিভাবে বিন্যাস হবে তার অপশন নির্ভর করে লাইব্রেরির ফাইলের ধরনের ওপর। মিউজিকের জন্য আপনি ফাইলকে ক্রমবিন্যাস করতে পারেন ফোল্ডার, অ্যালবাম, জেনারেল ইত্যাদি আলোকে। পক্ষান্তরে ছবিগুলোকে বিন্যাস করতে পারেন রেটিং, ট্যাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শর্তানুসারে।

সুতরাং দু'বছর আগে কোনো অনুষ্ঠানে আপনার ফটোগ্রাফগুলোকে পিকচার লাইব্রেরিতে যুক্ত করা হলে তা খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন।

নতুন লাইব্রেরি তৈরি করা

উইন্ডোজ ৭-এ অন্যান্য ধরনের কনটেন্টের জন্য নতুন লাইব্রেরি তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি স্প্রেডশিটের জন্য একটি লাইব্রেরি তৈরি করতে চাচ্ছেন। এজন্য মূল Libraries উইন্ডোতে অ্যাক্সেস করে উইন্ডোর ভেতরে ডান ক্লিক করুন। এরপর New→Library সিলেক্ট করে নতুন লাইব্রেরির জন্য একটি নাম দিন।

লাইব্রেরির জন্য সর্টিং অপশন পরিবর্তন করার জন্য Library-তে ডান ক্লিক করুন এবং Properties-এ নেভিগেট করুন। ফাইল লিস্টের অন্তর্গত 'Optimize this library for'-এ আপনি

উইন্ডোজ ৭

(৬০ পৃষ্ঠার পর)

বেছে নিতে পারেন General আইটেম (যা আপনাকে সুযোগ দেবে folder, data modified, tag, type বা name অনুসারে ক্রমবিন্যাস করার) অথবা আরো কোনো সুনির্দিষ্ট ফাইলের ধরন অনুসারে যেমন Documents, Pictures, Music বা Videos বেছে নিতে পারেন।

আপনার তৈরি করা সেরা লাইব্রেরি বেছে নিন স্পেসশিট লাইব্রেরির জন্য। এক্ষেত্রে Document অপশনটি হবে সবচেয়ে উপযুক্ত। কাঙ্ক্ষিত একটি অপশন সিলেক্ট করে Ok করুন।

উইন্ডোজ ৭ লাইব্রেরিতে একটি লোকেশন যুক্ত করা

প্রথমে একটি লিঙ্কে ক্লিক করুন, যার মাধ্যমে জানতে পারবেন বর্তমানে আপনার লাইব্রেরিতে কতগুলো লোকেশন সম্পৃক্ত রয়েছে। এই লিঙ্কটি লাইব্রেরি উইন্ডোর Library টাইটেলের নিচে থাকে। নতুন উইন্ডোতে 'Add...'-এ ক্লিক করুন। এরপর আবির্ভূত উইন্ডো ব্যবহার করে যে লোকেশন যুক্ত করতে চান তা নেভিগেট করুন। এবার Include Folders বাটনে ক্লিক করুন। সবশেষে Ok-তে ক্লিক করুন লাইব্রেরিকে পরিপূর্ণ করার জন্য। যদি কোনো লোকেশন যুক্ত করেন যা প্রচুর ফাইল সম্পৃক্ত করে, এমন অবস্থায় উইন্ডোজ তা লাইব্রেরিতে সম্পৃক্ত করতে এক বা দুই সেকেন্ড সময় নিতে পারে।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

মাইক্রোসফট উইন্ডোজের কিছু ফ্রি টুল

তাসনীম মাহমুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ ব্যবহারকারীর পাতায় সাধারণত বিভিন্ন সমস্যার কারণ ও সমাধানসহ বিভিন্ন টুলের ব্যবহারবিধি, সুবিধা-অসুবিধা, সিস্টেমের সুরক্ষার জন্য করণীয় কাজ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ব্যবহারকারীর পাতায় উপস্থাপন করা হয়েছে উইন্ডোজের লুকানো বা হিডেন কিছু ফ্রি টুল সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা। লুকানো অবস্থায় থাকার কারণে এসব টুল সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

উইন্ডোজের এসব লুকানো টুল বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে ঠিকই, তবে তা খুঁজে পেতে হলে বেশ কৌশলী হতে হবে। সহায়ক এই টুল সিসইন্টারনাল স্যুট (Sysintemals Suite) হিসেবে পরিচিত।

ডেস্কটপ চার ধরনের, যার প্রতিটি ভিন্ন প্রোগ্রামের। যেমন– অনেক সফটওয়্যার কোম্পানির মতো মাইক্রোসফট দেয় অনেক ফ্রি প্রোগ্রাম। এসব প্রোগ্রামের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রোগ্রাম সম্ভবত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। এছাড়া বিপুলসংখ্যক মাইক্রোসফটের সুপরিচিত ফ্রি টুলও রয়েছে। যেমন– উইন্ডোজ লাইভ মেইল, ফটোসিন্থ, তবে ফ্রি টুলের ভিড়ে মাইক্রোসফটের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ও সহায়ক টুল সম্পূর্ণ ফ্রি পাওয়া যায় অনেকটাই বিনা নোটিসে।

অনেক ব্যবহারকারীই মাইক্রোফটের সিসইন্টারনাল স্যুটের বেশ কিছু টুলের সাথে পরিচিত। মাইক্রোসফটের অনেক ফ্রি টুলের মধ্য থেকে সাধারণত হোম ইউজারদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ফ্রি টুল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। প্রথমে ডাউনলোড করে নিন সিসইন্টারনাল স্যুট। এর জন্য ইনস্টলেশনের দরকার নেই।

প্রথমে জিপ ফাইলে ডান ক্লিক করুন এবং বেছে নিন Extract বা Extract all ও সুবিধাজনক ফোল্ডার। নতুন ফোল্ডার ব্যবহার করুন। ভালো এবং সুবিধা হয় যদি C ড্রাইভে কোনো নতুন ফোল্ডার যেমন– C:\Tools তৈরি করে নেয়া হয়।

সিসইন্টারনাল টুলের কোনো কোনোটি উইন্ডোজে কাজ করে, আবার কোনো কোনোটি রান করাতে দরকার হয় কমান্ড প্রম্পট। এজন্য এক্সপির ক্ষেত্রে Start→All Programs-এ গিয়ে Accessories ফোল্ডার নেভিগেট করে কমান্ড প্রম্পট খুঁজে বের করুন।

উইন্ডোজ ৭ এবং ভিস্তায় ডান ক্লিক করে 'Run as administrator' বেছে নিন। এবার cd c:\Tools টাইপ করে এন্টার চাপুন।

এবার কিছু সেরা মাইক্রোসফটের ফ্রি বিস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

প্রসেস এক্সপ্লোরার

প্রসেস এক্সপ্লোরার (procexpexp) উইন্ডোজ রান করে এবং এটি মূলত ব্যবহার হয় অ্যাডভান্সড ট্রাবলশুটিংয়ের জন্য। তবে এটি যেকেউ ব্যবহার করতে পারেন উইন্ডোজ টাস্ক ম্যানেজারের বদলে। এজন্য Options→Replace Task Manager-এ ক্লিক করুন। এরপর টাস্ক ম্যানেজার চালু হওয়ার পর প্রসেস এক্সপ্লোরার ওপেন হবে।

এবার Option→Hide-এ ক্লিক করুন। মিনিমাইজ হওয়ার পর প্রোগ্রাম মিনিমাইজ করার পর নোটিফিকেশন এরিয়ায় ছোট গ্রাফ নিয়ে আসবে, যা প্রসেসর এবং মেমরির ব্যবহার প্রদর্শন করবে।

এমন এগুলোর মধ্য থেকে একটিতে ক্লিক করুন প্রসেসর এক্সপ্লোরার ওপেন করার জন্য। এরপর গ্রাফের সম্প্রসারিত ভার্সন দেখার জন্য মেনুর অন্তর্গত গ্রাফ অঞ্চলে ক্লিক করে CPU Usage চার্টের ওপর মাউস নড়াচড়া করলে বা টুল টিপ প্রদর্শন করলে কোনো সফটওয়্যার সেই মুহূর্তে সিপিইউকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে।

ডেস্কটপ

মাল্টিপল ডেস্কটপ রান করানোর জন্য ডেস্কটপ এক সহায়ক টুল। উইন্ডোজ ডেস্কটপে নতুন উইন্ডোর জন্য স্পেস কমে যাওয়ায় যদি বিরক্তিবোধ করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে ডেস্কটপ (desktops.exe) নামের টুল ব্যবহার করতে পারেন। এই টুলটি বাড়তি স্বতন্ত্র চারটি ডেস্কটপ ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এসব স্বতন্ত্র ডেস্কটপের প্রতিটিই আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম রান করতে পারে।

ডেস্কটপ প্রোগ্রামটি চালু করলে নোটিফিকেশন এরিয়ায় একটি ছোট আইকন আবির্ভূত হবে। এতে ক্লিক করার পর তিনটি খালি প্যানেলের মধ্যে একটিতে ক্লিক করুন নতুন ডেস্কটপ তৈরি করার জন্য। উইন্ডোজ স্টার্টের সময় ডেস্কটপ লোড করার জন্য আইকনে ডান ক্লিক করুন এবং Options বেছে নিন। এরপর 'Run automatically at logon' চেক করুন।

ডেস্কটপের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানান্তর করার জন্য Alt চেপে ১-৪ নম্বর পর্যন্ত কী চাপুন। এমন অবস্থায় বিরক্তিকর বিষয় হলো ডেস্কটপে বিভিন্ন রকম কালার স্কিম এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না।

অটোলগঅন

অটোলগঅন টুল পাসওয়ার্ড ছাড়াই উইন্ডোজ লগঅন করার সুবিধা দেয়। আমরা জানি, উইন্ডোজ ইউজার অ্যাকাউন্টে পাসওয়ার্ড না দেয়ার অর্থ হচ্ছে কমপিউটারকে এক বিরাট সিকিউরিটি হোলের মধ্যে ফেলে দেয়া অর্থাৎ নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া। তবে পাসওয়ার্ড সেট করলে আপনাকে প্রতিবার পাসওয়ার্ড দিয়ে উইন্ডোজ স্টার্ট করতে হবে। এটিও এক বিরক্তিকর কাজ, যদি আপনার পিসিটি শুধু আপনিই ব্যবহার করেন।

এমন ক্ষেত্রে অটোলগঅন (autologon.exe) টুল সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এই প্রোগ্রাম রান করলে একটি বক্স দেখা যাবে, যেখানে প্রদর্শিত হয় বর্তমান ইউজার ও পিসির নাম। এ কাজটি করার জন্য পাসওয়ার্ড এন্টার করে Enable-এ ক্লিক করুন। এরপর আপনার পিসির বুট উইন্ডোজ লগঅন স্বয়ংক্রিয় হবে। এই ফিচারকে ডিজ্যাবল করতে চাইলে এই প্রোগ্রামকে আবার চালু করুন এবং Disable বাটনে ক্লিক করুন।

ডিস্ক মনিটর

ডিস্কের ক্রিয়াকলাপ তদারকির জন্য ব্যবহার করা যায় ডিস্ক মনিটর টুল। বেশিরভাগ কমপিউটারেই হার্ডডিস্কের অ্যাক্টিভিটি তথা কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং কিছু সমস্যা আবির্ভূত হতে পারে। হার্ডডিস্কের সমস্যা এড়ানোর জন্য রয়েছে ডিস্ক মনিটর (diskmon.exe) টুল। এ সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ডিস্ক মনিটর (diskmon.exe) নোটিফিকেশন এরিয়ায় স্থাপন করতে পারে ছোট ডিস্ক 'light' যাতে প্রদর্শিত হতে পারে কখন হার্ডডিস্ক ব্যস্ত থাকে।

উইন্ডোজ ৭ এবং ভিস্তার জন্য দরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সুবিধা। এজন্য প্রোগ্রামে ডান ক্লিক করুন এবং 'Run as administrator' অপশন বেছে নিন। এরপর নোটিফিকেশন এরিয়ায় ইন্ডিকেটর আসার জন্য 'Minimize to tray icon'-এ ক্লিক করে Options-এ ক্লিক করুন। ডাটা রিড করার সময় এটি সবুজ বর্ণ এবং ডাটা রাইট বা লেখার সময় লাল বর্ণের হয়।

অটোরানস

অটোরানস টুল ব্যবহার করে স্টার্টআপ প্রোগ্রামগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্টার্টআপের সময় বেশকিছু প্রোগ্রাম ও সার্ভিস উইন্ডোজের সাথে চালু হয়, যা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পিসিকে ধীরগতিসম্পন্ন করে এবং সম্ভাব্য এররের কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

অটোরানস (autoruns.exe) প্রোগ্রাম সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে যা উইন্ডোজ লোড হওয়ার সময় ঘটে থাকে এবং ধীরগতির পিসির ট্রাবলশুটিংয়ের ক্ষেত্রে এক চমৎকার টুল হয়ে ওঠে।

উইন্ডোজের সাথে যেসব প্রোগ্রাম ও সার্ভিস লোড হয় সেগুলো ট্যাবে গ্রুপ হয়ে থাকে যাতে ব্যবহারকারীরা খুব সহজে এবং দ্রুতগতিতে তার আইটেম খুঁজে পান। কোনো আইটেমকে ডিজ্যাবল করতে চাইলে টিক বক্সকে ক্লিয়ার করতে হবে (যদিও এক্ষেত্রে আপনাকে Run as administrator'-এ ক্লিক করতে হবে)।

যদি কোনো আইটেম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারেন, তাহলে সেই আইটেমে ডান ক্লিক বেছে ▶

নিন 'Search online' অপশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য।

ভার্চুয়াল পিসি বা ভার্চুয়াল বক্স

যদি আপনি ভার্চুয়াল পিসি সফটওয়্যার যেমন– মাইক্রোসফট ভার্চুয়াল পিসি বা ওরাকল ভার্চুয়াল বক্স ব্যবহার করে ভার্চুয়াল পিসি তৈরি করেন, তবে তা হবে খুব মজার বা সুবিধাজনক। এটি বিদ্যমান পিসির একটি ভার্চুয়াল কপি তৈরি করে (যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমসহ) যেকোনো পিসি ইমুলেটর প্রোগ্রাম ব্যবহার করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, পুরনো পিসির এক্সপি মুছে ফেলার আগে এবং পরিত্যক্ত করার আগে একটি ভার্চুয়াল ভার্সন তৈরি করুন।

উইন্ডোজের ভার্চুয়াল কপি সক্রিয় করতে এর জন্য দরকার হবে প্রোডাক্ট কী। এক্ষেত্রে একমাত্র সীমাবদ্ধতা হলো ভার্চুয়াল হার্ডডিস্ক ১২৭ গি.বা.-এর বেশি হতে পারবে না।

টিসিপিভিউ

টিসিপিভিউ টুল ব্যবহার করে ইন্টারনেট অ্যাক্টিভিটি পরখ করা যায়। ইদানীং একটি পিসি মেইনটেইন করে ইন্টারনেট সংযোগ আপডেটের জন্য অনেক প্রোগ্রাম ও সার্ভিস রিট্রিভড করে ই-মেইল বা আসল কারণগুলো। টিসিপিভিউ খুব দ্রুত কাজ করে এবং ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ কীভাবে ব্যবহার করছে তা তথ্যমূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

এটিকে কম বিশৃঙ্খল করার জন্য Options-এ ক্লিক করুন এবং এরপর 'Show unconnected endpoints' থেকে টিক অপসারণ করুন যাতে প্রোগ্রামগুলো লুকিয়ে রাখতে পারে প্রকৃত ওয়েব সংযোগ ছাড়াই। নতুন সংযোগ ফুটে উঠবে সবুজ বর্ণে, ডিলিট করাগুলো লাল বর্ণে এবং পরিবর্তনটি হবে হলুদ বর্ণে। এ অবস্থায় যেকোনো এন্ট্রিতে ডান ক্লিক করুন।

রুটকিট রিভেইলার

এই টুলটি শনাক্ত করতে পারে হিডেন ফাইল এবং রেজিস্ট্রি এন্ট্রি, যা ইঙ্গিত করতে পারে একটি 'রুটকিট' ম্যালিশাস সফটওয়্যার ইনফেকশন, এটি নিজেকে লুকিয়ে ফেলে যাতে শনাক্ত করা না যায়। রুটকিট রিভেইলার (root kit revealer.exe) ক্ষতিকর প্রোগ্রাম অপসারণ করতে পারে না। তবে সম্ভাব্য সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজেই নির্দিষ্ট করতে পারে।

লুকানো কিছু অবজেক্ট ক্ষতিকর বা ম্যালিশাস নয়, তবে যদি কোনো কিছু খারাপ মনে হয়, তাহলে ভাইরাস স্ক্যানার প্রোগ্রাম রান করাতে পারেন যা রুটকিট ডিটেকশন এবং রিমুভাল সাপোর্ট করে। ইদানীং বেশিরভাগ অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম এ কাজটি করতে পারে। তবে তা কখনো কখনো সেটিং মেনুর এক অপশনের মাধ্যমে।

সেলরানএজ

উইন্ডোজ ৭ বা ভিস্তায় উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারের একটি প্রোগ্রাম ফাইলে ডান ক্লিক করলে 'Run as administrator' অপশন পাবেন কনটেক্সট মেনুর, যা আপনাকে সুযোগ দেবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ক্ষমতায় প্রোগ্রাম রান করার। তবে যদি অন্য কোনো কারণে এটি ভিন্ন ইউজার হিসেবে রান করাতে চান, তাহলে তা হবে একটু জটিল প্রক্রিয়া।

সেলরানএজ (shellrunas.exe) টুল ডান ক্লিক মেনুতে যুক্ত করে একটি বাড়তি আইটেম 'Run as different user'. এটি ইনস্টল করার জন্য কমান্ড প্রম্পট ওপেন করুন। এরপর নেভিগেট করুন সিসইন্টারনাল ফোল্ডার এবং টাইপ করুন shellrunas/reg. এই আনইনস্টল করার জন্য টাইপ করুন shellrunas/unreg.

প্রসেস মনিটর

প্রসেস মনিটর টুল ব্যবহার করে রেজিস্ট্রি মনিটর করা যায়। প্রসেস মনিটর প্রদর্শন করে রিয়েল টাইম রেজিস্ট্রি ফাইল এবং প্রোগ্রাম অ্যাক্টিভিটি, যা অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই সহায়ক হবে। বাস্তবে বেশিরভাগ ব্যবহারকারী কৌতূহলী হয়ে দেখতে চান যে তাদের পিসি কেমন ব্যস্ত থাকে, এমনকি যখন কোনো কাজ হয় না আপাতদৃষ্টিতে।

এই টুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হলো ওপেন প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট উইন্ডোর অ্যাক্টিভিটি পরখ করে দেখার সক্ষমতা। এজন্য টার্গেট আইকনকে ক্লিক এবং ড্র্যাগ করে ওপেন উইন্ডোতে নিয়ে এলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্যান্য ইভেন্ট বাদ দেবে শুধু সেই সব প্রোগ্রাম ছাড়া যেগুলো প্রোগ্রাম দিয়ে চলিত।

কমান্ড প্রম্পট টুল

হার্ড ডিস্ক থেকে ডকুমেন্ট মেমরিতে লোড করার মাধ্যমে উইন্ডোজ পারফরম্যান্স উন্নত করে এবং হার্ডডিস্কে আবার লেখার আগে যেখানে পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়। তবে বিদ্যুৎ চলে গেলে যেসব পরিবর্তন করা হয়েছিল, তা হারিয়ে যেতে পারে– যদি উইন্ডোজ হার্ডডিস্ক আপডেট করার আগে এমনটি ঘটে।

Sync (sync.exe) ফাইল উইন্ডোজকে বাধ্য করে এর মেমরিতে পরিবর্তিত সব ফাইলকে আপডেট করতে। সুতরাং পাওয়ার ফেল করলেও সব ফাইল সেভ থাকবে।

কমান্ড প্রম্পটে নেভিগেট করুন সিসইন্টারনালস ফোল্ডার (C:\Tools)। এজন্য করুন cd c:\Toos টাইপ করে এন্টার চাপুন। এরপর sync c টাইপ করে আবার এন্টার চাপুন। যদি একের অধিক হার্ডডিস্ক বা পার্টিশন থাকে তাহলে অন্যান্য ড্রাইভ লেটারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পেজডিফ্র্যাগ

উইন্ডোজ ডিফ্র্যাগমেন্টার টুল চমৎকার, তবে এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম ফাইল ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে পারে না যা পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে। তবে পেজডিফ্র্যাগ (pagedfrag.exe)-এ ত্রুটি দূর করা হয়েছে।

এই টুল চালু করলে একটি উইন্ডো ওপেন হবে, যা প্রদর্শন করবে ফ্র্যাগমেন্ট করা ফাইলের লিস্ট। এগুলো ফিক্স করার জন্য 'Defragment at next boot' রেডিও বাটনে ক্লিক করে Okতে ক্লিক করুন। পিসি রিস্টার্ট করুন এবং উইন্ডোজ প্রোগ্রাম স্টার্ট হওয়ার আগে এই কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রতিবার উইন্ডোজ স্টার্টের সময় এটি চালু করতে চাইলে 'Defragment every boot' রেডিও বাটন বেছে নিন এবং বন্ধ করতে চাইলে 'Don't defragment (uninstall)' অপশনে ক্লিক করুন। এই প্রোগ্রাম ভিস্তা ও উইন্ডোজ ৭-এ কাজ করবে না।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের খুঁটিনাটি

নূরবাহার ঈয়াশা ও রাফিদ ওয়াহিদ ইয়াদ

এক সময় মোবাইল ফোন ছিল শুধু যোগাযোগের মাধ্যম। এরপর সময়ের সাথে এটি হয়ে ওঠে আমাদের জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখন মোবাইল ফোন যেন আমাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। বিশ্বজুড়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাই বদলে দিয়েছে স্মার্টফোন। স্মার্টফোন এখন আর শুধু ফোন নয়, পারসোনাল ডিজিটাল অ্যাসিসট্যান্ট তথা পিডিএ। আর কী নেই এই স্মার্টফোনে : পোর্টেবল মিডিয়া প্লেয়ার, হাই রেজ্যুলেশন টাচস্ক্রিন ক্যামেরা ফোন, জিপিএস নেভিগেশন, এক্সেলারোমিটারের মতো সেন্সর, ওয়াই-ফাই আর মোবাইল ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেসসহ, সর্বোপরি আছে অ্যাপ্লিকেশন স্টোর ও মার্কেট থেকে ওপেন করে ইচ্ছেমতো অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের সুযোগ। এটাই স্মার্টফোন ব্যবহারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক।

স্মার্টফোনগুলোকে স্মার্ট বলার কারণ হলো আগের ফিচার ফোনগুলোর তুলনায় এর অগ্রসর পর্যায়ের কমপিউটিং ক্ষমতা এবং কানেক্টিভিটি। আরো রয়েছে এর ফাস্টার প্রসেসিং স্পিড আর বেশ বড় মাপের স্টোরেজ সুবিধা।

এ লেখায় স্মার্টফোনের নানা দিক তুলে ধরার প্রয়াস পাব, তবে শুধু ব্যবহারকারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয় বরং অনেকটাই ডেভেলপারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

স্মার্ট স্মার্টফোন

স্মার্টফোনে রয়েছে উন্নত মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম তথা ওএস। যত ধরনের মোবাইল ওএস এখন বাজারে রয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– অ্যাপল আইওএস, গুগল অ্যান্ড্রয়িড, মাইক্রোসফটউইন্ডোজ ফোন ৭, নোকিয়া সিম্বিয়ান, রিসার্চ ইন মোশন ব্ল্যাকবেরি ওএস এবং পাম ওয়েব ওএস।

এসব অপারেটিং সিস্টেম খুব সহজেই বিভিন্ন স্মার্টফোনে ইনস্টল করা যায়। আর এর মাধ্যমে একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) ব্যবহার করে বিভিন্ন থার্ড-পার্টি অ্যাপ্লিকেশন রান করা যায়। তবে বাজারে বিভিন্ন ওএস থাকলেও গ্রাহকদের পছন্দের মাত্রা সবগুলোর সমান নয়। সেক্ষেত্রে আইওএস আর গুগল অ্যান্ড্রয়িড সবচেয়ে এগিয়ে আছে। প্রায় ৭০ শতাংশ বাজার এরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়বস্তু অ্যাপল আইওএস, গুগল অ্যান্ড্রয়িড, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ফোন ৭– এই প্রধান তিনটি অপারেটিং সিস্টেমকে কেন্দ্র করেই সঞ্চালিত হবে।

বাজারের ধারা

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে বাজার সময়ের সাথে সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান এতে যোগ হচ্ছে। আর এই বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সবাই সবার সেরা অ্যাপ্লিকেশনটি নিয়ে হাজির হচ্ছে। এতে নতুন নতুন গ্রাহক সৃষ্টি হচ্ছে। 'রিসার্চ টু গাইডেন্স'-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবন, সরবরাহ ও সম্প্রসারণ সেবার এই বাজার ১০ হাজার কোটি ডলারের ঘরে গিয়ে ঠেকবে! গ্রাহকদের আগ্রহের সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদার জোগান দেয়াই তখন হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আগে যেমনটা বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত এই বাজারের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আইওএস আর অ্যান্ড্রয়িডের মাধ্যমে। এ বছরের ২৭ এপ্রিল সানফ্রান্সিসকোতে হয়ে যাওয়া 'অ্যাপনেশন' সম্মেলনে 'নিলসেন' কোম্পানির প্রধান নির্বাহী জোনাথান কারসন বর্তমান সময়ে ইউএসএ মোবাইল গ্রাহকদের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। এতে দেখা যায়, মোবাইল অ্যাপের বাজার ইকোসিস্টেমের পুরোটাই প্রায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অ্যাপল আইওএস আর গুগলের অ্যান্ড্রয়িডের মাধ্যমে। আরো যেসব তথ্য উঠে আসে, তার মধ্যে আছে : ০১. মোটামুটি ৬৬ শতাংশ ইউএস মোবাইল গ্রাহক বর্তমানে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, ০২. অ্যাপল আইওএস (আইফোন) এবং গুগলের অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীরাই বেশি এবং টেটাল ডাউনলোডারদের ৭৪ শতাংশ এর প্রতিনিধিত্ব করে, ০৩. অ্যাপল আইওএস (আইফোন) এবং গুগলের অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীদের মোবাইলে অন্যান্য ব্যবহারকারীর তুলনায় বেশি সংখ্যক অ্যাপ থাকে, অ্যাপল আইওএস ব্যবহারকারীদের গড়ে ৪৫টি, অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীদের গড়ে ৩৫টি এবং ব্ল্যাকবেরি রিম ব্যবহারকারীদের জন্য এই সংখ্যাটি গড়ে ১৫টি, ০৪. আইফোন ও অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারীরা তুলনামূলক বেশি সময় তাদের অ্যাপ ব্যবহার করেন; ৬৮ শতাংশ আইফোন ও ৬০ শতাংশ অ্যান্ড্রয়িড ব্যবহারকারী দিনে একাধিক সময় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে থাকেন, যেখানে ব্ল্যাকবেরি রিম ব্যবহারকারীদের জন্য এই সংখ্যাটি ৪৫ শতাংশ।

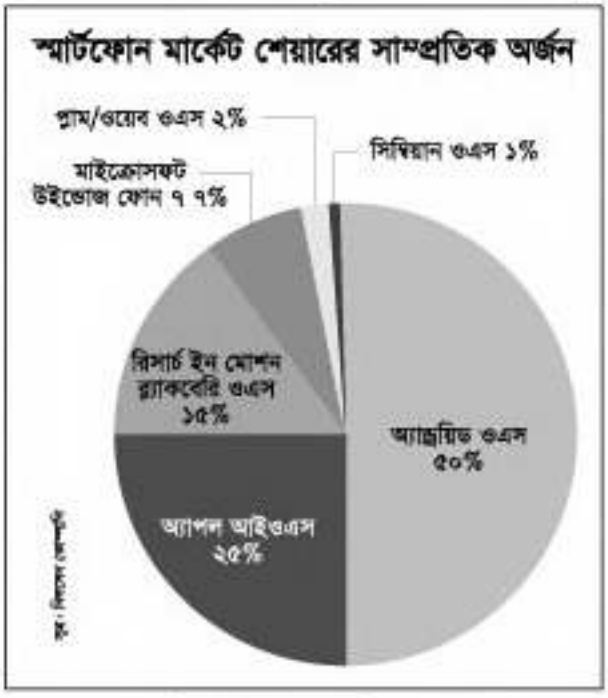

পাওয়া তথ্য-উপাত্ত থেকে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বাজারে এখনো খানিকটা এগিয়ে আছে অ্যাপল। বাজারে অন্য যেকোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যা অনেক বেশি। অ্যাপলের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রয়িডের অ্যাপস্টোরে অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যা মাত্র ২০০,০০০; যেখানে অ্যাপলের রয়েছে ৪২৫,০০০! তাছাড়া গত বছরের তুলনায় অ্যাপলের গড় অ্যাপ রেট ১৪ শতাংশ বেড়ে ১.৪৪-এ উঠলেও Gene Munster-র বিশ্লেষক Piper Jaffray-র মতে, অ্যাপ বিক্রির হার বেড়েছে ৬১ শতাংশ। অর্থাৎ গত বছর একজন ব্যবহারকারী যেখানে ৬৩টি অ্যাপ ডাউনলোড করেছিলেন, এ বছর তিনি করছেন ৮৩টি।

তবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় অ্যান্ড্রয়িডও কিন্তু পিছিয়ে নেই। গত সেপ্টেম্বরে এক রিপোর্টে 'রিসার্চ টু গাইডেজ' আগস্ট মাসের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলে: আগস্টের শেষের দিকে অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশনগুলো গড়ে ২৫০০ ডলার আয় করে তাদের পাবলিশিংয়ের পর থেকে; আবহাওয়া সম্পর্কিত অ্যাপগুলোই ডাউনলোড থেকে সবচেয়ে বেশি বাজার আয় করে; অ্যান্ড্রয়িড বাজারের অ্যাপ ডাউনলোড ৬০০ কোটিতে পৌঁছেছে; আগস্টের শেষে অ্যান্ড্রয়িড বাজারে অ্যাপ ছিল ২৭৭,২৫২টি এবং অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপের গড় বিক্রিমূল্য দাঁড়িয়েছে ৩.১৩ ডলারে।

অ্যাপস্টোর বিশ্লেষক 'Distimo' তাদের সর্বশেষ রিপোর্টে দামের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মোবাইল প্লাটফর্মের তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করেছে। 'Distimo'-র পর্যবেক্ষণ অনুসারে অ্যান্ড্রয়িড বাজারে বর্তমানে যেখানে ১৩৪,৩৪২ সংখ্যক ফ্রি অ্যাপ আছে, অ্যাপলের আইফোন স্টোরে সেখানে আছে ১২১,৮৪৫টি। অন্যদিকে অ্যান্ড্রয়িডের পেইড অ্যাপের সংখ্যা অ্যাপলের আইফোনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, উইন্ডোজ মার্কেটপ্লেসই হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা অ্যাপস্টোর। কারণ, বাস্তবেই উইন্ডোজ মার্কেটপ্লেসের বাড়ার হার মার্চ ২০১১-তে রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ শতাংশ, যা অ্যাপল কমপিউটারের ব্র্যান্ড নিউ ম্যাক স্টোরকেও ছাড়িয়ে গেছে!

অ্যাপলের অ্যাপস্টোর যদিও এখনো অ্যাপের সংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে বড়, তুলনামূলক বাড়ার হার অনুযায়ী এর বেড়ে ওঠার তুলনামূলক হার সবচেয়ে কম। সবিশেষে উল্লেখ্য, Distimo মনে করে এই প্রবৃদ্ধি হার অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ মাসের মধ্যে অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপের সংখ্যায় আইফোনকেও ছাড়িয়ে যাবে।

অ্যাপ্লিকেশন ট্রেন্ড

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ লোকই দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার উপায় হিসেবেই মোবাইল/স্মার্টফোনকে বেছে নেয়। জানা গেছে, একজন মানুষ যদি গড়ে ৫৬ মিনিট মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেন, তবে তার ৬৭ শতাংশই হয় নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তথা প্লাটফর্ম স্পেসিফিক এবং শীর্ষ ৫০টি অ্যাপেই তাদের ৬০ ভাগ সময় ব্যয় করেন। সমীক্ষা থেকে আরো জানা গেছে, গেম ও এন্টারটেইনমেন্ট অ্যাপগুলোই এখন বাজার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। 'অ্যাংগ্রি বার্ডস', 'কাট দ্য রোপ'-এর মতো গেমগুলোর অকল্পনীয় ব্যবসায়িক সাফল্যের পর এ নিয়ে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তুমুল জনপ্রিয় 'অ্যাংগ্রি বার্ডস' ফিনিশ গেম ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান Rovio Mobile-এর তৈরি করা। প্রাথমিকভাবে আইফোনের জন্য এটি তৈরি করা হলেও বর্তমানে মোটামুটি সব মোবাইল প্লাটফর্মে পাওয়া যায়। অ্যাপলের স্টোরে গেমটির এ পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে! অ্যান্ড্রয়িডের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাউনলোড হয়েছে ১০ লাখ বার। সব ধরনের প্লাটফর্মে এ গেমটি ডাউনলোড করার পরিমাণ ৩৫ কোটি।

রাশিয়ান গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Zeptolab নিয়ে আসে 'কাট দ্য রোপ' নামের গেম, যা আইফোন ও অ্যান্ড্রয়িড দুই ভার্সনেই পাওয়া যায়। সাড়া জাগানো এই গেম রিলিজ হওয়ার পর মাত্র ৯ দিনে বিক্রি হয় ১০ লাখ কপি। আইফোনের অ্যাপ স্টোরে এটি সবচেয়ে দ্রুত এ মাইলফলক স্পর্শ করে।

গত জুলাইয়ে প্রকাশিত নিলসেনের সমীক্ষা অনুযায়ী ৯৩ শতাংশ অ্যাপ ডাউনলোডার তাদের গেমের জন্য অর্থ খরচ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। নিউজ অ্যাপের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মাত্র ৭৬ শতাংশ। শুধু তাই নয়, ডাউনলোড করা অ্যাপের মাঝে গেমের সংখ্যা যেমন তুলনামূলক বেশি, তেমনি গেমের পেছনে গড়ে সময়ও অধিক ব্যয় হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মোবাইল অ্যাপগুলোকে আগামী দিনগুলোতে আরো বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির হতে হবে। গার্টনারের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ২০১২ সালের প্রত্যাশিত অ্যাপের ধরন সম্পর্কে ▸

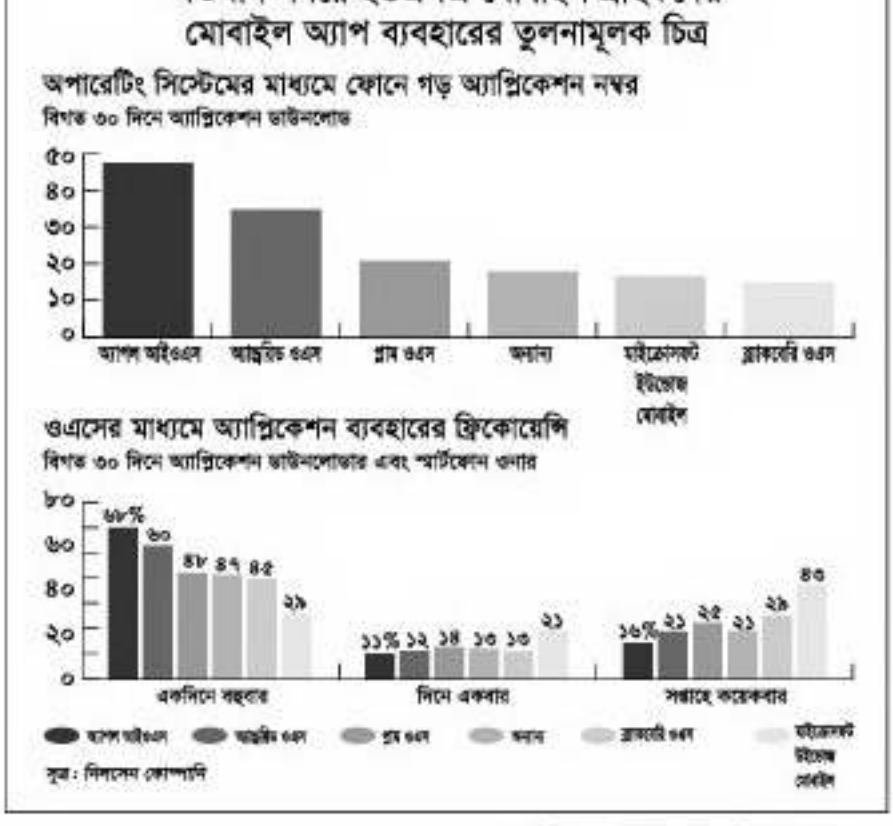

'মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে উজ্জ্বল'

আল-মামুন সোহাগ, প্রধান নির্বাহী, ব্রাইট স্টুডিও

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। কারণ, মানুষ দিন দিন স্মার্টফোনের দিকে আগ্রহী হচ্ছে। মোবাইল এখন একই সাথে কমিউনিকেটিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এবং এন্টারটেইনমেন্ট ডিভাইস। মোবাইল গেমের জনপ্রিয়তা এখন অনেকাংশে ডেস্কটপ গেমকেও ছাড়িয়ে গেছে। আগামী কয়েক বছরে এর জনপ্রিয়তা আরো বাড়বে। সেদিক বিবেচনায় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিঃসন্দেহে খুবই সম্ভাবনাময় একটি খাত।

বাংলাদেশে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সারা বিশ্বেই এখন বেশ সম্ভাবনাময়। আমাদের দেশেও তাই। আউটসোর্সিংয়ের জগতে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এখন বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশের তরুণেরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। অ্যান্ড্রয়েডের উন্মুক্ত বাজারে বাংলাদেশের ডেভেলপারেরা সহজেই অংশ নিতে পারেন। অ্যাপল স্টোর এখনও আমাদের দেশে চালু হয়নি। তবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্রাহক পেলেও অ্যাপল নিজ উদ্যোগেই তা চালু করবে। আমাদের দেশে যেহেতু অনলাইনে লেনদেন এখনও সুবিধাজনক পর্যায়ে যেতে পারেনি, তাই আঞ্চলিক বাজারের বর্তমান অবস্থা তেমন ভালো নয়। আশা করি, এই সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হবে।

পেশাদারিত্ব

বর্তমান বাজার প্রতিযোগিতামূলক। তাই সব সময় বাজারে গতিধারা বা প্রবণতা বুঝতে হবে। গ্রাহকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে অ্যাপ্লিকেশন, গেমের কথা ভাবতে হবে। প্রোডাক্টের আউটলুক, গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস যেন ভালো হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। একেক রকম ডিভাইসে একেক ধরনের রেজ্যুলেশন থাকে, তাই এসব টেকনিক্যাল দিক মাথায় রাখলে সে অ্যাপ্লিকেশন সহজেই গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

দেশে মোবাইল ডেভেলপমেন্টের জনপ্রিয়করণ

প্রথমত, যারা এখন ডেভেলপার আছেন, তারা এগিয়ে আসতে পারেন। তরুণ ও শিক্ষার্থী ডেভেলপারদের সাথে নিয়মিত আড্ডা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুসম্পর্ক তৈরি করা যায়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা নিজেরা বিভিন্ন টিম গঠন করে মত বিনিময় করতে পারেন। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ব্লগ, ফোরামে মতামত প্রকাশ করেও অনেক কিছু জানা সম্ভব। তৃতীয়ত, বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি নিয়মিত সফটওয়্যার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে একটি শক্তিশালী মোবাইল ডেভেলপার কমিউনিটি তৈরিতে ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে সময়োপযোগী কারিকুলাম আপডেট করাটাই হবে শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক বড় ধরনের সাহায্য। বিশ্বের প্রথম সারির বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে এ ধরনের কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশে বিশ্বমানের গ্রাফিক ডিজাইনারের অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আর্ট ইনস্টিটিউটগুলো আধুনিক কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারে।

নতুনদের জন্য পরিকল্পনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের কোর্স করার পরিকল্পনা আছে আমাদের। প্রাথমিকভাবে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এন্ট্রাপার্টির মাধ্যমে ৩-৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা আছে। সেখান থেকে চূড়ান্ত ৪০ জনকে বাছাই করে তাদের তৈরি পণ্যকে বাজারজাত করা হবে। অর্থাৎ, এটা একটা ইনকিউবেটরের মতো কাজ করবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা পেলে এ কাজটি ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে কোর্স পরিচালনার এবং একে চালিয়ে নেয়ার জন্য তহবিলের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা কাম্য। পাশাপাশি আমাদের দুর্বলতাগুলোকেও সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিকে থাকার জন্য ভালো প্রোগ্রামিং যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ভালো আউটলুক। 'লুক অ্যান্ড ফিল' খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার পণ্যের জন্য। এক্ষেত্রে আমরা বাইরের দেশগুলোর তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের কনসেপ্ট ডিজাইনার ও টেকনিক্যাল আর্টিস্টের বেশ অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অনেকখানি উন্নতির প্রয়োজন। নামিদামি অনেক কোম্পানিই একজন ভালো কনসেপ্ট ডিজাইনারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সবার পরিচিত 'অ্যাংরি বার্ডস'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। আগামী বছরগুলোতে যেসব অ্যাপ গ্রাহকদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লোকেশন ভিত্তিক সার্ভিস, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, মোবাইল ভিডিও, অবজেক্ট রিকগনিশনেও মোবাইল পেমেন্ট।

লোকেশনভিত্তিক সার্ভিস : আগামী দিনের অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে লোকেশনভিত্তিক সার্ভিসের একটি প্রভাব দেখা যাবে। এমনকি গ্রাহকের বয়স, লিঙ্গ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, পেশা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে অ্যাপ্লিকেশন কাজ করবে।

গার্টনারের মতে, ২০১৪ সালের মধ্যে লোকেশনভিত্তিক সার্ভিস ব্যবহার করেন এমন গ্রাহকের সংখ্যা ১৪০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং : মোবাইলের মাধ্যমে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং দিন দিন বাড়ছে। আগামীতেও এ ধারা বজায় থাকবে। তাই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশনের ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

মোবাইল ভিডিও : স্মার্টফোনের সাথে থাকা ক্যামেরা দিন দিন উন্নত হচ্ছে। এই ক্যামেরা ব্যবহার করে আগামী দিনগুলোতে নিত্যনতুন অ্যাপ্লিকেশন দেখা যাবে।

অবজেক্ট রিকগনিশন : গ্রাহকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারবে, এমন হ্যান্ডসেট এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এই অবজেক্ট রিকগনিশন সুবিধাসম্বলিত অ্যাপ্লিকেশন সামনের দিনগুলোতে চলে আসবে।

মোবাইল পেমেন্ট : মোবাইলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ অতীতে যেকোনো সময়ের তুলনায় দিন দিন বাড়ছে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সফটওয়্যারের ব্যবহারও বেড়ে যাবে বহুগুণ।

হ্যালো ওয়ার্ল্ড

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কিভাবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করা যায়। তবে এজন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই, কেননা এখন সেলফ লার্নিংয়ের যুগ। ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রায় সব বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়। তারপরও এখানে বিভিন্ন প্লাটফর্মে কিভাবে কাজ শুরু করতে হবে, তা জানার জন্য কিছু টিউটোরিয়াল সাইটের উল্লেখ করা হলো।

আইফোন

প্রাথমিকভাবে আইওএস (iOS) শেখার জন্য অ্যাপলের ডেভেলপার ওয়েবসাইট (http://developer.apple.com/) পছন্দ করেন অনেকেই। এখানে রেজিস্ট্রেশনের পর এর ডকুমেন্টগুলো যেকেউ ব্যবহার করতে পারবেন, তবে সব সুবিধা পেতে হলে আপনাকে প্রতি বছর ১০০ ডলার ফি দিতে হবে।

ইন্টারনেটে আইফোনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার বেশ কিছু বই পাওয়া যায়। বিনামূল্যে টিউটোরিয়াল সংগ্রহের জন্য আরো কয়েকটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট রয়েছে :

- iPhone Dev Forums (www.iphonedev forums.com/forum/)
- iPhone Dev SDK (www.iphonedevsdk.com/forum/)
- iPhone-Developers.com (http://iphone-developers.com/)

আইফোনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার জন্য আপনার থাকতে হবে অ্যাপল কমপিউটার।

অ্যান্ড্রয়িড

গুগলের Android Developers portal (http://developer.android.com/index.html) ওয়েবসাইটে ডেভেলপারদের জন্য অপেক্ষা করছে প্রচুর পরিমাণে টিউটোরিয়াল, ই-বুক, ইমুলেটর এবং সব কিছুই বিনামূল্যে।

আগামী বছরগুলোতে অ্যান্ড্রয়িডের ওপর লেখা বেশ কিছু বই প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। ডেভেলপারদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি খুশির সংবাদ।

আরো কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট হলো :

- XDA Developers (www.xda-developers.com/)
- http://www.anddev.org/
- http://thesixdegree.com/appcon/resources.html
- http://developer.android.com/guide/index.html
- http://www.androidpeople.com/
- http://www.vogella.de/android.html

এ ছাড়া বেসিসের অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ট্রেইনার আহসানুল করিম ব্যক্তিগতভাবে বেসিসের অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণে গিয়ে ক্লাসের বিভিন্ন সেশনের যেসব ভিডিও ও পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি করেছেন সেগুলো পাওয়া যাবে নিচের লিঙ্কটিতে : http://androidstream.wordpress.com/

উইন্ডোজ ফোন

উইন্ডোজ ফোনের বয়স খুব বেশি না হলেও অনেক সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে ডেভেলপারদের সামনে। অন্য যেকোনো সফটওয়্যার কোম্পানির চেয়ে মাইক্রোসফট বর্তমান আর ভবিষ্যৎ ডেভেলপারদের অনেক বেশি উপকরণ জোগান দেয়। যতই হাস্যকর হোক বা না হোক, স্টিভ বলমারের বিখ্যাত বক্তৃতা 'Developers, Developers, Developers' সত্যি হতে খুব একটা দেরি নেই।

উইন্ডোজ ফোন ৭ এখনো শিশু অবস্থায় আছে। আর এর প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সমন্বিত করা হচ্ছে। এজন্য নতুন প্রোগ্রামারদের এটি নিয়ে কাজ করার আগে ভালো প্রস্তুতি দরকার। তবে যদি C#, .NET, সিলভারলাইট কিংবা WPF নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে, তবে উইন্ডোজ ফোন ৭-এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করাটা খুবই সহজ হবে।

- App Hub (http://create.msdn.com/en-US/)
- Getting Started with Windows Phone (http://msdn.microsoft.com/en-us/wp7train

'অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে'

আহসানুল করিম, প্রধান নির্বাহী ও চেয়ারম্যান, টেকনিক্যাল সলিউশন

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশে পেশা হিসেবে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশে অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছে। বিগত চার বছরে আমরা দেখেছি বেশ কিছু নতুন মোবাইল/স্মার্টফোন প্লাটফর্ম মোবাইল মার্কেটের বেশিরভাগ অল্প সময়ে দখল করে ফেলেছে। যেমন আইফোন, অ্যান্ড্রয়িড ইত্যাদি। বিভিন্ন আকর্ষণীয় ফিচার যেমন– জিপিএস, সেন্সর, চমৎকার টাচস্ক্রিন, সহজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদির কারণে এই প্লাটফর্মগুলোতে একদিকে ডেভেলপাররা পাচ্ছেন তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ, অন্যদিকে ব্যবহারকারীরাও নতুন নতুন মোবাইল গেম, অ্যাপ্লিকেশন আর ফোনের ফিচার দেখে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে থাকছে সোশ্যাল ইন্টারেকশনের সুবিধা। ফলে অ্যাপ্লিকেশন বা গেমগুলো ছড়িয়ে পড়ছে একটি ভাইরাল ইফেক্ট নিয়ে। নতুন মোবাইল প্লাটফর্মগুলোর সাফল্য দেখে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্ল্যাকবেরি, নোকিয়া বা উইন্ডোজ নিয়ে আসছে নতুন নতুন ডিভাইস। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার আর ইউজারদের এই ব্যাপক সমাবেশ তৈরি করছে নতুন নতুন বিজনেস মডেলের সুযোগ। আইফোন, অ্যান্ড্রয়িড, ব্ল্যাকবেরি, উইন্ডোজ মোবাইল বা নোকিয়া ইত্যাদি কোম্পানির নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন মার্কেট বা ডিস্ট্রিবিউশনের সুযোগ থাকায় অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার কোম্পানিগুলোর মার্কেটিং বা প্রচারের সুবিধাও তৈরি হয়েছে। এ কথা ঠিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ছিনিয়ে আনছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

তরুণ প্রজন্মের প্রস্তুতি

আমাদের তরুণ প্রজন্ম যোগ্যতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যেকোনো বিষয়ে অল্প সময়ে এরা দক্ষতা অর্জন করে নিতে পারে। এর সাথে শুধু যেটা যোগ হওয়া প্রয়োজন তা হলো লেগে থাকার প্রবণতা বা লক্ষ্যে স্থির থেকে চেষ্টা করে যাওয়া। এখানে প্রস্তুতি বলতে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সৃজনশীলভাবে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গড়ে তোলা আর কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, এ ধরনের মানসিকতা তৈরি করা। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিংভিত্তিক কোর্সগুলোতে অল্প অল্প করে ব্যক্তিগত দক্ষতা তৈরি করা যা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে।

অ্যান্ড্রয়িড, আইফোন না উইন্ডোজ

যেকোনো মোবাইল প্লাটফর্মই হতে পারে শুরু করার জায়গা। যদিও স্মার্টফোনগুলোর মধ্যে আইফোনের শীর্ষস্থান এখনো অক্ষুণ্ণ, কিন্তু আমরা বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাই অ্যান্ড্রয়িড ও উইন্ডোজ ফোন খুব দ্রুত হারে বাজারে জায়গা করে নিচ্ছে।

প্রবৃদ্ধি হার চিন্তা করলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অ্যান্ড্রয়িডের কথাই বলব। কিন্তু সব দিক থেকে এখন পর্যন্ত আইফোন ডেভেলপাররাই চাহিদা আর অর্জনের দিক থেকে এগিয়ে। সেই সাথে আরেকটি মতামত হলো শুধু এক প্লাটফর্মে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে বেশ কয়েকটি প্লাটফর্মে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। অ্যান্ড্রয়িড প্লাটফর্ম হতে পারে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট শুরু করার জন্য আদর্শ। এর কারণ এই প্লাটফর্মে খুব দ্রুত একজন নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে। তাছাড়া বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যের ডিভাইস পাওয়া যায় বলে শুরু থেকেই অ্যান্ড্রয়িড ডেভেলপাররা নিজেদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো মোবাইলে পরীক্ষা করতে পারেন, যা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব জরুরি। এছাড়া প্রচুর ওপেনসোর্স রিসোর্সও অ্যান্ড্রয়িডের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এটি একটি বাড়তি সুবিধা।

নতুনদের জন্য পরামর্শ

নতুন যারা এই পেশায় আসতে চান, তাদের প্রতি আমার পরামর্শ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মানসিকতা আর কাজকে ভালোবাসা– এই দুটি ব্যাপার খুব জরুরি। ভালোলাগা না থাকলে বাজারের চাহিদা দেখে কাজে নেমে পড়লেই যে সাফল্য আসবে তা নয়। আর সবসময়ই নতুন কিছু করা এবং প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। পরিশ্রম করলে তার ফল পাওয়া যাবেই।

টিমওয়ার্ক

টিমওয়ার্ক ছাড়া খুব বড় কোনো কাজ করা কঠিন। একটি টিমে একেকজন একেকটি ভূমিকা পালন করেন। কেউ প্রজেক্ট ম্যানেজ করেন, কেউ সল্যুশন আর্কিটেক্টের কাজ করেন, কেউ শুধু কোডিং করেন, আবার কেউ কেউ যেকোনো ক্রিটিক্যাল ইস্যু সমাধান করে ফেলেন। বিভিন্নজনের সমন্বয়ে তৈরি হয় একটি আদর্শ টিম। কিন্তু সেখানে থাকতে হবে একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সততা আর আন্তরিকতা। কাউকে নেতৃত্ব দিতে হয় টিম যেন সমষ্টিগত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। চমৎকার ইন্টার-পারসোনাল কমিউনিকেশন আর নেতৃত্ব থাকলে একটি টিমকে কেউই আটকে রাখতে পারে না।

ingcourse_wp7gettingstarted_unit.aspx)

- Silver light for Windows Phone (http://channel9.msdn.com/Learn/Courses/WP7TrainingKit/WP7Silverlight)

কনসেপ্ট ডিজাইনিং

কনসেপ্ট ডিজাইনার হতে গেলে প্রথমেই দরকার, যাবতীয় কমপিউটারের ইলাস্ট্রেশন সফটওয়্যার প্যাকেজ সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। ফিল্ম ইমেজারি বোঝার সাথে সাথে প্রোডাক্টের রিকোয়ারমেন্ট ভালোভাবে বুঝতে হবে। এজন্য প্রধান প্রধান যেসব দক্ষতা থাকা দরকার, সেগুলো হলো :

- চমৎকার ইলাস্ট্রেশন স্কিল।
- কার্যকর কমিউনিকেশন স্কিল।
- থ্রি-ডাইমেনশনাল স্পেস এবং পারস্পেক্টিভ ভালো করে বোঝার দক্ষতা।
- অন্যদের আইডিয়াকে ইন্টারপ্রেট করার ক্ষমতা।
- কাজের ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে, প্রয়োজনে যেকোনো জায়গায় পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।
- টিমের সবার সাথে কাজ করার মানসিকতা।

আজকাল ইন্টারনেটে প্রায় সব বিষয়েই অনেক চমৎকার টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়। কনসেপ্ট ডিজাইন সম্পর্কে জানার জন্য এমন ভালো কিছু সাইটের লিঙ্ক হলো :

- http://www.deviantart.com
- http://wiki.gamedev.net/index.php/Main_Page
- http://www.gamedev.net/
- http://layersmagazine.com/category/indesign
- http://desktoppub.about.com/od/indesigntutorials/Adobe_InDesign_Tutorials.htm
- http://www.gamecareerguide.com/features/455/becoming_a_game_concept_.php

অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন

অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সফলভাবে অ্যাপ্লিকেশনটিকে বাজার নিয়ে যাওয়া। অ্যাপ্লিকেশন বাজারে তোলার সময় বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এখানে শুধু আইওএস আর অ্যান্ড্রয়িডের ক্ষেত্রের বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

আইটিউনস

- অ্যাপস্টোরের মাধ্যমে অ্যাপ অনুমোদিত হওয়ার প্রাথমিক সময় ১-৪ সপ্তাহ, পরবর্তী আপডেটের তুলনায় প্রাথমিক সাবমিশন প্রসিডিউর একটু ধীরে।
- সাধারণত অ্যাপ আপডেটগুলো অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনুমোদন পেয়ে যায়।
- তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলা অ্যাপ আপডেট সাবমিট করলে অনুমোদন প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই একটু ধীর হয়ে পড়ে।
- কোনো কারণে যদি অ্যাপ রিজেক্ট হয়, তাহলেও ভেঙে পড়ার কিছু নেই। কেননা, অ্যাপলের রিজেকশন লেটারে খুব ভালোভাবে উল্লেখ করা থাকে, কোথায় কী ঠিক করতে হবে।
- অ্যাপলের ইন্টারফেস গাইডলাইন খুব ভালো করে পড়তে হবে। কারণ, এ ব্যাপারে অ্যাপল বেশ কড়াকড়ি আরোপ করে থাকে।
- অ্যাপ সাবমিট করার আগে খুব ভালো করে নিশ্চিত হতে হবে অ্যাপ্লিকেশনে কোনো বাগ নেই, নাহলে রিজেকশন নিশ্চিত।
- কখনই আনপাবলিশড কোনো এপিআই ব্যবহার করা যাবে না।
- যদি ইন্টারনেট পেজ লোড করার জন্য কোনো 'UIWebView' ব্যবহার করা হয়, তবে অ্যাপকে ১২+ রেট করতে হবে।
- স্বাভাবিক ক্ষেত্রে অ্যাপে কোনো ধরনের অফেন্সিভ কিছু থাকা যাবে না।

থার্ড-পার্টি অ্যান্ড্রয়িড স্টোর

এক্ষেত্রে ওই স্টোরের (GetJar, Handango, Carrier, ইত্যাদি) বিজনেস ডেভেলপমেন্টের সাথে সম্পর্কিত লোকজনের সাথে কথা বলার সুযোগ থাকলে কাজে লাগানো যেতে পারে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তা অল্টারনেটিভ রেভিনিউ মডেল বা কোনো প্রমোশনাল সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

অফিসিয়াল অ্যান্ড্রয়িড মার্কেট

- অ্যান্ড্রয়িড মার্কেট প্রপ্ত কমপিউটারাইজড ভেলিডেশনের পর তা প্রকাশের ব্যবস্থা করে।
- তবে অ্যান্ড্রয়িড মার্কেটে টার্গেট ডিভাইস সিলেক্ট করার কোনো উপায় নেই। এক্ষেত্রে ডিভাইস ভিসিবিলিটি ওএস ভার্সন আর এপিআই এক্সটেনশনের ওপর নির্ভর করে।
- ইউসার অ্যাপ কেনার আগে তা যাচাই করে দেখতে পারেন।
- গুগল 'রিমোট কিল'-এর মাধ্যমে অ্যাপ ডিভাইস থেকে মুছে ফেলতে পারে।

মার্কেট, চাহিদা, কিভাবে শুরু করতে হবে সবকিছু সম্পর্কেই যখন জানা হলো, তাহলে আর অপেক্ষা কেন? এখন থেকেই শুরু হয়ে যাক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে আমাদের নতুন দিনের পথচলা।

বাংলাদেশ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই একে ফ্রিল্যান্সিং পেশা হিসেবে নিয়েছেন। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট শুরু করার জন্য তেমন কোনো বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না বলে এটি উদ্যোক্তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে খুব সহজেই। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণে এর চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। তবে বাংলাদেশকে আদৌ এর বাজারে পরিণত করা যাবে কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশ এখনো এর বাজার হিসেবে তৈরি নয়। এর কারণ হিসেবে এরা বলেন, বাজার হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য যে পরিমাণ গ্রাহক প্রয়োজন, আমাদের দেশে এখনো সে পরিমাণ গ্রাহক সৃষ্টি হয়নি। কারণ, মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্মার্টফোন এখনো পৌঁছায়নি। তবে সেরিতে হলেও অবশেষে বাংলাদেশের বাজারে স্মার্টফোন আসছে। 'সিক্স ডিগ্রি কমিউনিকেশন লিমিটেড' বাজারে নিয়ে আসছে নতুন অ্যান্ড্রয়িড ফোন এলিগমা। অ্যান্ড্রয়িড ওএস ২.২সহ রয়েছে সিডিএমএ ও জিএসএমের ডুয়াল মোড সুবিধা। শুধু তাই নয়, শিগগির অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপস্টোরও শুরু করতে যাচ্ছে 'সিক্স ডিগ্রি কমিউনিকেশন লিমিটেড'। এ ব্যাপারে 'সিক্স ডিগ্রি কমিউনিকেশন লিমিটেড'-এর পরিচালক হাবিবুল্লাহ বাহার বলেন, 'সিক্স ডিগ্রি অ্যাপস্টোর হবে শুধু দেশীয় ডেভেলপারদের তৈরি একটি অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন স্টোর। সারা বিশ্বে অ্যান্ড্রয়িডের চাহিদা মাথায় রেখে আমাদের দেশের মানুষকে অ্যান্ড্রয়িডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়িড প্ল্যাটফর্মে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টকে জনপ্রিয় করাও এর লক্ষ্য। এছাড়াও অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সিক্স ডিগ্রি দেশব্যাপী আয়োজন করছে দেশের সর্বপ্রথম অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রতিযোগিতা। তবে 'আইকোড বাংলাদেশ'-এর কর্ণধার গোলাম মোহাম্মাদ মুজাদ্দিরের মতো অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মেধা অনুযায়ী যোগ্যতা গড়ে উঠছে না। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন– প্রথমত, এই ক্ষেত্রে কী কী করা সম্ভব, তা বেশিরভাগ তরুণ জানে না। এরা নিজেরা শুরু করতে ভয় পায়। মূল কারণ শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা এবং কাজ ও ব্যবসায় অনাগ্রহ। দ্বিতীয়ত, যারা এসব কাজে জড়িত, তাদের খবর ছড়িয়ে দেয়া হয় না। এই দুটো বাধা অতিক্রম করতে পারলে বাকিগুলো তরুণ প্রজন্ম নিজেরাই সমাধান করে নেবে। তাদের শুধু দুনিয়াকে দেখানো দরকার, বাংলাদেশ থেকেও এখন বিশ্বমানে কাজ হচ্ছে। অনেক বিদেশি কোম্পানিরই ডেভেলপমেন্ট টিম রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ থেকেই তৈরি হচ্ছে 'ড্রিফট ম্যানিয়া', 'হকি ফাইট', 'মাইক ভি'র মতো জনপ্রিয় সব গেম এবং এরা 'অ্যাংগ্রি বার্ডস', 'টিনি উইংস', 'কাট দ্য রোপ'-এর মতো তারকাখ্যাতিসম্পন্ন গেমের সাথে পাল্লা দিয়ে জায়গাও করে নিচ্ছে টপ চার্টে!

সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের নিজেদেরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে উত্তরসূরি ও পূর্বসূরিদের মাঝে মেলবন্ধন গড়ে দিতে হবে, ডেভেলপারদের দিতে হবে তাদের কাজের উপযুক্ত স্বীকৃতি; তবেই মিলবে অনুপ্রেরণা, আর তৈরি হবে সাফল্যের ধারাবাহিকতা।

ফিডব্যাক : nurbaharyeasha@yahoo.com, rafidwahid@gmail.com

দ্য রান

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

নিড ফর স্পিড হট পারসুইটের পর আরেকটি চটকদার গেম বের হলো রেসিং গেম সিরিজে, যার নাম দ্য রান। শিফট ও শিফট ২ আনলিশড ট্র্যাক রেসিং গেম কিন্তু দ্য রানের জগত ট্র্যাকের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দ্য রানের জগত অনেক বিশাল, যা সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ গেমের রাস্তার ব্যাপ্তি হট পারসুইটের চেয়ে তিনগুণ বড়। গেমটির ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছিল প্রায় তিন বছর ধরে। গেমটির বের হওয়ার আগেই এনএফএস সিরিজের আরো কয়েকটি গেম বাজারে চলে এসেছে। সবার সামনে চমক তুলে ধরার জন্য নির্মাতারা কিছুটা ধৈর্য নিয়েই এ গেমের কাজ সমাধা করেছেন। কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গেমটি বের হওয়ার পর বেশ প্রশংসিত হয়েছে এবং গেমপ্লে বেশ চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় গেমার মহলে বেশ সাড়া পড়েছে। মোস্ট ওয়ান্টেডের পর এ গেম সিরিজের দাপট কিছুটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় যুগের গেমগুলো আবার তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। নতুন গেমগুলোতে গেম রিয়ালিটির সাথে সাথে গেমের গ্রাফিক্স, সাউন্ড ও গেমপ্লে আরো উন্নত করার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। গেম সিরিজটির নতুন করে জনপ্রিয়তা পাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গেমটির অটোলগ নামের অনলাইন গেমিং অপশন। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০-এর জন্য গেমটি ডেভেলপ করেছে ইএ ব্ল্যাকবক্স এবং উইই ও নিনটেনডো থ্রিডিএস কনসোলের জন্য গেমটি ডেভেলপ করেছে ফায়ারব্রান্ড গেমস। মূলত গেমটির পাবলিশার হচ্ছে ইলেকট্রনিক আর্টস, কিন্তু জাপানে পাবলিশ করেছে সেগা। গেমটিতে সিঙ্গেল ও মাল্টিপ্লেয়ার উভয় অপশনই রাখা হয়েছে।

গেমের মিউজিক কম্পোজ করেছেন বিখ্যাত কম্পোজার ব্রায়ান টেইলার। ইগল আই, দ্য এক্সপ্যান্ডেবলস, ব্যাটল লস অ্যাঞ্জেলেস, দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন, র‍্যাম্বো, ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস, ফাস্ট ফাইভ ইত্যাদি মুভির কম্পোজিশন ছাড়াও তিনি কল অব ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার ৩ ও ফারক্রাই৩ গেমের মিউজিক কম্পোজ করেছেন।

গেমটি বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ইএ ডিজিটালের ইল্যুশন সিই কোম্পানির বানানো ফ্রস্টবাইট ২ নামের ইঞ্জিন দিয়ে। এ গেম ইঞ্জিন দিয়ে ডেভেলপ করা কয়েকটি নামকরা গেমের মধ্যে রয়েছে- ব্যাটলফিল্ড ব্যাড কোম্পানি, ব্যাটলফিল্ড ১৯৪৩, ব্যাটলফিল্ড ব্যাড কোম্পানি ২, ব্যাটল ফিল্ড ব্যাড কোম্পানি ২- ভিয়েতনাম, ব্যাটলফিল্ড ৩ ও মেডেল অব অনার মাল্টিপ্লেয়ার মোড)। এ গেম ইঞ্জিন দিয়ে এ গেমটি ডেভেলপ করা হয়েছে ডিরেক্টএক্স ১০ ও ১১ সাপোর্টসহ। এটি ডিরেক্টএক্স ৯ সাপোর্ট করবে না, তাই গেমটি এক্সপি সাপোর্ট করে না। এক্সপিতে ডিরেক্টএক্স ১০ ইনস্টল করে হয়তো খেলা যাবে, কিন্তু পারফরম্যান্স ভালো হবে না। এ গেম ইঞ্জিনটি এবারের মতো প্রথম নিড ফর স্পিড সিরিজের গেম বানানোর জন্য ব্যবহার করা হলো। শিফট ও শিফট ২ বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাডনেস এবং হট পারসুইট বানাতে ব্যবহার করা হয়েছিল চ্যামেলিওন। তাই যারা আগের গেমগুলো খেলেছেন তারা নতুন গেম ইঞ্জিনে বানানো এ গেমটি খেলে ভিন্ন স্বাদ পাবেন।

নিড ফর স্পিড সিরিজের গেমগুলোকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম যুগের শুরু ১৯৯৪ সালে দ্য নিড ফর স্পিড নামের গেম দিয়ে। এ যুগের গেমগুলো হচ্ছে- নিড ফর স্পিড ২, হট পারসুইট, হাই স্টেকস, পোরশে আনলিশড, মোটর সিটি অনলাইন ও হট পারসুইট ২। দ্বিতীয় যুগের গেমগুলো হচ্ছে- আন্ডারগ্রাউন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড ২, মোস্ট ওয়ান্টেড, কার্বন, প্রোস্ট্রিট ও আন্ডারকভার। তৃতীয় বা নতুন যুগের গেমগুলো হচ্ছে- শিফট, নাইট্রো, ওয়ার্ল্ড, হট পারসুইট, শিফট ২ আনলিশড ও দ্য রান। তৃতীয় যুগের গেমগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গেমের অটোলগ ফিচার যাতে বিশ্বের বাঘা বাঘা নিড ফর স্পিড সিরিজের গেমাররা অনলাইনে নিজেদের মধ্যে মোকাবেলা করে নিজ যোগ্যতা জাহির করতে পারেন।

গেমের শুরুতেই দেখা যাবে অজ্ঞান জ্যাক রাওর্কে লাল রঙের পোরশে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের সাথে বাঁধা অবস্থায়। শক্তিশালী ম্যাগনেটের সাহায্যে তাকে গাড়িসহ পুরনো গাড়ি পিষে ফেলার মেশিনের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তাকে গাড়ি থেকে বের হতে সাহায্য করতে হবে গেমারকে। এক সন্ত্রাসী চক্রের হাতে পড়ে তার এ দশা হতে চলেছিল। সেখান থেকে সে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে এবং শত্রুপক্ষের গাড়ির সাথে যুদ্ধ করে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তাকে সে শহর ছেড়ে যেতে হবে তা না হলে তার রক্ষে নেই। এমন সময় স্যাম হার্পার নামের এক সুন্দরী তাকে একটি কাজ অফার করে। জ্যাকের ড্রাইভিং স্কিলের ওপর ভরসা করে স্যাম ইলিগ্যাল স্ট্রিট রেসিং প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য সুযোগ করে দেয়, যার প্রাইজমানি পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। রেসের শুরু সানফ্রান্সিসকো থেকে এবং গন্তব্য হচ্ছে নিউইয়র্ক, যা প্রায় ৩০০০ মাইল দূরে। তাকে মোকাবেলা করতে হবে ২০০ জন রেসারের সাথে, সেই সাথে সন্ত্রাসী চক্রের সদস্য এবং পুলিশের সাথে লড়াই করতে হবে। বিশাল এ রেসটিকে ভাগ করা হয়েছে ১০টি স্টেজে। বিভিন্ন স্থানে স্টপেজ রয়েছে যেমন- লাস ভেগাস, ডেনভার, ডেট্রয়েট ইত্যাদি। গেমারকে ড্রাইভ করতে হবে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার রাস্তা, যার মধ্যে রয়েছে শান্ত গ্রাম্য রাস্তা, কোলাহলপূর্ণ শহরের রাস্তা, মরুভূমির মাঝের হাইওয়ে, তুষারাবৃত পাহাড়ি রাস্তা ইত্যাদি। গেমের স্বাদ আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য রাখা হয়েছে তুষারঝড়, বৃষ্টি, মরুভূমির ধুলোর ঝড়, পাহাড়ি ধস, শত্রুপক্ষের হেলিকপ্টারের গুলি, বেশ কড়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সযুক্ত পুলিশের গাড়ি ইত্যাদি।

এবারের মতোই প্রথম নিড ফর স্পিড সিরিজের কোনো গেমে ক্যারেক্টারকে নিয়ে খেলার অপশন রাখা হয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তাদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে আবার নতুন করে গাড়ি সংগ্রহ করা, ট্রেন লাইনের ওপর ট্রেনের সাথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানো, গাড়ি দিয়ে হেলিকপ্টার ধ্বংস করার মুহূর্তগুলো দেখার সময় মনেই হবে না তা গেম, মনে হবে কোনো অ্যাকশন মুভির ট্রেইলার দেখছেন। গেমে অনেক গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে তিনটি লিমিটেড এডিশন কার রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ল্যাম্বোরগিনি অ্যাভেন্টেডর, পোরশে ৯১১ ক্যারেরা এস ও শেলবি কামারো জেডএলওয়ান। গেমের গাড়ির কন্ট্রোলিং কিছুটা কঠিন। তবে

রাস্তা অনুযায়ী গাড়ি বাছাই করতে পারলে তেমন সমস্যা হবে না। গাড়ি বদল করার জন্য পথিমধ্যে ফিলিং স্টেশনে থামিয়ে তা বদল করা যাবে এবং সে সময় রেস পজ করা থাকবে। নিড ফর স্পিড এডিশন কারগুলো স্পেশাল টিউনিং করা, তাই সেগুলো দিয়ে ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে।

নিড ফর স্পিড সিরিজের গেমগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত মাঝারি মানের পিসি কনফিগারেশন চাওয়া হয়, কিন্তু দ্য রানের ক্ষেত্রে বেশ ভালো কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়েছে। গেমটির মিনিমাম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টে চাওয়া হচ্ছে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা সমমানের এএমডি অ্যাথলন এক্স টু প্রসেসর, ৩ গিগাবাইট র‍্যাম, ১৮ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও ডিরেক্টএক্স ১০ সাপোর্টেড ৫১২ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ জিটি বা এটিআই রাডেওন এইচডি ৪৮৭০)। রিকমেন্ডেড কনফিগারেশন হিসেবে কোর আই ৫ সিরিজের ২.৬৬ গিগাহার্টজ গতির প্রসেসর বা সমমানের এএমডি ফেনম ২ এক্সফোর প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট র‍্যাম এবং জিফোর্স জিটিএক্স ৫৬০ বা রাডেওন এইচডি ৬৯৫০ গ্রাফিক্স কার্ড। ■

রেনেগেড অপস

জাস্ট কজ গেমের মতো দুর্দান্ত গেমের নির্মাতা সুইডিশ কোম্পানি অ্যাভালানসে স্টুডিও ডেভেলপ করেছে আরেকটি শ্বাসরুদ্ধকর গেম, যার নাম রেনেগেড অপস। গেমটি পাবলিশ করেছে জাপানের বিখ্যাত গেম ডেভেলপার ও পাবলিশার কোম্পানি সেগা। গেমটি মূলত স্ট্র্যাটেজি টাইপের ভেহিক্যেল ভিত্তিক শুটিং গেম। গেমের আকার ছোট কিন্তু তাই বলে গেম বানানোর কাজে কোনো কমতি রাখা হয়নি। গেমটি বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে দুটি শক্তিশালী গেম ইঞ্জিন, যার একটি হচ্ছে অ্যাভালানসে ইঞ্জিন ২.০ এবং অপরটি হচ্ছে হাভক ফিজিক্স। আইরিশ কোম্পানি হাভকের এ শক্তিশালী গেম ইঞ্জিন দিয়ে বেশ কিছু নামকরা গেমের জন্ম হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে- বায়োশক, কোম্পানি অব হিরোস, দেন টেন আল্টিমেট অ্যানিহিলেশন, ডার্ক সেক্টর, ডেড রাইজিং, ডিয়াবলো ৩, দ্য এল্ডার স্ক্রোলস ৪, ফলআউট ৩, ফলআউট-নিউ ভেগাস, এফইএআর, হাফ লাইফ ২, হ্যালো, হেভি রেইন, জাস্ট কজ, কিল জোন, ম্যাক্স পেইন ২, এলএ নোইরে, লস্ট প্লানেট, অপারেশন ফ্লাশপয়েন্ট, পেইনকিলার, সেইন্টস রো, ডেড ফ্যাকশন, পোর্টাল, রেসিডেন্ট ইভিল, সোল ক্যালিবার, দ্য উইচার ২, দ্য সাবোটিয়ার, স্ট্রংহোল্ড ৩, স্টারক্রাফট ২, উলফেনস্টাইন, আনচার্টেড সিরিজসহ আরো অনেক গেম। এ ইঞ্জিনের বানানো কোনো গেমই ফেলনা নয় তা নাম দেখেই বুঝতে পারছেন। কারণ প্রত্যেকটিই বেশ ব্যবসাসফল গেম।

সিনিস্টার টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের কমান্ডার ইনফার্নো তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করার জন্য ইউরোপের ওপরে ভয়ঙ্কর এক বোমা নিক্ষেপ করে বিশ্ববাসীকে চমকে দেয়। আতঙ্কিত হয়ে ওয়ার্ল্ড লিডাররা এক মিটিংয়ের আয়োজন করেন এবং সেখানে ইনফার্নো পুরো বিশ্বকে নিজের করায়ত্ত নেয়ার মনোভাবনা প্রকাশ করে। কেউ তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সাহস করে না, কিন্তু জেনারেল ব্রায়ান্ট চুপ থাকার নয়। সে তার চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজের একটি ছোট মিলিটারি টিম তৈরি করে ইনফার্নোর একনায়কতন্ত্রের অভিলাষ ঘুচিয়ে দেয়ার জন্য। গেমের কাহিনীতে তেমন একটা নতুনত্ব না থাকতে পারে, তবে গেমপ্লেতে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে এ গেমে।

গেমে মোট চারজনকে নিয়ে খেলা যাবে, তবে বোনাস ক্যারেক্টার হিসেবে হাফ লাইফ গেমের ক্যারেক্টার ড. গর্ডন ফ্রিম্যানকে আনলক করে নিতে হবে। পাঁচজনের গাড়ি ও স্পেশাল পাওয়ার আলাদা, তাই গেমটি আরো বেশি উপভোগ্য হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্পেশাল পাওয়ারের মধ্যে রয়েছে এয়ার স্ট্রাইক, হেভি গ্যাটলিং গান, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পালস, হেভি আর্মার ও এলিয়েন কল। গেমে মিশন রয়েছে মাত্র নয়টি, কিন্তু তা মোটামুটি বড় আকারের। লেভেলআপ করার সাথে সাথে কিছু নতুন ক্ষমতা পাওয়া যাবে, যা ব্যবহার করে আরো সহজে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করা যাবে। গেমে দু'জন প্লেয়ার একসাথে স্প্লিট স্ক্রিনে গেম খেলার সুবিধা পাবেন। অনলাইনে ৪ জন একসাথে খেলা যাবে। অনলাইন লিডারবোর্ডের লিস্টের প্লেয়ারদের সাথে টেক্কা দিয়ে নিজের দক্ষতা যাচাই করার সুযোগও রয়েছে। গেমের একটি সমস্যা হচ্ছে গেম সেভ করার কোনো অপশন নেই, পুরো মিশন শেষ করতে হবে। গেমে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাইফ শেষ হয়ে গেলে গেমটি আবার মিশনের প্রথম থেকে শুরু হবে।

গেমটির গ্রাফিক্স উঁচুমানের, তাই ছোট আকারের গেম হওয়া সত্ত্বেও তা চালানোর জন্য মোটামুটি ভালো কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়েছে। গেমটি চালানোর জন্য চাওয়া মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে- ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, ডিরেক্টএক্স ১০.১ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

গ্যাটলিং গিয়ারস

গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বড় বড় গেম বানানোর পাশাপাশি কিছু রোমাঞ্চকর ও শ্বাসরুদ্ধকর গেম বানানো শুরু করেছে। এগুলো গেমপ্লে টাইম তেমন একটা বড় নয়, কিন্তু বারবার খেলার মতো গেম। আকারে ছোট তাই হার্ডডিস্কে তেমন একটা জায়গা দখল না করে তা রেখে দেয়া যায় এবং যখন ইচ্ছে খেলা যায়। মাল্টিপ্লেয়ার অপশন থাকায় গেমগুলো বাসায় বন্ধু এলে তার সাথে জুটিয়ে খেলা যায় বলে আরো বেশি মজা পাওয়া যায়। এরকম একটি গেম হচ্ছে গ্যাটলিং গিয়ারস। গেমটি অনেকটা রেনেগেড অপসের মতোই, তবে রেনেগেড অপসে ব্যবহার করা হয়েছে গাড়ি এবং এখানে রয়েছে স্টিমপাঙ্ক মেক নামের রোবট জাতীয় এক ধরনের যুদ্ধযান। গেমটি ডেভেলপ করেছে ভ্যানগার্ড এন্টারটেইনমেন্ট এবং পাবলিশ করেছে বিখ্যাত গেম নির্মাতা কোম্পানি ইলেকট্রনিক আর্টস। ভ্যানগার্ড গেমসের পূর্ব নাম ছিল ডব্লিউ! কিন্তু কিলজোন গেম সিরিজের নির্মাতা গেরিলা গেমস ডব্লিউ! গেমসের সাথে মিলে নতুন করে বানিয়েছে ভ্যানগার্ড গেমস। ভ্যানগার্ড গেমসের বানানো প্রথম গেম এ গ্যাটলিং গিয়ার। গেমটি উইন্ডোজ, প্লেস্টেশন নেটওয়ার্ক ও এক্সবক্স লাইভ আর্কেড প্লাটফর্মের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যারা আগে গেমসের দোকানে গিয়ে গেম খেলতেন, তাদের গেমটি খেলার সময় মনে হবে পুরনো দিনের কথা। গেমটি খেলার ধাঁচ অনেকটা আর্কেড মেশিনে গেম খেলার মতো।

গেমটি বানানো হয়েছে গ্রিড কর্প নামের টার্ন ভিত্তিক স্ট্র্যাটেজি গেমের কাহিনীর সূত্র ধরে। গ্রিড কর্পে ব্যবহার করা ক্যারেক্টার এবং গেমপ্লের কিছুটা দেখা পাওয়া যাবে এ গেমে তবে একটু ভিন্ন রূপে। গ্রিড কর্পের পটভূমি মিসনাউড নামের জগতে চারটি ফ্যাকশন ছিল। এগুলো হচ্ছে- ফ্রিম্যান নামের ট্রাইব বা উপজাতি যারা পরিবেশকে সম্মান করে, পাইরেট যারা অন্যান্য ফ্যাকশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি-ডাকাতি করে দিনযাপন করে, কার্টেল নামের সম্পদ আহরণকারী দল এবং এম্পায়ার যাদের রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করার জন্য এম্পায়ার মরিয়া হয়ে উঠবে এবং সব এলাকা চষে বেড়াবে। তারা বানাবে বিশাল বিশাল কিছু মেশিন, যা পরিবেশ তছনছ করে দিয়ে সবার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ক্রমভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ হওয়ার দশা দেখে বিডিয়ার্ড গ্যাটলিং গিয়ার পাইলট ম্যাক্স ব্রাউলো আর চুপ থাকতে পারেন না। অন্যায়ভাবে সম্পদ লুটে নেয়া রোধ করার জন্য সে এবং তার দল নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এম্পায়ারের বিরুদ্ধে।

গেমটি স্ট্র্যাটেজি টাইপের মাল্টি-ডিরেকশনাল শুটিং গেম, যা অন্যান্য স্ট্র্যাটেজি গেমের মতো শুধু এক হাতে অর্থাৎ মাউস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মতো গেম নয়। এতে দু'হাতই দারুণ ব্যস্ত রাখতে হবে, কারণ গেমের বেশিরভাগ সময় অ্যাকশনে থাকতে হবে। কিবোর্ড দিয়ে স্টিমপাঙ্ক মেক বা গ্যাটলিং গিয়ারের স্টিয়ারিং কন্ট্রোল এবং মাউস দিয়ে ফায়ার ও রোটেশনের কাজ করতে হবে। মারকাটা ধরনের অ্যাকশন রাখা হয়েছে গেমে। চোখের সামনে যা কিছু পড়বে সবকিছুই ধুলিসাৎ করে দিতে হবে। কারণ যত বেশি ধ্বংস করা যাবে তত বেশি পয়েন্ট। এসব পয়েন্ট গ্যাটলিং গিয়ার বা যুদ্ধযান আপগ্রেড করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। গ্যাটলিং গিয়ারগুলো দিয়ে ধ্বংস করতে হবে এম্পায়ারের রোবট, ট্যাঙ্কবাহন ও বিশালাকার যুদ্ধযান ইত্যাদি।

গেমটি চালানোর জন্য ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ১.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এটিআই র‌্যাডেওন এক্স১৩০০ বা এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৬০০) এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের গ্রাফিক্স ও শব্দশৈলী এককথায় চমৎকার।

ইগনাইট

নিড ফর স্পিড সিরিজের নতুন গেম দ্য রান বেশ ভালো হয়েছে এবং সেজন্য একবার বসলে তার অনেকটা শেষ না করে উঠতে ইচ্ছে করে না। তাই গেমটি শেষ হতে বেশিদিন লাগবে না। আর পিসিতে রেসিং গেম না থাকলে তো আর ভালো লাগে না। অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার ও শুটিং গেম খেলে বিরক্ত হয়ে যাওয়া গেমারদের হাত নিশপিশ করতে থাকে কিছুটা ভিন্নধর্মী গেমের জন্য। সেই ভিন্নধর্মী গেম হিসেবে রেসিং গেমগুলো বেশ ভালো সময় কাটানোর জন্য। একেকবার একেক গাড়ি নিয়ে খেলে দেখার মজাই আলাদা। তারপরও বেশিদিন একই গেম খেলতে ভালো লাগে না। তাই যাদের নিড ফর স্পিড দ্য রান খেলা শেষ হয়ে যাবে তারা হতাশ হবেন না। কারণ তাদের জন্য রয়েছে আরেকটি রেসিং গেম, যার নাম ইগনাইট। গেমটি ডেভেলপ করেছে নেমেসিস গেমস এবং পাবলিশ করা হয়েছে জাস্ট এ গেমসের ব্যানারে। রেসিং গেমটি অন্যান্য রেসিং গেমের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ রেসের পাশাপাশি আরো কিছু কাজ করতে হবে এ গেমে। রেসিং গেমের যে নিয়ম সে নিয়মেই খেলতে হবে গেমটি। অর্থাৎ রেসে সবার আগে থাকতে হবে বা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিবার রেস জেতার পর নতুন কিছু আনলক হবে। তা হতে পারে নতুন মডেলের গাড়ি, নতুন রেস ট্র্যাক, নতুন টাইপের গাড়ি, স্পেশাল কনফিগারেশনযুক্ত গাড়ি ইত্যাদি। গেমে তিন ধরনের গাড়ি রাখা হয়েছে– মাসল, স্ট্রিট ও রেস। মাসল কারগুলো ড্রিফটের জন্য ভালো, স্ট্রিট কারগুলো হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য ভালো এবং রেস কারগুলো সব দিক থেকেই ভালো। কিন্তু প্রথমত শুধু মাসল ও স্ট্রিট কারগুলো আনলক করা যাবে, রেস সিরিজের কারগুলো পরে আনলক হবে। ভিন্ন স্বাদের রেস ড্রাইভিং উপভোগ করা যাবে ভিন্নধর্মী এ গাড়িগুলো থেকে।

গাড়িগুলো কোনো রিয়েল ওয়ার্ল্ড কার ম্যানুফ্যাকচারারের গাড়ি নয়। কাল্পনিক কিছু ম্যানুফ্যাকচারার বানিয়ে আসল গাড়িগুলোর আদলে বানানো মডেলে এ গেমের গাড়িগুলো বানানো হয়েছে। বেশ অদ্ভুত গাড়িগুলো সবার কাছে ভালো নাও লাগতে পারে।

গেমের কোনো কাহিনী নেই, শুধু রেস আর রেস। গেমে ১০০০ স্কোর করতে পারলে তারপর থেকে আনলিমিটেড নাইট্রাস বুস্ট ব্যবহার করা যাবে। গেমে একটুর জন্য প্রতিপক্ষের পেছনে পড়ে গেলেও ক্ষতি নেই কারণ এখানে পয়েন্টের ভিত্তিতে রেস জেতার ব্যাপারে প্রভাব ফেলা যায়। দুয়েক সেকেন্ডের জন্য পেছনে পড়ে গেলে বেশি পয়েন্ট থাকলে সে পয়েন্ট টাইমে কনভার্ট করা হয় এবং তারপর ফাইনাল টাইম কাউন্ট করা হয়। গেমে প্রায় ৩৫টি রেস রয়েছে ৭টি ভিন্ন জায়গায়। গেমের কন্ট্রোলিং বেশ ফ্লেক্সিবল। অনেকটা পুরনো দিনের নিড ফর স্পিড ২-এর মতো। তাই কিছুটা সামলে খেলতে হবে। বন্ধুদের সাথে কে কত স্কোর করতে পারে তা নিয়ে লড়াই করে খেলার মতো একটি গেম এটি। ছোট-বড় সবাই গেমটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। গেমটি চালানোর জন্য বেশ কম কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়েছে নতুন বের হওয়া অন্য গেমগুলোর তুলনায়। গেমটি চলাতে লাগবে ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪ মানের ৩ গিগাহার্টজ গতির প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম এক্সপির জন্য ও ২ গিগাবাইট র‌্যাম ভিসতা বা সেভেনের জন্য, ৫১২ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড এবং ১ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের সাইজ ছোট, কিন্তু গেমপ্লে টাইম মোটামুটি ভালোই। রেসগুলো রেসিং ট্র্যাকে খেলতে হবে, তাই আলাদা করে বিশাল এনভায়রনমেন্টের গ্রাফিক্স করার প্রয়োজন পড়েনি বিধায় গেমের আকার ছোট হয়েছে।

বার্নআউট প্যারাডাইস

বার্নআউট নামে ইলেকট্রনিক আর্টসের একটি রেসিং গেম সিরিজ রয়েছে, যার নাম হয়তো সবার জানা নেই। যারা পিসি গেমার তাদের অনেকেই এই সিরিজের গেমগুলোর সাথে পরিচিত নন, কিন্তু কনসোল গেমাররা এই সিরিজের গেম খেলে থাকবেন। কারণ এই সিরিজের গেমগুলো শুধু কনসোলের জন্য মুক্তি দেয়া হতো। পিসি গেমাররা হতাশ হবেন না, কারণ আপনাদের জন্য রয়েছে সুখবর – বার্নআউট সিরিজের পঞ্চম পর্ব বার্নআউট প্যারাডাইস কনসোলে মুক্ত করার পাশাপাশি পিসির জন্যও রিলিজ করা হয়েছে। গেমটির গ্রাফিক্সের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে রেন্ডারওয়্যার নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি ডেভেলপ করেছে ক্রাইটেরিয়ন গেমস এবং পাবলিশ করেছে ইএ।

বার্নআউট প্যারাডাইসে রেস খেলার মজা দ্বিগুণ এবং খেলার মজা দ্বিগুণ করার জন্য রয়েছে আরো অনেকরকম ইভেন্ট। যেমন– মিশন দেয়া হবে গাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত না করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে এবং গাড়িকে ঘায়েল করার জন্য থাকবে কিছু গাড়ি, যেগুলো পদে পদে বাধা দেবে। এ ইভেন্টের নাম মার্কসম্যান। আরেকটি ইভেন্ট হচ্ছে রোড রেজ, এতে বিপরীত পক্ষের গাড়ি ড্যামেজ করতে হবে। রাস্তায় দ্রুতবেগে ছুটে চলার সময় প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে হবে যাতে রাস্তার পাশে বা অন্য কোনো গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে সেটা চুরমার হয়ে যায়। সাধারণ রেস তো রয়েছেই অন্যান্য রেসিং গেমের মতো, কিন্তু তাতে আবার রয়েছে একটু ভিন্নতা। অন্যান্য রেসিং গেমে রেসিং ট্র্যাক নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে বা একটিই মাত্র রাস্তা থাকে রেস খেলার জন্য। কিন্তু এই গেমে আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে যেকোনো রাস্তা

দিয়ে পৌঁছতে পারবেন। আরো মজার একটি ইভেন্ট হচ্ছে স্টান্ট নামের ইভেন্ট। এতে গাড়ি নিয়ে বিশেষ কিছু কসরত দেখিয়ে অর্জন করতে হবে নির্ধারিত পয়েন্ট। বিশেষ কসরতগুলোর মধ্যে রয়েছে ড্রিফটিং, স্পিনিং, জাম্প, সুপার জাম্প, লাফিয়ে উঠে রাস্তার পাশের বিলবোর্ড ভাঙা ইত্যাদি। গেমে প্রায় ১৫০-এর মতো শর্টকাট রাস্তা আছে যাতে ঢোকার মুখেই হলুদ রঙের বেড়া দেয়া আছে। পুরো শহর খুঁজে ৪০০ বেড়া ভাঙতে পারলে রয়েছে বোনাস। এছাড়াও রয়েছে ৫০টি স্থান, যেখান থেকে সুপার জাম্প করতে পারবেন। শহরে রয়েছে ১২০টির মতো বিলবোর্ড যা ভাঙতে পারলে রয়েছে পুরস্কার। পুরো শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কার ওয়ার্কশপ, পেইন্ট শপ, গ্যাস ফিলিং স্টেশন, অটো রিপেয়ার শপ ইত্যাদি। এগুলো খুঁজে বের করতে হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে রিপেয়ার শপ, পেইন্ট শপ বা গ্যাস ফিলিং স্টেশনের সামনের প্যাসেজ দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলেই হবে, তাহলেই সাথে সাথে গাড়ি রিপেয়ার, পেইন্টিং বা গ্যাস ভরা হয়ে যাবে। এতে মোটরসাইকেল নিয়ে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে এবং গেমে প্রায় ৪ রকমের মোটরবাইক রয়েছে। কার, জীপ, ভ্যান, পিকআপ সব রকমের গাড়ি মিলিয়ে প্রায় ৭৫টি গাড়ি আনলক করা যাবে গেমটিতে। এই গেমে আপনাকে যে শহরটিতে বিচরণ করতে হবে তার নাম হচ্ছে প্যারাডাইস সিটি।

গেমের গ্রাফিক্স অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও নিখুঁত। গেমে স্পেশাল ইফেক্টের ব্যবহার বেশ অভিনব। গেমটি খেলতে ২.৮ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪.১ গিগাবাইট র‌্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড ও হার্ডড্রাইভে প্রায় ৪ গিগাবাইটের মতো ফাঁকা জায়গা লাগবে। ভিসতায় খেলার জন্য ২ গিগাবাইট র‌্যাম ও ৩.২ গিগাহার্টজের প্রসেসর হলে ভালো হয়।

ফিডব্যাক : shan_21@yahoo.com

কমপিউটার জগতের খবর

কলসেন্টারের জন্য ব্যান্ডউইডথের দাম কমেছে ৪০ শতাংশ

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ শুধু কলসেন্টার খাতে ব্যবহারের জন্য ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়েছে সরকার। বর্তমানে ব্যান্ডউইডথের নির্ধারিত দাম থেকে ৪০ শতাংশ কমিয়ে সেকেন্ডপ্রতি মেগাবাইটের তথা এমবিপিএসের দাম ৬০০০ টাকা করা হয়েছে। এক এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের চলতি দাম ১৫০০০ টাকা। এ সিদ্ধান্ত ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান জিয়া আহমেদ বলেন, কলসেন্টার শিল্প বাঁচিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ দাম কমানো হয়েছে। কলসেন্টার শিল্প বিকাশে সরকার ও কমিশন সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেবে।

বিটিআরসি এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩০০ কলসেন্টারের লাইসেন্স দিলেও বর্তমানে সক্রিয় আছে ৫৮টি। এ ছাড়া বিধিমালা অনুযায়ী লাইসেন্স নেয়ার ৬ মাসের মধ্যে চালু করতে ব্যর্থ হলে কলসেন্টারের লাইসেন্স বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছিল বিটিআরসি। সে ঘোষণার পরই প্রায় শ' দুয়েক লাইসেন্স বাতিল বা বিটিআরসিতে ফেরত এসেছে।

বিটিআরসির চেয়ারম্যান জানান, ব্যান্ডউইডথের দাম কমানোর পাশাপাশি দেশজুড়ে কলসেন্টার প্রশিক্ষণের বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিতে

বাংলা কিপ্যাড ছাড়া মোবাইল সেট আমদানি নিষিদ্ধ হচ্ছে

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলা কিপ্যাড ছাড়া মোবাইল ফোনসেট আমদানি নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের পর থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ তথা বিটিআরসি নীতিমালা করতে যাচ্ছে। বিটিআরসি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদ ২৫ নভেম্বর সাংবাদিকদের বলেন, শিগগিরই এ বিষয়ে নীতিমালা জারি হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়টি মোবাইল সেট আমদানিকারকদের ৬ মাস আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে তাদের প্রস্তুতির বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ২ মাস আগে সর্বশেষ তাদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।

বিটিআরসির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ মোবাইল হ্যান্ডসেট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আলীম বলেন, বিশ্বে মোবাইল সেটে ৪০ ভাষার কিপ্যাড ব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে মোবাইল ফোনসেট প্রস্তুতকারীদের জন্য বাংলাভাষা তেমন জরুরি ছিল না। বিটিআরসির এই সিদ্ধান্তে এখন বাংলা ভাষার প্রয়োজন বাড়বে। কারণ বাংলাদেশে বছরে ৫০ লাখ সেট আমদানি হয়ে থাকে।

'দক্ষিণ এশিয়ায় আইটি খাতের কেন্দ্র হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ'

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটি খাতে এশিয়ার মধ্যে চীন ও ভারতের পর পরবর্তী কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশকে দেখছেন বিখ্যাত মার্কিন আইটি বিশেষজ্ঞ অ্যাড ফ্রাঙ্কলিন। সম্প্রতি নিউইয়র্কে বাংলানিউজকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন তিনি।

অ্যাড ফ্রাঙ্কলিন বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ভারতের চেয়ে সম্ভাবনাময় বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে আইটি খাতে সম্ভাবনার বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন তিনি।

ভার্টুস্ট্রিম কোম্পানির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন তিনি। এই কোম্পানিটি এখন মধ্য ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে সেবা দিচ্ছে।

ফ্রাঙ্কলিন বলেন, নিজস্ব ক্লাউড ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে অনেক জ্বালানি খরচ কমাতে পারে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে এখানে ৯৫ শতাংশ কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন কমাতে পারবে। দেশের চলমান জ্বালানি সমস্যার একটি সমাধানও হতে পারে এই প্রযুক্তি।

সিটি ফিন্যান্সিয়াল আইটি কেস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ তৃতীয়বারের মতো সিটি ফিন্যান্সিয়াল আইটি কেস প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ এবং ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে বিজয়ীদের সম্মানিত করতে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের। বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। ফিন্যান্স এবং তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি করা প্রকল্প নিয়ে প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

সিটি গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিটি ফাউন্ডেশন, সিটি ব্যাংক এনএ, ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক তথা ডি.নেট প্রতি বছর এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সিটি কান্ট্রি অফিসার এবং এমডি রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রযুক্তিবিদ মুনির হাসান, ডি.নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হান, বেসিসের সিনিয়র সহ-সভাপতি একেএম ফাহিম মাশরুর প্রমুখ।

এবারের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রকল্প নিয়ে বুয়েটের স্পন্দন দল প্রথম হয়েছে। তারা পেয়েছে ৩০০০ ডলার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটের ক্রম হয়েছে প্রথম রানারআপ। তারা পেয়েছে ২০০০ ডলার। এছাড়া বুয়েটের থান্ডারস্টর্ম দ্বিতীয় রানারআপ এবং স্লাইপারস ও চেরিওটস যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছে।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্টিভ জবস

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ অ্যাপল কমপিউটার ইনকরপোরেটেডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত স্টিভ জবস পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। টাইমস অব ইন্ডিয়া এ তথ্য জানিয়েছে। ভারতের

বেঙ্গালুরুর ইনস্টিটিউট অব ফিন্যান্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট তথা আইএফআইএম বিজনেস স্কুলে 'দশকের সেরা প্রধান নির্বাহী' হিসেবে পাঠ্যসূচিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি। এতে ব্যবসায় অনুষদের শিক্ষার্থীদের ৪র্থ সেমিস্টারে লিডারশিপ শীর্ষক বিষয়ে স্টিভ জবসের বিস্তারিত জীবন সম্পর্কে পড়ানো হবে। এর আগে প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির জীবনী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচিতে যুক্ত করেছিল।

স্টিভ জবসের জীবনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একজন আদর্শ ও সফল ব্যবসায়ীর নানা দিক সম্পর্কে জানতে পারবে বলে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠানটির। আইএফআইএমের সহকারী অধ্যাপক শাহজি কুরিয়ান বলেন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রয়োজন হয় মেধা, বুদ্ধি কিংবা দারুণ কিছু উদ্ভাবনের ক্ষমতা। সে কাজটি করে গেছেন স্টিভ জবস, যা সারা বিশ্ব পরিবর্তন করেছে।

সংসদ সদস্যরা নিচ্ছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে এবার হাতেকলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সংসদ সদস্যরা। তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানবিকাশে জাতীয় সংসদে শুরু হয়েছে সংসদ সদস্যদের জন্য 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অবহিতকরণ' শীর্ষক কর্মশালা। ২০ নভেম্বর জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী ১০ দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। সংসদ সচিবালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য এবিএম গোলাম মোস্তফা, জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (আইপিডি) ও সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রণব চক্রবর্তী ও আইপিডি প্রকল্পের চিফ টেকনিক্যাল অফিসার মর্সিয়া মনহে।

সংসদ সচিবালয় ও আইপিডির যৌথ উদ্যোগে জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগারে আয়োজিত কর্মশালা উদ্বোধনের পর ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সংসদ সদস্যদের মাঝে কোর্স মডিউল বিতরণ করেন।

ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী বলেন, সময়োপযোগী চেতনায় বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান আজ ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। গণমানুষের স্বপ্নপূরণ এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার পথ দেখাচ্ছে।

এলিফ্যান্ট রোডে আইসিটি মেলা ১৯-২৬ ডিসেম্বর

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ আগামী ১৯ থেকে ২৬ ডিসেম্বর রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে অনুষ্ঠিত হবে 'ডিজিটাল আইসিটি ফেয়ার-২০১১'। কমপিউটারের ব্যবহার বাড়াতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে এর সুফল ছড়িয়ে দিতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি তথা আইসিটির এই মেলা হবে মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে। এর থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত ৯৬ হাজার বর্গফুট জায়গায় ৪৫০টি দোকানে এই আয়োজন থাকবে। মেলায় প্রতিটি প্রযুক্তিপণ্যে থাকবে বিশেষ ছাড় ও আকর্ষণীয় উপহার। বিশেষ আয়োজন হিসেবে থাকছে আইসিটি নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, রক্তদান কর্মসূচি ইত্যাদি। বিনামূল্যে মেলা পরিদর্শনের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল থেকে আয়োজক কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা।

মাত্র ৪০,০০০ টাকায় অপটমা প্রজেক্টর!

বড় পর্দায় মুভি উপভোগ করার অভাবনীয় সুযোগ নিয়ে এসেছে ইউনিক বিজনেস সিস্টেমস্ লিমিটেড। সকল শ্রেণীর মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে মাত্র ৪০,০০০ টাকায় Optoma-ES526 DLP প্রজেক্টর। সর্বাধুনিক টেকনোলজির ES526 উচ্চ প্রজেক্টরটি হাইরেজ্যুলেশন SVGA / XGA কন্ট্রাস্ট রেশিও ৩০০০:১, ২৮০০ লুমেন, 1W স্ট্যান্ডবাই মুড, ১.০৭ বিলিয়ন কালার ডিসপ্লে এবং ২ড স্পিকার, ৪০০০ঘণ্টা ল্যাম্প লাইফ, মাত্র ২.৩ কেজি ওজন। আরো বিস্তারিত জানতে হেড অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস গুলোতে যোগাযোগ করুন স্টক খুবই সীমিত তাই জলদি সংগ্রহ করুন। ইউনিক বিজনেস সিস্টেমস লিঃ। ফোন : ০১৭৩০০৪৪৪০৬-১৩,

নরটনের নতুন অ্যান্টিভাইরাস এসেছে

কমপিউটার নিরাপত্তার সফটওয়্যার নরটনের সর্বশেষ সংস্করণ নরটন ২০১২ বাজারে এসেছে। রাজধানীর একটি হোটেলে সম্প্রতি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের সর্বশেষ সংস্করণ বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দেয় নরটনের পরিবেশক কমপিউটার সোর্স।

সংবাদ সম্মেলনে নরটন ইনকরপোরেটেডের এশিয়া অঞ্চলের (বিজনেস কনজ্যুমার) পরিচালক মুহাম্মদ ইফেন্দি ইব্রাহীম ও কমপিউটার সোর্সের পরিচালক আসিফ মাহমুদ নরটনের নতুন সংস্করণটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহারকারীর অনুপস্থিতিতেও হালনাগাদ হবে এবং ভাইরাস থেকে যন্ত্রকে রক্ষা করতে পারবে। বাজারে ছাড়ার আগেই এভিটেস্ট ইনস্টিটিউট থেকে নরটনের নতুন সংস্করণটির কার্যকারিতার ওপর নিবিড় পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

বেশ কিছু নতুন পণ্য এনেছে ফ্লোরা

ফ্লোরা এনেছে বেশ কিছু নতুন পণ্য।

ফেডালটি স্পিকার : অ্যাপল আইপড ডকিং স্টেশন সম্পন্ন ভিএ ২০০ আই মডেলের সনিক গিয়ার স্পিকারটিতে রয়েছে ১০ ওয়াট আরএমএস অ্যালার্মসমৃদ্ধ ডিজিটাল ঘড়ি, ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল এবং ৩ মিনিট পাওয়ার ব্যাকআপ। *পোর্টেবল স্পিকার :* সনিক গিয়ারের

বিভিন্ন রঙের গো আই অন-১ স্টাইলিশ ও দৃষ্টিনন্দন ডিজাইনের পোর্টেবল স্পিকার এফএম রেডিওযুক্ত। এতে রয়েছে এসডিকার্ড, এইউএক্স ইনপুট এবং রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। এলইডি টর্চলাইটযুক্ত অপর স্পিকারটিতে রয়েছে এলসিডি স্ক্রিন, গান পরিচালনা এবং রেকর্ডিং, ইউএসবি ফ্লাশ ড্রাইভ ডক, এসডি কার্ডরিডার প্রভৃতি। *আর্মাগাডন এ-৫ :* আর্মাগাডন এ-৫ স্পিকারটিতে রয়েছে ৭৫ ওয়াট আরএমএস, ২:১ পাওয়ারফুল মেগা সাব-উফার ওয়ার্ড রিমোট কন্ট্রোল, যাতে রয়েছে এইউএক্স-ইন এবং

হেডফোন জ্যাক। *ফেনডু এক্স ৩ :* স্টাইলিশ ডিজাইনের ৪২ ওয়াট

আরএমএসসমৃদ্ধ এই ২:১ স্পিকারটিতে রয়েছে উফার, [illegible]। বেস এবং ট্রেবল কন্ট্রোল।

হেডফোন ও মাইক্রোফোন: সনিক গিয়ার লুপ ১১ এক্স কমিউনিকেশন হেডফোনটি ১৫টি বিভিন্ন রঙে পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া রয়েছে ৬ সেট সিলিকন জেলসমৃদ্ধ এয়ার পাম্প প্রো এয়ারফোন এবং ভিএম ১২০ ও ভিএম ২০০ মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোনেরদাম ২৫০ হতে ৫৫০ টাকা এবং হেডফোনের দাম ৪০০ হতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত। যোগাযোগ : ০১৮১৮-৪৬৮৭৫৪। *স্ক্যানার পি১৫০ :* ক্যাননের পোর্টেবল স্ক্যানার পি-১৫০-এর স্ক্যানিং গতি ১৫ এসপিএম সাদাকালো, ১০ এসপিএম রঙিন এবং ইউএসবি ক্যাবলের মাধ্যমে পাওয়ার পেয়ে থাকে। এই ডুয়াল সাইডেড স্ক্যানারটির অপটিক্যাল রেজ্যুলেশন ৬০০ ডিপিআই। যোগাযোগ : ০১৭৩১-৪৬১৩৩৫। *ওয়্যারলেস মাউস :* ভার্বাটিম ন্যানো ওয়্যারলেস মাউস গ্রাফাইট ২.৪ গি.হা. গতিসম্পন্ন।

আইবিডিএন সিএসভি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে ২০-২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সার্টিফিকেশন ট্রেনিং অন 'আইবিডিএন সিএসভি ট্রেনিং'। এক্সপ্রেস সিস্টেম লি. তথা ইসিএল এবং বেলডেন ইউএসএ এর আয়োজন করে। বিভিন্ন ব্যাংক, টেলকো এবং করপোরেটের সিস্টেম ইঞ্জিনিয়াররা দু'দিনের এই ট্রেনিংয়ে অংশ নেন।

বেলডেন ইন্ডিয়া প্রা. লি.র টেকনিক্যাল সার্ভিসেস স্পেশালিস্ট গৌরভ ধামিজি ট্রেনিং পরিচালনা করেন এবং কপার ও ফাইবার স্ট্রাকচার্ড ক্যাবলিং সিস্টেম সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেন। অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে হ্যাকিংয়ে জড়িত ৭০০ কিশোর

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টের ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেফতার হয়েছে রাসেল ভূইয়া ও শান্ত মিজানুর রহমান ওরফে রায়হান নামের দুই কিশোর। র‌্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, 'সাইবার আর্মি গ্রুপ' নামে তাদের ওয়েবসাইট আছে। গ্রুপে ৫ জন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রয়েছে। এরা সৌদি আরব, আমেরিকা ও কুয়েত থেকে নিয়মিত ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। বর্তমানে গ্রুপে দেশ-বিদেশের প্রায় ৭০০ কিশোর রয়েছে।

র‌্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং পরিচালক কমান্ডার এম সোহায়েল বলেন, এরা যেকোনো ওয়েবসাইটে ঢুকে আধা ঘণ্টার মধ্যে তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে। এরপর তাদের ইচ্ছেমতো ওই ওয়েবসাইটটি হ্যাকিং করে যেকাউকে বিপদে ফেলতে পারে।

র‌্যাব সূত্র জানায়, রায়হান হবিগঞ্জ আলিফ সোবাহান চৌধুরী ডিগ্রি কলেজের এইচএসসির ছাত্র। আর রাসেল পড়ে চট্টগ্রামের ম্যাক্স পলিটেকনিক্যালে

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেমিং প্রতিযোগিতা

রাজধানীর নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিক্রেয়েশনহলে ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর এএমডি-গিগাবাইট সাইবার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০১১ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার ক্লাবের আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১৬-২৪

নভেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের নিবন্ধন করা হয়। বিজয়ীদের এএমডি ও গিগাবাইটের সৌজন্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার ও নগদ অর্থ দেয়া হয়। প্রতিযোগিতায় নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনা ফি-তে নিবন্ধনের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

আসুসের ওয়্যারলেস-এন গিগাবিট রাউটার বাজারে

আসুসের আরটি-এন১৬ মডেলের ওয়্যারলেস-এন গিগাবিট রাউটার এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। এতে রয়েছে ১টি ওয়্যান পোর্ট, ৪টি ল্যান পোর্ট এবং ২টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট। রাউটারটি আইইইই৮০২.১১বি/জি/এন ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড সমর্থন করে এবং সর্বোচ্চ ৩০০ মেগাবিট পার সেকেন্ড গতিতে কাজ করে। এর শক্তিশালী সিপিইউ এবং ১২৮ মে.বা. ডিডিআর২ ভিডিও মেমরি একাধারে নেটওয়ার্কের অনেক কাজ বা নির্দেশনা বিরতিহীনভাবে অনায়াসে সম্পাদন করতে পারে। এটি একই সাথে স্টোরেজ, প্রিন্টার এবং মিডিয়া সার্ভার হিসেবেও কাজ করে। দাম ৯৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫-৪৭৬৩৫৩, ৮১২৩২৮১

ভারতে ১৯৯৯ রুপির ল্যাপটপ

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ঃ ভারতে ১৯৯৯ রুপি দামের ল্যাপটপ কমপিউটার অবমুক্ত হচ্ছে। এই মিনি ল্যাপটপ আনছে ভারতের টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান সিমোকো। সিমোকোর প্রধান সঞ্জয় ঘোষ বলেছেন, গ্রামের যুবসমাজের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির দরজা খুলে দিতেই তাদের এই প্রয়াস। সিমোকো সব সময়ই স্বল্পমূল্যের ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্রপাতি বাজারে আনছে। এই মিনি কমপিউটারে ইন্টারনেট, গান শোনা ও ছবি দেখার সুবিধাও থাকছে। এটির সাথে বিনামূল্যে

বিসিএস স্বর্ণপদক-২০১১ পেলেন ফ্লোরার চেয়ারম্যান

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ঃ বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি চলতি বছর থেকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রবর্তন করেছে বিসিএস স্বর্ণপদক। এ বছর এই পদক পেয়েছেন ফ্লোরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এন ইসলাম।

ফারুক খানের কাছ থেকে পদক নিচ্ছেন এম এন ইসলাম

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৩৯ বছর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই পদক দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন তাইওয়ান ট্রেড সেন্টার বাংলাদেশের পরিচালক ওডি ওয়াং। অনুষ্ঠানে বিসিএসের সাবেক সভাপতিরা ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

জিপিআইটির সেমিনার অনুষ্ঠিত

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ঃ আইটি সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিকিউরিটি শীর্ষক জিপিআইটির এক সেমিনার ২৯ নভেম্বর হোটেল রেডিসনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। স্বাগত বক্তৃতা করেন জিপিআইটির সিইও পিটার

ডিলভিয়াল। কুইন্ট ওয়েলিংটন রেডউডের পরিচালক ও সিইও সুনীল মেহতা এবং জেনারেল হেড (পূর্ব) ডিএনভি বিশ্বজিত চ্যাটার্জী দুটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী জিপিআইটির অভাবনীয় সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান। সেমিনারে বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম ক্লাউড অপারেটিং সিস্টেম ছেড়েছে ওরাকল

প্রথম ক্লাউড অপারেটিং সিস্টেম ওরাকল সোলারিস ১১ বাজারে ছেড়েছে ওরাকল। ক্লাউডভিত্তিক ডিপ্লয়মেন্ট গ্রাহকরা তাদের চাহিদানুযায়ী এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে প্রাইভেট, পাবলিক এবং হাইব্রিড ক্লাউডে রান করাতে পারেন সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ওরাকল সোলারিস ১১কে ডিজাইন করা হয়েছে। প্রথম সম্পূর্ণ ভার্চুয়ালাইজড অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ওরাকল সোলারিস ১১তে ওএসের জন্য বিল্টইন ভার্চুয়ালাইজেশন, নেটওয়ার্ক এবং স্টোরেজসমৃদ্ধ সেবা সংযুক্ত করা হয়েছে।

ওরাকল সিস্টেমসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জন ফওলার বলেন, গত দশকে উদ্ভাবিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম ওরাকল সোলারিস ১১। বিল্টইন সার্ভার, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক ভার্চুয়ালাইজেশনসহ এটিই ইন্ডাস্ট্রির প্রথম ক্লাউড অপারেটিং সিস্টেম। গ্রাহকরা খুব সহজেই এই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবেন।

ফুজিৎসুর মাল্টিটাচ নোটবুক বাজারে

ইন্টেল কোর আই ৫ প্রযুক্তির টিএইচ ৭০০ মডেলের মাল্টিটাচ নোটবুক এনেছে কমপিউটার সোর্স। কিবোর্ড বা মাউস ছাড়াই স্ক্রিনটাচের মাধ্যমেই অপারেটিং করা যাবে। জেনুইন উইন্ডোজ-৭ প্রিমিয়াম অপারেটিং সিস্টেম থাকায় লেটেস্ট অপারেটিং ভার্সন আপডেট করা যাবে। রয়েছে ৫০০ গি.বা. সাটা হার্ডড্রাইভ, ২.৪ গি.হা. শক্তির প্রসেসর, ৪ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‍্যাম, ৬ সেলের ব্যাটারি ব্যাকআপ ক্ষমতা ৪.৫ ঘণ্টা প্রভৃতি। পিসির তথ্য নিরাপত্তার জন্য রয়েছে অ্যান্টি থেফট লক, বায়োস লক এবং পাসওয়ার্ড লক। দাম ১ লাখ ৩৭৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩৩৬৭৫১

এডেটার ওয়াটারপ্রুফ ইউএসবি পেনড্রাইভ বাজারে

এডেটার এস১০১ মডেলের ক্ষুদ্রাকৃতির ও ওয়াটারপ্রুফ ইউএসবি পেনড্রাইভ এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। ৪ গ্রাম ওজনের এই পেনড্রাইভটিতে রয়েছে উন্নতমানের সুদৃশ্য কারুকার্যের কালো চামড়ার বহিরাবরণ। ক্যাপলেস ডিজাইনের পেনড্রাইভটিতে স্লাইডিং বাটন থাকায় ইউএসবি কানেক্টরটিকে কভারের মধ্যে ঢুকিয়ে সুরক্ষিত রাখা যায়। ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক 'চিপ অন বোর্ড' প্রযুক্তি, তাই এটি ওয়াটারপ্রুফ। ৪ গি.বা., ৮ গি.বা. ১৬ গি.বা.র দাম ৬০০, ৯০০ এবং ১৬০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯০৪, ৮১২৩২৮১

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহী ডেল

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের ক্ষেত্রে রয়েছে দ্রুত বর্ধনশীল পরিসর। আর তাই ডেল এখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেছেন ডেলের দক্ষিণ এশিয়ার ডেভেলপিং মার্কেট গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার হর্জিত রেখি। রাজধানীর একটি হোটেলে ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন হর্জিত রেখি

হর্জিত রেখি বাংলাদেশে ডেলের চ্যানেল পার্টনার নেটওয়ার্ককে আরো শক্তিশালী করতে এবং কমার্শিয়াল, কনজুমার ও পাবলিক সেক্টরে কোম্পানির উপস্থিতি বাড়াতে ডেলের কমিটমেন্টের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ব্যবসায় তথ্যপ্রযুক্তির রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। ডেল বিশ্বাস করে, এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে তারা তাদের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

প্রোলিঙ্ক তারহীন মাউস বাজারে

প্রোলিঙ্কের পিএম০৭১৩জি মডেলের ৯টি ভিন্ন রঙের অত্যন্ত পাতলা তারহীন প্রযুক্তির মাউস এনেছে কমপিউটার সোর্স। মাউস প্যাড ছাড়াই কাচের মতো যেকোনো অবতলে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ৬ মিটার পর্যন্ত দূরত্বে কাজ করে মাউসটি। ব্লুসার্ফ প্রযুক্তির ২.৪ গি.হা. গতিতে কাজ করতে সক্ষম মাউসটির সুপার হাইডেনসিটি ১০০০ ডিপিআই। রয়েছে হাইপার ফাস্ট স্ক্রল এবং অন-অফ বাটন। এক ব্যাটারিতে টানা ৬ মাস কাজ করে মাউসটি। দাম ৯০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-০০০২৭৯

আসুসের টুজি প্রজন্মের কোরআই৫ প্রসেসর ল্যাপটপ বাজারে

আসুসের এ৪৩ই মডেলের টুজি প্রজন্মের কোরআই৫ প্রসেসর ল্যাপটপ এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। রয়েছে ২ গি.বা. র‌্যাম, ৬৪০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ১৪ ইঞ্চির ডিসপ্লে, ডিভিডি রাইটার, ওয়্যারলেস ল্যান, গিগাবিট ল্যান, ব্লুটুথ, ওয়েবক্যাম, বিল্ট-ইন স্পিকার, মাইক্রোফোন, ৩টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট, ১টি এইচডিএমআই পোর্ট, মেমরি কার্ডরিডার প্রভৃতি। দাম ৫১০০০ টাকা। যোগাযোগ : ৮১২৩২৮১

স্ক্র্যাচকার্ডে ল্যাপটপ পেয়েছেন আব্বাস আলী

বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ডে স্মার্টের এইচপি প্যাভিলিয়ন থেকে ল্যাপটপ কিনে স্ক্র্যাচকার্ড ঘষে ল্যাপটপ জিতেছেন নারায়ণগঞ্জ ডিসি অফিস কর্মকর্তা মো: আব্বাস আলী প্রধান। তার হাতে

পুরস্কার তুলে দেন বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এইচপি পিএসজি কান্ট্রি হেড ইমরুল হোসেন ভূঁইয়া, স্মার্টের এইচপি পণ্য ব্যবস্থাপক মুজাহিদ আল বেরুনী সুজন এবং এইচপি কর্মকর্তা প্রতাপ সাহা প্রমুখ।

এসপির মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড এনেছে সেফ আইটি

এসপির ডব্লিউ২৫৮০ এবং ডব্লিউ৯৮৬৪ এবং মডেলের সুদৃশ্য ও মজবুত গঠনের নতুন দুটি [illegible] সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা লেআউটসমৃদ্ধ কিবোর্ডগুলোর হাইস্পিড কম্যান্ডিং রেট ইউজারকে দেবে টাইপিং ও কমান্ডিংয়ে সর্বাধিক গতি ও আরামদায়ক। এই কিবোর্ডগুলো

হট কি ব্যবহার করে দিয়ে ইউজার দক্ষতার সাথে সহজেই পিসির সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন খোলা/বন্ধ করা, গান শোনা, ইন্টারনেটের বিভিন্ন কাজসহ নানাবিধ কাজ করতে পারবেন। সফট টাচ এই স্টাইলিশ কিবোর্ডগুলো পিসির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে বহুগুণে। কিবোর্ড পি/এস-২ সংযোগ সুবিধাসমৃদ্ধ। ডব্লিউ২৫৮০ মডেলের দাম ৩১০ টাকা এবং ডব্লিউ৯৮৬৪ মডেলের কিবোর্ডটির দাম ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭-১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩

রাঙামাটিতে তথ্যপ্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির পুরনো কোর্ট মাঠে সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় ইনফরমেশন টেকনোলজি সলিউশন এর আয়োজক। মেলার উদ্বোধন করেন দৈনিক রাঙামাটির এমডি মো: জাহাঙ্গীর কামাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইনফরমেশন টেকনোলজি সলিউশনের পরিচালক মো: লোকমান হোসেন এবং মেলা কমিটির সদস্য সচিব মো: ইমরান। মেলায় রাঙামাটির বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ব্যাংকসহ ১২টি স্টল অংশ নেয়।

মোবাইল ফোনে ডাটা ব্যবহারের হার বেড়েছে : ওরাকল

মোবাইল ফোনে ডাটা ব্যবহার বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা। ভয়েস কল ও টেক্সট মেসেজ এখনো তার আধিপত্য ধরে রেখেছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওরাকল পরিচালিত এক জরিপ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

'অপরচুনিটি কলিং : দ্য ফিউচার অব মোবাইল কমিউনিকেশন-টেক টু' শিরোনামের ওই জরিপে দেখা গেছে গত বছরের চেয়ে চলতি বছর ডাটার ব্যবহার বেড়েছে ৪৭ শতাংশ। বিশ্বজুড়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের ৬৯ শতাংশ ব্যবহার করছেন স্মার্টফোন।

মোবাইল ডিভাইসে অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মোবাইলে ব্যবহারের জন্য ৫৫ শতাংশ ব্যবহারকারী ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে এবং ২৫ শতাংশ অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করে।

এডেটার ইউএসবি ৩.০ পোর্টের নতুন এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক বাজারে

এডেটার সিএইচ৯১১ মডেলের নতুন এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। ইউএসবি ৩.০ ইন্টারফেসের এই পোর্টেবল হার্ডডিস্কের ডাটা রিডের সর্বোচ্চ গতি ৯০ মে.বা. সেকেন্ড। এটি খাড়া এবং আড়াআড়ি উভয়ভাবেই রেখে ব্যবহার করা যায়। রয়েছে লেবেল স্টিকার, ফলে সূচিপত্র চিহ্নিত করে রাখা যায়। ৫০০ গিগাবাইট এবং ১ টেরাবাইট হার্ডডিস্কের দাম ৭৫০০ এবং ৯৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯০৪, ৮১২৩২৮১

এমএসআই গেমিং এনিমেশন এবং ভিডিও এডিটিং মাদারবোর্ড বাজারে

অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য এমএসআইর ৮৯০এফএক্সএ-জিডি৭০ গেমিং এনিমেশন এবং ভিডিও এডিটিং মাদারবোর্ড এনেছে ইউসিসি।

রয়েছে এএমডি ৮৯০এফএক্স এবং এসবি৮৫০ চিপসেট। এটি এএম৩ ফেনম ২, অ্যাথলন ২ এবং স্যাম্প্রন ১০০ সিরিজ প্রসেসর সাপোর্ট করে।

অ্যাপ্লিকেশন এবং গেমে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্সের জন্য রয়েছে ১৬ গি.বা. ডিডিআর৩ মেমরি, ২৪০ পিন স্লট। উচ্চমাত্রার হাইফাই অডিওর জন্য রয়েছে ২৪বিট/১৯২ কিলোহার্টজ এইচডি অডিও চিপসেট। গ্রাফিক্সের জন্য দেয়া হয়েছে ৫টি পিসিআই এক্সপ্রেস ২.০ বাই ১৬ কার্ড। ৬টি সাটা কানেক্টর দেবে বিপুল পরিমাণ ভিডিও ফুটেজ স্টোরের ক্ষমতা। যোগাযোগ : ৮১২০৭৮৯, ৯৬৬৮৯৫০

রেডহ্যাট লিনআক্স-৬ সার্টিফিকেশন কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্স রেডহ্যাট এন্টারপ্রাইজ লিনআক্স-৬ কোর্সে শুক্র ও শনিবার সান্ধ্যকালীন ব্যাচে ভর্তি চলছে। ৯০ ঘণ্টার কোর্সে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার কনফিগারেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কোর্স সমাপ্তি শেষে রেডহ্যাট কোর্স সমাপ্তি সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩-

বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন অ্যাভিরার ইন্টারন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার

জার্মানির অ্যান্টিভাইরাস নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাভিরার ইন্টারন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার জেইন সিমা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। সফরকালে তিনি স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি. লি.র

কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ ব্যবসায়িক বৈঠক ছাড়াও বিসিএস কমপিউটার সিটি, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, এলিফ্যান্ট রোডসহ গুরুত্বপূর্ণ কমপিউটার মার্কেটগুলো পরিদর্শন করেন। বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ডেও যান তিনি। তার সাথে ছিলেন অ্যাভিরার পণ্য ব্যবস্থাপক লুৎফর রহমান পেরি এবং স্মার্টের আইভিবি ব্র্যান্ড ইনচার্জ মোঃ জাকিউর রহমান।

ডেলের নতুন ল্যাপটপ এনেছে গ্লোবাল

ডেলের ভোস্ট্রো সিরিজের ৩৪৫০ মডেলের নতুন ল্যাপটপ এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। এতে রয়েছে ২.৩ গি.হা. গতির টুজি প্রজন্মের ইন্টেল কোরআই-৫ প্রসেসর, ১৪ ইঞ্চির অ্যান্টি-গ্লেয়ার প্রযুক্তির ডিসপ্লে, ৪ গি.বা. র‍্যাম, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ইন্টেল ভিডিও মেমরির গ্রাফিক্স, ওয়্যারলেস ল্যান, ব্লুটুথ, মেমরি কার্ডরিডার, এইচডিএমআই পোর্ট, ইউএসবি ২.০ এবং ইউএসবি ৩.০ পোর্ট প্রভৃতি। দাম ৫৮০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯০৫, ৮১২৩২৮১

বেনকিউ আঞ্চলিক পরিবেশক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বেনকিউ তাইওয়ানের সদর দফতরে ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় বেনকিউ আঞ্চলিক পরিবেশক সম্মেলন ২০১১। এতে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে বেনকিউ বাংলাদেশের আঞ্চলিক পরিবেশক কম জ্যাগ লি.। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পণ্য ব্যবস্থাপক নাদিরা নাহিদ নদী। সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল ইনোভেশন ডিসপ্লে।

এরই ধারাবাহিকতায় বেনকিউ এলইডি মনিটর সিরিজে যোগ হয়েছে দ্বিতীয় প্রজন্মের গেমিং মনিটর এক্সএল২৪২০টি, যা প্রফেশনাল গেমারদের দেবে পরিপূর্ণ আনন্দ। এই সিরিজের মনিটরে আরো যোগ হয়েছে ভিএ এলইডি প্যানেল ভিএল সিরিজ মনিটর, যা করপোরেট গ্রাহকদের দেবে নানা সুবিধা। এতে রয়েছে ইকো সেন্সর। ব্যবহারকারী মনিটরের সামনে থেকে সরে গেলে মনিটরের পাওয়ার অটো অফ হয়ে যাবে এবং ফিরে এলে অটো অন হবে।

এসারের নতুন অ্যাস্পায়ার এসথ্রি আল্ট্রা বুক বাজারে

এসারের অ্যাস্পায়ার এসথ্রি আল্ট্রা নোটবুক এনেছে এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লি.। এটি ১৩ মি.মি. পাতলা এবং ওজন ১.৬৫ কেজি। রয়েছে ইন্টেল কোর আই ৫ প্রসেসর (১.৬০ গি.হা., ৩ মে.বা. কেস মেমরি), ৪ গি.বা. ডিডিআর ৩ র‍্যাম এবং ৩২০ গি.বা. সাটা হার্ডড্রাইভ, ২০ গি.বা. সলিড স্টেট হার্ডড্রাইভ, ইনস্ট্যান্ট অন ফিচার, ৬ ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপসহ ১৩.৩ ইঞ্চি এলইডি এইচডি স্ক্রিন, ব্লুটুথ, কার্ডরিডার, ওয়েবক্যাম প্রভৃতি। দাম ৭৩৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৯-২২২২২২

মোবাইল সুরক্ষা নিশ্চিত করবে নরটন

মোবাইল ফোনের সুরক্ষার জন্য নরটন অ্যান্টিভাইরাস এনেছে কমপিউটার সোর্স। সব ধরনের ম্যালওয়্যার, স্প্যাম প্রটেকশনের পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেমে চালিত 'নরটন মোবাইল সিকিউরিটি' নামের এ অ্যান্টিভাইরাসটিতে রয়েছে অ্যান্টি থেফট ও ওয়েব প্রটেকশন এবং কল অ্যান্ড টেক্সট ব্লকিং সুবিধা। ফলে অ্যান্টিভাইরাসটি কেবল ই-মেইল, মিউজিক, গেম কিংবা মোবাইলে সংরক্ষিত ডকুমেন্টকেই নয়, একই সাথে প্রতিহত করে মোবাইল চোরদেরকেও। দাম ৭০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩০৩৩২২

কণিকা মিনোল্টার অল-ইন-ওয়ান লেজার প্রিন্টার বাজারে

জাপানের কণিকা মিনোল্টা ব্র্যান্ডের ম্যাজিক কালার ১৬৯০এমএফ মডেলের নতুন কালার লেজার মাল্টিফাংশন প্রিন্টার এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। অল-ইন-ওয়ান সুবিধার এই প্রিন্টারটি একাধারে প্রিন্টার, কপিয়ার, ফ্যাক্স এবং স্ক্যানার। এটি প্রতি মিনিটে ২০টি মনো এবং ৫টি কালার প্রিন্ট দিতে সক্ষম। প্রিন্ট রেজ্যুলেশন ১২০০ বাই ৬০০ ডিপিআই, কপি/স্ক্যান রেজ্যুলেশন ৬০০ বাই ৬০০ ডিপিআই, মাসে ৩৫০০০ পৃষ্ঠা প্রিন্ট, ১২৮ মে.বা. স্ট্যান্ডার্ড মেমরি, ফ্যাক্স মডেম স্পিড ৩৩.৬ কেবিপিএস। এছাড়াও রয়েছে ২০০ শিট মাল্টিপারপাস ট্রে, অটো ডকুমেন্ট ফিডার, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী প্রভৃতি সুবিধা। দাম ২৫০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৭-১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩

তোশিবার বারকোড প্রিন্টার ও হার্ডওয়্যার বাজারে

তোশিবার বারকোড প্রিন্টার এবং পয়েন্ট অব সেলস হার্ডওয়্যার এনেছে ইন্টারন্যাশনাল অফিস মেশিনস লি. তথা আইওএম। আধুনিক ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাসেট ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে তোশিবা বারকোড প্রিন্টার অনন্য। হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সুপারস্টোর, পরিবহন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পোশাক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ওষুধ শিল্প, কেমিক্যাল শিল্পসহ যেকোনো রফতানিমুখী শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে উপযুক্ত বারকোড প্রিন্টার। এগুলো ১ ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি প্রস্থবিশিষ্ট লেবেল প্রিন্ট করতে সক্ষম। এই প্রিন্টার ব্যবহারবান্ধব। তোশিবার পয়েন্ট অব সেলস তথা পিওএস সিস্টেমও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৭৫৫-৫২৩৮৭১, ৯৮৬২৫৫১

ট্রান্সসেন্ড জেটফ্ল্যাশ ৫৬০ বাজারে

ট্রান্সসেন্ডের নতুন পণ্য জেটফ্ল্যাশ ৫৬০ ইউএসবি ফ্ল্যাশড্রাইভ এনেছে ইউসিসি।

জেটফ্ল্যাশ সিরিজের নতুন এ সদস্যের রয়েছে স্টাইল ও পারফরম্যান্সের সমন্বয়। এটি তৈরিতে ব্যবহার হয়েছে আল্ট্রাসনিক ওয়েল্ডিং টেকনোলজি, ফলে পতন ও ঝাঁকুনিতেও এর খালাই ছোটে না। দৃষ্টিনন্দন বহিরাবরণ ছাড়াও যুক্ত হয়েছে হ্যান্ডি পুশআউট ইউএসবি কানেক্টর। বৃদ্ধাঙ্গুলির মৃদু চাপেই ব্যবহারকারী এই ইউএসবি কানেক্টরকে এক্সটেন্ড ও রিট্র্যাক্ট করতে পারবেন, যাতে স্লিপ-অন ক্যাপ টাইপের মতো দুই হাত ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, ভয় নেই ক্যাপ হারিয়ে যাওয়ারও। যোগাযোগ : ৮১২০৭৮৯, ৯৬৬৮৯৫০

ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেটের নতুন প্যাকেজ কিউবির

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য কিউবি দুটি নতুন সংযোগ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। মাসিক প্যাকেজ ব্যবহারকারীরা ১০০০ টাকায় ইউএসবি মডেম কিনতে পারবেন। প্রিপেইড ব্যবহারকারীরা ১৫০০ টাকায় ইউএসবি মডেম কিনতে পারবেন। ৫০০ টাকায় বিশেষ মাসিক প্যাকেজ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। মাসিক ব্যবহারকারীরা ১ম ও ২য় মাসে ফেরত পাবেন ৩০০ টাকা এবং ৩য় মাসে পাবেন ৪০০ টাকা।

ইপসনের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এনেছে ফ্লোরা

ইপসনের সহজে বহনযোগ্য ইবি ১৭৭৫ ডব্লিউ এবং আলট্রা-শর্ট থ্রো ইবি-৪৫০ ডব্লিউ মডেলের নতুন দুটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এনেছে ফ্লোরা লি.। ইবি ১৭৭৫ ডব্লিউয়ের উজ্জ্বলতা ৩০০০/১৭০০ লুমেন, রেজ্যুলেশন ১২৮০x৭৬৮, কনট্রাস্ট রেশিও ২০০০:১, স্ক্রিন সাইজ ৩০ ইঞ্চি-৩০০ ইঞ্চি এবং ওজন ১.৬৬ কেজি।

ইবি-৪৫০-এ আলট্রা শর্ট থ্রো সুবিধা থাকার কারণে প্রেজেন্টেশন দেয়ার সময় প্রজেক্টরের ছায়া পর্দায় পড়ে না। ফলে পর্দায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবিকে ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। যোগাযোগ : ০১৬৭৮-১১৭৮০০

গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ম্যানেজার আবদুল্লাহ্‌র ইন্তেকাল

গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.র ম্যানেজার (হিসাবরক্ষক) একেএম আবদুল্লাহ আল-নাসিম (৩৯) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৭ নভেম্বর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি স্ত্রী ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ◆

এফোরটেকের ১৬ মেগা ওয়েবক্যাম এনেছে গ্লোবাল

এফোরটেকের পিকে-৭জি মডেলের নতুন ওয়েবক্যাম এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। ১৬ মেগাপিক্সেলের এই ওয়েবক্যামটিতে রয়েছে অ্যান্টি-গ্লেয়ার কোটিং, যা নেটমিটিং, ভিডিও মনিটর, ভিডিও মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বমুক্ত স্বচ্ছ ও নিখুঁত ভিডিও এবং স্থিরচিত্র ধারণ ও পাঠান যায়। এলইডি লাইট থাকায় অন্ধকারেও আলোময় ছবি দেয়। রয়েছে উন্নতমানের বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন, স্ন্যাপশট বাটন, লেন্স প্রটেক্টিং কভার, অটোমেটিক হোয়াইট ব্যালেন্স, মোশন ট্র্যাকিং প্রভৃতি। দাম ২০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯০৪, ৮১২৩২৮১

বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ডে ওরিয়েন্টালের অংশগ্রহণ

বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড মেলায় হিটাচি ব্র্যান্ডের পণ্য নিয়ে অংশ নিয়েছে ওরিয়েন্টাল সার্ভিসেস এভি লিমি. লি.। মেলার গোল্ড স্পন্সর ছিল হিটাচি। মেলায় আনা হয়েছিল বিভিন্ন মডেলের ও দামের এলসিডি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। এর মধ্যে ছিল সিপি-আরএক্স৭৯ (৪৫৫০০ টাকা), সিপি-এক্স২৫১১ (৫৫০০০), সিপি-এক্স২৫২১ডব্লিউএন (৫৪০০০), সিপি-এক্স৩০২১ডব্লিউএন (৬৩০০০), সিপি-এক্স৪০২১এন (৯৩০০০) এবং সিপি-এক্স৪৫০ (৬৪০০০ টাকা)। মেলায় প্রজেক্টর কেনায় পাওয়া গেছে ফ্রি প্রজেকশন স্ক্রিন। যোগাযোগ : ০১৭১৯-০২৮১১০

লংহর্নের টোনার, রিফিল ও রিবন এসেছে

লংহর্নের বিভিন্ন মডেলের টোনার কার্ট্রিজ, রিফিল এবং রিবন এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। ভিলেজের সহ-ব্যবস্থাপক রিয়াজ আহমেদ সুমন জানান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের দৈনন্দিন প্রিন্টিং খরচ কমানোর কারণে বিকল্প টোনার কার্ট্রিজ, রিফিল এবং রিবন ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে লংহর্ন প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত প্রিন্টিং খরচ কমিয়ে দেয় এবং একমাত্র [illegible] দিয়ে থাকে। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৪০৭৩২

ফুজিৎসুর নতুন লাইফবুক এনেছে সোর্স

ফুজিৎসু নতুন মডেলের লাইফবুক এনেছে কমপিউটার সোর্স। ইন্টেল কোর আই থ্রি ২৩৩০এম, ২.২ গি.হা. প্রসেসরসমৃদ্ধ এলএইচ ৫৩১ লাইফবুকটিতে রয়েছে ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ৩০০০, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‌্যাম। ১৪.১ ইঞ্চি প্রশস্ত এলইডি ডিসপ্লেনির্ভর লাইফবুকটির ব্যাটারি ব্যাকআপ ক্ষমতা সাড়ে চার ঘণ্টা। দাম ৪৯৫০০ টাকা।

ইন্টেল ডুয়ালকোর বি৯৫০, ২.১ গি.হা. প্রসেসরসমৃদ্ধ এলএইচ ৫৩১ লাইফবুকটিতে রয়েছে ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ৩০০০, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‌্যাম। ১৪.১ ইঞ্চি প্রশস্ত এলইডি ডিসপ্লেনির্ভর লাইফবুকটির ব্যাটারি ব্যাকআপ ক্ষমতা সাড়ে চার ঘণ্টা। দাম ৪০১৫০ টাকা।

ডুয়ালকোর ২.০ গি.হা. প্রসেসরসমৃদ্ধ এলএইচ ৫৩১ লাইফবুকটিতে রয়েছে ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ৩০০০, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‌্যাম। দাম ৪০১৫০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩৩৬৭৫১

জেব্রার লেজার টোনার কার্ট্রিজ বাজারে

জেব্রা ব্র্যান্ডের প্রিমিয়াম লেজার টোনার কার্ট্রিজ এনেছে ইকরা এন্টারপ্রাইজ। এই কার্ট্রিজ পরিষ্কার এবং ঝকঝকে প্রিন্ট দেয়। এই ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের টোনার কার্ট্রিজ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৯১৯-২৬৭১৫২

পিসিআই এক্সপ্রেস জেনারেশন৩ মাদারবোর্ড বাজারে

এমএসআই মাদারবোর্ড জেড৬৮এ-জিডি৮০ (জি৩) এনেছে কমপিউটার সোর্স। এটি পিসিআই এক্সপ্রেস জেনারেশন৩ মেইনবোর্ড এবং ইউইএফআই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ। পিসিআই এক্সপ্রেস জেন২-এর চেয়ে ডাটা স্থানান্তর গতি ২০০ গুণ দ্রুত। হার্ডড্রাইভের পারফরম্যান্স ৪৫৭ শতাংশ পর্যন্ত বেশি। দাম ১৭০০০ টাকা। ৩ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৯১১-৪৪৬৩৯৪

আসুসের নতুন গেমিং গ্রাফিক্সকার্ড এনেছে গ্লোবাল

গেমারদের হাই-এন্ড গ্রাফিক্সের চাহিদা পূরণে আসুসের ইএএইচ৬৭৭০ডিসি/২ডিআই মডেলের গেমিং গ্রাফিক্সকার্ড এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। এএমডি রেডিয়ন এইচডি৬৭৭০ গ্রাফিক্স ইঞ্জিনের এই গ্রাফিক্সকার্ডটির ভিডিও মেমরি জিডিডিআর৫ ১ গি.বা.। পিসিআই এক্সপ্রেস ২.১ বাস স্ট্যান্ডার্ডের এবং ১২৮ বিট মেমরি ইন্টারফেসের এই গ্রাফিক্সকার্ডটির ইঞ্জিনক্লক ৮৫০ মে.হা., মেমরি ক্লক ৪০০ মে.হা., র‌্যামডেক ৪০০ মে.হা. এবং এর মাধ্যমে মনিটরে সর্বোচ্চ ২৫৬০ বাই ১৬০০ পিক্সেলের রেজ্যুলেশন পাওয়া যায়। কার্ডটিতে ডি-সাব আউটপুট, ডিভিআই আউটপুট, এইচডিএমআই আউটপুট প্রভৃতি সংযোগ সুবিধা রয়েছে। দাম ১২০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯৩৮, ৮১২৩২৮১

গিগাবাইট গেমিং টিম চূড়ান্ত

স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি. লি.র উদ্যোগে সম্প্রতি গিগাবাইট গেমিং দল গঠিত হয়েছে। দেশব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন গেমিং প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থান অর্জনকারী প্রতিযোগীদের সমন্বয়ে এই দল গঠন করা হয়। দলের সদস্যদের হাতে জার্সি তুলে দেন স্মার্টের মহাব্যবস্থাপক জাফর আহমেদ ও গিগাবাইটের পণ্য ব্যবস্থাপক খাজা মোহাম্মদ আনাস খান। ৩৫ সদস্যের এই গেমিং দল ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন গেমিং প্রতিযোগিতায় গিগাবাইটের ব্যানারে দলগতভাবে অংশ নেবে

ম্যানহাটনের ৫.০ মেগাপিক্সেল ওয়েবক্যাম বাজারে

ম্যানহাটন ব্র্যান্ডের ৫.০ মেগাপিক্সেল ওয়েবক্যাম এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। এটি ১/৪ ইঞ্চির ইমেজ সেন্সরের ওয়েবক্যাম, যা সর্বোচ্চ ৫ মেগাপিক্সেলের উন্নতমানের স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ভিডিও এবং ২৫৬০ বাই ১৯২০ রেজ্যুলেশনের ছবি তুলতে করতে সক্ষম। ইউএসবি ইন্টারফেসের এই ওয়েবক্যামটি নোটবুক, সিআরটি মনিটর এবং যেকোনো ধরনের সমতল ডিসপ্লে প্যানেলের সাথে সহজেই মানানসই। দাম ৭০০ টাকা। যোগাযোগ :

এসেছে ইয়ারসনের নতুন স্পিকার ইআর২০১০

ইয়ারসনের নতুন স্পিকার ইআর২০১০ এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। কাঠের মসৃণ বডিসমৃদ্ধ স্পিকারটি দেখতে আকর্ষণীয় এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসংবলিত। ৪ ওহম ক্ষমতার স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি অন্যান্য স্পিকার থেকে আলাদা। আউটপুট পাওয়ার ১২ ওয়াট আরএমএস, ফ্রিকোয়েন্সি ৩৫ হার্টজ-২০ কিলোহার্টজ। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৪০৭৩২, ৯৬৬৮৫২০

এসারের সাশ্রয়ী কোর আই থ্রি নেটবুক বাজারে

এসারের নতুন কম দামের অ্যাস্পায়ার ৪৭৩৯ নোটবুক এনেছে এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লি.। এতে আছে ইন্টেল কোর আই ৩ প্রসেসর ২.৪০ গি.হা., ৩ মে.বা. ক্যাশ মেমরিসহ ২ গি.বা. ডিডিআর ৩ র‍্যাম এবং ৫০০ গি.বা. সাটা হার্ডড্রাইভ, ১৪ ইঞ্চি এলইডি-এইচডি স্ক্রিন, ডিভিডি রাইটার, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, কার্ডরিডার প্রভৃতি। দাম ৩৬৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৯-২২২২২২

লজিটেক ট্যাবলেট কিবোর্ড বাজারে

লজিটেকের ট্যাবলেট কিবোর্ড এনেছে কমপিউটার সোর্স। কোনোরকম তার বা জ্যাক ছাড়াই ব্লুটুথ কানেকটিভিটিসম্পন্ন কিবোর্ডটি ৩০ ফুট পর্যন্ত দূরত্বে কাজ করে সাবলীল। কিবোর্ডটির সাথে রয়েছে একটি ব্যবহারবান্ধব ক্যারিকেস, যা অবতল ও খাড়া উভয় ভিউ অ্যাঙ্গেলে মোবাইল ফোনের স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টিসহ দাম ৬০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩৩৪১৬৫

এসপির নতুন অপটিক্যাল মাউস বাজারে

এসপির নতুন মডেলের অপটিক্যাল মাউস এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। চমৎকার ডিজাইনের এই মাউসগুলো পিএস/২ এবং ইউএসবি দু'ধরনের পোর্টেই বেশ কয়েকটি মডেলে পাওয়া যাচ্ছে। মাউসগুলোর ডিজাইন এমনভাবে করা যাতে ব্যবহারকারী দীর্ঘক্ষণ ধরে আরামে ব্যবহার করতে পারেন। এসপি অপটিক্যাল মাউসে আছে ইজি স্ক্রল হুইল, আরামদায়ক বাটন। এটি হাতের মুঠোয় সহজেই এঁটে যাবে। মাউসগুলো নির্ভুল, নিখুঁত এবং বিঘ্নহীনভাবে ব্যবহার করা যায়। মডেলভেদে পিএস/২ মাউসগুলোর দাম ২৫০ ও ২৬৫ টাকা এবং ইউএসবি মাউসগুলোর দাম ২৬৫ টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭-১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩

এলজির লো-রেডিয়েশনের ১৬ ইঞ্চি এলসিডি মনিটর বাজারে

এলজির ডব্লিউ১৬৪৩সি মডেলের ১৬ ইঞ্চি এলসিডি মনিটর এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। লো-রেডিয়েশনের এই মনিটরটি চোখের জন্য নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব। এতে রয়েছে এফ-ইঞ্জিন প্রযুক্তি, যা সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক ইমেজ দেয়। মনিটরটি টিসিও-০৩ এবং ইপিএ এনার্জি স্টারসংবলিত। এছাড়া রয়েছে ৩০০০০:১ অনুপাতের ডিজিটাল ফাইন কন্ট্রাস্ট রেশিও, ৮ মিলি সেকেন্ড রেসপন্স টাইম, সর্বোচ্চ ১৩৬৬ বাই ৭৬৮ পিক্সেল রেজ্যুলেশন, ১৭০ ডিগ্রি ও ১৬০ ডিগ্রি ভিউইং অ্যাঙ্গেল, অটো রেজ্যুলেশন অ্যাডজাস্ট প্রভৃতি। দাম ৬৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯২২, ৮১২৩২৮১

টুইনমসের উচ্চগতির র‍্যাম বাজারে

টুইনমস ব্র্যান্ডের টুইস্টার সিরিজের ১৮৬৬ মে.হা. গতির ৪ গি.বা. ডিডিআর৩ র‍্যাম এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। ১২৮ বাই ৮ অক্টিস কনফিগারেশনসম্পন্ন এই র‍্যাম প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ১৫০০০ মে.বা. ডাটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম। অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে এই র‍্যামে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম হিটসিঙ্ক। প্রোডাক্ট লাইফটাইম ওয়ারেন্টিসহ দাম ৩৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩১৭৭৮৭

ট্রান্সসেন্ডের স্টোরজেট ২৫এইচ২পি হার্ডড্রাইভ বাজারে

ট্রান্সসেন্ডের স্টোরজেট২৫এইচ২পি পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ এনেছে ইউসিসি। যারা সাশ্রয়ী দামে উঁচুমানের পারফরম্যান্স পেতে চান তাদের জন্য এটি আদর্শ। মার্কিন সামরিক বাহিনীর ড্রপটেস্ট উত্তীর্ণ এই হার্ডড্রাইভের কেসিং অত্যন্ত মজবুত এবং সব জায়গায়

পাওয়া যাচ্ছে। স্টোরেজ ক্ষমতা ১ টেরাবাইট। তাই প্রচুর ডাটা সংরক্ষণ করা যায়। রয়েছে ওয়ান টাচ অটো ব্যাকআপ

আসুসের আল্ট্রা-পোর্টেবল নেটবুক বাজারে

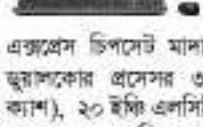

আসুসের ই-পিসি ১২১৫পি মডেলের নেটবুক এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। ১.৬৬ গি.হা. গতির ইন্টেল অ্যাটম ডুয়াল-কোর প্রসেসরের এই নেটবুকে রয়েছে ইন্টেল এনএম১০ চিপসেট, ২ গি.বা. ডিডিআর-৩ র‍্যাম। এছাড়া রয়েছে ১২.১ ইঞ্চির ডব্লিউএক্সজিএ ডিসপ্লে, ৩২০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ওয়াই-ফাই, ওয়েবক্যাম, ব্লুটুথ ৩.০, মেমরি কার্ডরিডার, হাই ডেফিনিশন অডিও, ১০/১০০এম ল্যান, ৩টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট প্রভৃতি। দাম ২৮০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫-৪৭৬৩৫৫, ৮১২৩২৮১

এইচপি ডেস্কটপ কমপিউটার কিনলে বিশেষ ছাড় ও উপহার

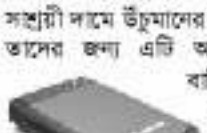

পোর্টেবল এইচপি ডেস্কটপ কমপিউটার কিনলেই উপহার এবং বিশেষ মূল্য ছাড় দিচ্ছে কমপিউটার ভিলেজ। এতে আছে ইন্টেল ৪১ এক্সপ্রেস চিপসেট মাদারবোর্ড, ইন্টেল পেন্টিয়াম ডুয়ালকোর প্রসেসর ৩.২০ গি.হা. (২ মে.বা. ক্যাশ), ২০ ইঞ্চি এলসিডি মনিটর, ইন্টেল জিএমএ এক্স৪৫০০ গ্রাফিক্সকার্ড, সাটা ৫০০ গি.বা. হার্ডড্রাইভ, ২ গি.বা. র‍্যাম, ডিভিডি অপটিক্যাল ড্রাইভ (রিড-অ্যান্ড-রাইট), ওয়াইফাই, ওয়েবক্যাম, ৬-ইন-১ মাল্টিমিডিয়া কার্ডরিডার এবং মাউস-কিবোর্ডের তারবিহীন সংযোগ প্রভৃতি। দাম ৪১৫০০ টাকা, কিন্তু ডিসেম্বরে ৩৯৫০০ টাকায় কেনা যাবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৪০৭৬০

স্যামসাং ব্লুরে কম্বোড্রাইভ বাজারে

স্যামসাংয়ের ব্লুরে কম্বোড্রাইভ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। এসএইচ৪পি মডেলের এই ড্রাইভটি ১২এক্স গতিতে ব্লুরে ডিস্ক রিড করতে পারে, যা সম্পূর্ণ এইচডি রেজ্যুলেশনের মুভি দেখার উপযোগী। এছাড়া এই ড্রাইভটি ডিভিডি ও সিডি রিড ও রাইট করতে পারে। সাটা ইন্টারফেসের এই ড্রাইভারটিতে রয়েছে লাইটস্ক্রাইব সুবিধা এবং ২ মে.বা. বাফার মেমরি। এক বছরের ওয়ারেন্টিসহ দাম ৭৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩১৭৭৪৮

ব্রাদারের এ-থ্রি কালার ইঙ্কজেট অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টার বাজারে

ব্রাদারের এমএফসি-জে৬৫১০ডিডব্লিউ মডেলের এ-থ্রি সাইজের কালার ইঙ্কজেট অল-ইন-ওয়ান প্রিন্টার এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। প্রফেশনাল সিরিজের এই প্রিন্টারটির মাধ্যমে এ-থ্রি সাইজের প্রিন্ট, কপি, স্ক্যান, ফ্যাক্স করার পাশাপাশি ডুপ্লেক্স ফিচার থাকায় উভয় পৃষ্ঠায় প্রিন্ট দেয়া যায়। এর সাদা-কালো প্রিন্টের গতি ৩৫ পিপিএম, কালার প্রিন্টের গতি ২৭ পিপিএম, প্রিন্ট রেজ্যুলেশন ৬০০০ বাই ১২০০ ডিপিআই। দাম ৩৫০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫-৪৭৬৩২৯, ৮১২৩২৮১

ক্যাসিও এক্সজে-এম১৪০ অবমুক্ত

বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড মেলায় ক্যাসিও এক্সজে-এম১৪০ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর অবমুক্ত করেছে ওরিয়েন্টাল সার্ভিসেস এভি বিডি. লি.। এর রেজ্যুলেশন এক্সজিএ ১০২৪ বাই ৭৬৮, উজ্জ্বলতা ২৫০০ এএনএসআই লুমেন, কনট্রাস্ট রেশিও ১৮০০:১, ইউএসবি ড্রাইভ দিয়েও চালানো যায়।

এএমডি প্রসেসর ও এমএসআই মাদারবোর্ড এনেছে ইউসিসি

বিভিন্ন মডেলের এএমডি প্রসেসর ও এমএসআই মাদারবোর্ড এনেছে ইউসিসি। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ওয়ার্কস্টেশন কিংবা সার্ভারের জন্য এএমডির প্রসেসর জনপ্রিয়। এএমডির প্রডাক্ট লাইনে রয়েছে ফেনম-টু এক্স সিক্স (সিক্স কোর), ফেনম-টু এক্স ফোর (কোয়াড কোর), অ্যাথলন-টু এক্স ফোর (কোয়াড কোর), অ্যাথলন-টু এক্স টু (ডুয়াল কোর) এবং ইকোনমি হোম পিসির জন্য সেম্প্রন প্রসেসর। ডেস্কটপ পিসির জন্য এএমডি প্রসেসর সমর্থিত এমএসআই ৯৯০এফএক্সএ-জিডি৮০, ৮৯০জিএক্সএম-জি৬৫, ৮৮০ জিএমএ-ই৪৫, ৮৮০জিএম-ই৪১, ৭৬০জিএম-পি৩৩, ৭৪০জিএম-পি২৫, জিএফ৬১৫এম-পি৩৩ প্রভৃতি মাদারবোর্ড ও এএমডি প্রসেসর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ৮১২০৭৮৯, ৯৬৬৮৯৫০

কাচের ওপর কাজ করবে লজিটেক মাউস

অফিস ডেস্কে কাচের ওপর কাজ করবে লজিটেকের এমন কমপিউটার মাউস এনেছে কমপিউটার সোর্স। ৯০৫ মডেলের তারহীন প্রযুক্তির মাউসটি প্যাড ছাড়াই যেকোনো ইন্টারফেসে ব্যবহার করা যায়। মাউসটি না নাড়িয়েই স্ক্রল কার্সর ভার্টিক্যালি মুভ করা যায়। 'থাম্ব বাটন' দিয়েই করা যায় লেফট ও রাইট বাটনের কাজ। তিন বছরের ওয়ারেন্টিসহ দাম ৬২০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩৩৪১৬৫

ম্যানহাটনের নোটবুক কুলিং স্ট্যান্ড এনেছে সেফ আইটি

ম্যানহাটন নোটবুক কমপিউটার কুলিং স্ট্যান্ড মডেল ১৯০০৪৬ এনেছে সেফ আইটি সার্ভিসেস লি.। এর বিল্টইন ইউএসবি পাওয়ার কুলিং ফ্যান ও এলইডি লাইটিং কাজ করার সময় তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখা এবং ভালো পারফরম্যান্স দিতে সহায়তা করে। এটি ইনস্টল করা সহজ এবং ওজন হালকা। দাম ১৪০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৮১৭-১৪৯৩০৫, ৯৬৬৯৫৭৩

পাওয়ার ভিশন ইউপিএস এনেছে ভিলেজ

কম দামের পাওয়ার ভিশন ইউপিএস এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। এর বৈশিষ্ট্য হলো- ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ ১৪৫-২৮০, ফলে ভোল্টেজ কমবেশি হলেও কাজ করতে পারে। এ ছাড়া এভিআর বিল্টইন, স্লিপ মুডে চার্জ নেয়া, এয়ার সার্কুলেশন সিস্টেমসহ আধুনিক ইউপিএসের যাবতীয় সুবিধা রয়েছে। বিদ্যুতের হঠাৎ নিম্ন এবং ঊর্ধ্বগতি থেকে পিসিকে নিরাপদ রাখতে প্রয়োজন মানসম্মত এবং আধুনিক কারিগরিসম্পন্ন ইউপিএস, যার সবকিছুই আছে পাওয়ার ভিশনে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২

ডেলের দুটি নতুন মডেলের নোটবুক এনেছে সোর্স

ডেলের ইনস্পায়রন সিরিজের দুটি নতুন মডেলের নোটবুক এনেছে কমপিউটার সোর্স। এগুলো হচ্ছে- এন৪০৫০ এবং এন৪১১০। কালো, নীল ও লাল রঙের দ্বিতীয় প্রজন্মের ৫০০ গি.বা. তথ্য ধারণক্ষমতার নোটবুক দুটিতে রয়েছে ২ গি.বা. ডিডিআর থ্রি র‍্যাম, ইন্টেল এইচডি ৩০০০ গ্রাফিক্সকার্ড, ডিভিডি রাইটার, এইচডি ওয়েবক্যাম, ব্লুটুথ ও ল্যানকার্ডসহ বহনযোগ্য পিসির সব ধরনের সুবিধা। ১৪ ইঞ্চি প্রশস্ত মনিটরের এন৪০৫০ মডেলের কোর আইথ্রি প্রসেসরনির্ভর নোটবুকের দাম ৪৭০০০ টাকা। অপরদিকে কোরআই ফাইভ প্রসেসরসম্পন্ন এন৪১১০-এর দাম ৫৬০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩৪১৫২৩

এক্সরের নতুন স্পিকার বাজারে

এক্সরের এস২১১২ মডেলের আকর্ষণীয় স্পিকার এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। ফ্যাশনেবল এই স্পিকারটিতে রয়েছে ডিজিটাল এফএম টিউনার এবং ক্রিস্টাল সাউন্ড কোয়ালিটি। ২:১ অনুপাতের এই স্পিকারের দাম ২২০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩১৭৭৬৯

আসুসের এক্স৭৯ মাদারবোর্ড অবমুক্ত

আসুসের টিইউএফ সাবেরটুথ এক্স৭৯ মাদারবোর্ড এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। এতে রয়েছে ৬৪ গি.বা. কোয়াড চ্যানেল ডিডিআর৩ মেমরিসমৃদ্ধ সর্বাধুনিক এলজিএ২০১১ স্যান্ডি ব্রিজ-ই প্রসেসর। টিইউএফ থারমাল রাডার মনিটর করে জটিল যন্ত্রাংশের কার্যকলাপ, ফ্যান স্পিড নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। তাই এতে অতিরিক্ত তাপ তৈরি হয় না। ১২টি সেন্সর রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৭১৩-২৫৭৯৩৮, ৮১২৩২৪১

তোশিবার নতুন ল্যাপটপ বাজারে

তোশিবার সি৬৪০ডি-১০৩৪ইউ মডেলের ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। এএমডি ই-সিরিজের এপিইউ প্রসেসরসম্পন্ন এই ল্যাপটপে রয়েছে ২ গি.বা. ডিডিআর৩ র‍্যাম, ৫০০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ১৪ ইঞ্চি এলইডি ডিসপ্লে, সুপার মাল্টি ডিভিডি রাইটার, এএমডি রেডিয়ন এইচডি গ্রাফিক্সকার্ড এবং ১ মে.বা. এল২ ক্যাশ মেমরি। ১ বছরের রিজিওনাল ওয়ারেন্টিসহ দাম ৩৬০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৩১৭৭৫৯-৬০

মাইক্রোনেটের নতুন ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড রাউটার বাজারে

মাইক্রোনেটের এসপি৯১৬এনই মডেলের ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড রাউটার এনেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রা.লি.। এটি আইট্রিপলই৮০২.১১ বি/জি/এন ওয়্যারলেস স্ট্যান্ডার্ড সমর্থন করে। রয়েছে এসপিআই এবং এনএটি ডুয়াল ফায়ারওয়াল সুরক্ষা, যা হ্যাকারদের অবৈধ অনুপ্রবেশ হতে নেটওয়ার্ককে রক্ষা করে। নেটওয়ার্ক গঠনে এতে রয়েছে ১টি ১০/১০০এমবিপিএস ইউটিপি ওয়্যান পোর্ট এবং ৪টি ১০/১০০এমবিপিএস ইউটিপি ল্যান পোর্ট। এছাড়া অসঙ্গত ওয়েবসাইট ব্লক করতে রয়েছে ইউআরএল ফিল্টার। দাম ৪১০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫-৪৭৬৩৫৩, ৮১২৩২৮১

এইচপি প্যাভিলিয়ন সিরিজের দুটি নতুন ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট

এইচপি প্যাভিলিয়ন জি৪-১২০৪ টিইউ এবং জি৪-১২০৭ টিইউ মডেলের দুটি সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস বিডি লি.। ল্যাপটপগুলোতে রয়েছে ইন্টেল কোর আই ৫ ২৪৩০এম টার্বো প্রসেসর, ১৪.১ ইঞ্চি এলইডি ডিসপ্লে, ২ গি.বা. ডিডিআর৩ র‍্যাম, ৬৪০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার, ব্লুটুথ, কার্ডরিডার, ওয়েবক্যাম এবং ৬ সেল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। এগুলোর একটি ধূসর ও অন্যটি লাল রঙের। গ্লোবাল ব্যাকপ্যাক অফার ও ১ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ৪৮০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০-৭০১৯১০

বন্ধুত্বের নতুন সাইট 'আহ্বান'

মোবাইল ফোন থেকে ব্যবহারোপযোগী বন্ধুত্বের একটি নতুন সাইট প্রকাশিত হয়েছে। এ সাইটে রয়েছে চ্যাট, নিজস্ব ফোরাম, বার্তা আদান-প্রদান, ইউটিউবের ভিডিও এবং মোবাইলের বিভিন্ন প্রোগ্রাম নামানোর সুবিধা। এছাড়া আছে নিজের ছবি প্রকাশ করা, গ্যালারি তৈরিসহ বিভিন্ন সুবিধা। ওয়েবসাইট